চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 62 Wednesday, 1 February, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৬২ সংখ্যা ❋ ১৭ মাঘ, ১৪২৯, বুধবার, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

'আপনার ভূমিকা নিয়েই সন্দেহ হচ্ছে'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃ "এবার তো আপনার ভূমিকা নিয়েই সন্দেহ হচ্ছে।" নবম দশমে শিক্ষক নিয়োগে সিবিআইকে ভর্ৎসনা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর। সিবিআই-এর ভূমিকায় তীব্র অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট। মঙ্গলবার হাইকোর্টে নবম দশম শ্রেণির মামলার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে শুনানি ছিল। তদন্তকারী সংস্থার কাজের ধরণে বিরক্ত বিচারপতি বসু। এদিন সকালে একটি রিপোর্ট সিল বন্ধ খামে তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে রিপোর্ট জমা দেয় সিবিআই। কিন্তু পরে দেখা যায়, সেটির সঙ্গে সিবিআই-এর আইনজীবীর রিপোর্টে কোনও মিল নেই। তাতেই বিরক্ত বিচারপতি বসু। বিচারপতি বলেন, "দেশের একটা প্রধান তদন্তকারী সংস্থার এমন ভুল কাম্য নয়। সিবিআই এর ফাইল করা রিপোর্টে, যা আছে তার চাইতে আইনজীবীর ফাইলে আরও বেশি তথ্য আছে। এটা কীভাবে হয়?" শুনানি চলাকালীন বিরক্তি প্রকাশ করেন বিচারপতি। সিবিআই-এর উদ্দেশে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, এটা কি আপনার রেপুটেশনের সঙ্গে মিল খায়? আপনার ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে এই মামলার শুনানির প্রথমার্ধে সিবিআই-এর আইনজীবী আসেন অরিজিৎ মজুমদার। তিনি মুখ বন্ধ খামে বিচারপতির কাছে একটি রিপোর্ট জমা করেন। কিন্তু শুনানি চলাকালীন তিনি যে রিপোর্টটি পড়ে 'ব্রিফ' করছিলেন তাতে অন্য তথ্য

জানা যায়। বিচারপতির কাছে খামে যে রিপোর্ট জমা পড়েছিল, তাতে উল্লেখ ছিল ওএমআর শিট বিকৃত করার যে অভিযোগ উঠছে, তাতে তদন্ত চলছে। অথচ আইনজীবী 'ব্রিফিং'য়ের সময় বলেছিলেন, ওএমআর শিট বিকৃত মামলায় চার জন অভিযুক্তের নাম উঠে আসছে। এই তথ্য যখন বিচারপতি তাঁর রিপোর্টে দেখতে পান না, তখন উষ্মা প্রকাশ করেন। বর্ষীয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট সলিসেটর জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, "আসলে এটা ভুল হয়েছে। যে রিপোর্টটি জমা পড়েছে, সেটা আগের। প্রথমার্ধে আইনজীবী ভুল করে সেই রিপোর্ট খামে দিয়েছেন।" এরপরই সিবিআই-কে বিচারপতির পরামর্শ, সব পেপার তিনবার চেক করে পাঠানো উচিত। কিন্তু রিপোর্ট পাঠাতেও এত দেরি হচ্ছে কেন? সিবিআই-কে বিচারপতি বলেন, "সমাজ থেকে জঞ্জাল সরিয়ে উপযুক্তদের জায়গা করে দিন।" নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এসএসসি-র ভূমিকা নিয়েও সরব হন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। তিনি বলেন, "সব কি আদালতের দায়িত্ব? আপনাকে কেউ ঠকিয়ে চলে গেল আর আপনি চুপ করে বসে থাকবেন? এত ভয় কেন? যা হয়েছে মুছে এগিয়ে চলুন।" এসএসসি-কেই বিচারপতি জিজ্ঞাসা করেন, "নিজের ক্ষমতা কেন প্রয়োগ করছেন না? আপনার চেয়ারম্যানকে বলুন।" বেনিয়মে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের বরখাস্ত করুন। বৃহস্পতিবার ফের রিপোর্ট দেবে সিবিআই। এদিকে, আবার মঙ্গলবারই প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই সিটের তদন্তকারী অফিসারের কাজে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সিবিআই সিট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়সিবিআই তদন্তকারী অফিসার সোমনাথ বিশ্বাসকে মঙ্গলবার সিবিআইয়ের সিট থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কড়া নির্দেশ, তদন্তের কোনও কাজে যেন সোমনাথ বিশ্বাস যুক্ত না থাকেন। কোনও ফাইলও যেন তিনি না ধরেন তদন্তকারী অফিসারকে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বারবার সিবিআই-এর তদন্তের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও এবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এদিকে, এখন চাকরি দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন প্রার্থীরা।

'বাঁচাতে হবে বিশ্বভারতীকে'

বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর, সংসদেও সরব হতে শতাব্দীকে নির্দেশ মমতার

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩১ জানুয়ারিঃ মঙ্গলবারই বিশ্বভারতীর পড়ুয়াদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে পড়ুয়াদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন তিনি। বিশ্বভারতীর বর্তমান পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেন পড়ুয়াদেরই মুখ থেকে। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখিও হন মমতা। সেখানেই তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'বিশ্বভারতীকে বাঁচানোর দায় সকলের'। ইতিমধ্যেই নানা রকম অভিযোগ তাঁর কানে এসেছে, সবকিছুই তিনি বিচার করে দেখবেন একইসঙ্গে বিশ্বভারতীর সমস্যা উঠতে চলেছে সংসদেও। বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়কে এ দায়িত্ব দিয়েছেন খোদ মমতা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানিয়েছেন শতাব্দী। এদিন বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মমতা বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাধারা বলছে প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে প্রকৃত শিক্ষা হয়। শুধু পুঁথি পড়েই সবকিছু জানা যায় না। বাস্তবিক অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতি মায়ের কোলেই শিক্ষালয় তৈরি হয়, যার নাম শান্তিনিকেতন।

বলেও জানিয়েছেন। নাম না করে কটাক্ষ করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকেও। প্রসঙ্গত, বিগত চার বছর ধরে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়েছে বাংলার এই স্বনামধন্য শিক্ষপ্রতিষ্ঠান। উপচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছে পড়ুয়ারা। তাঁর বাড়ির সামনেও চলেছে অবস্থান বিক্ষোভ। সাসপেন্ড হয়েছেন বহু ছাত্র। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মমতার বিশ্বভারতীতে বৈঠক বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিন পড়ুয়াদের ১৩ জনের একটি দল দেখা করেন মমতার সঙ্গে। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের কাছে তাঁদের সমস্যার কথা জানান। সূত্রের খবর, যে সমস্ত ছাত্রদের ইতিমধ্যেই এখানে সাসপেনশন সহ নানা কারণে কয়েক বছর নষ্ট হয়েছে তাঁদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ব্যবস্থা করে দেবেন বলে আশ্বাস মিলেছে মমতার তরফে। আমরা চাই এখানে ছাত্রছাত্রীরা পড়োশোনা করুক। কিন্তু, তাঁদের যেভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে তা উদ্বেগজনক। পিএইচডি করতে দেওয়া হচ্ছে না। পিএইচডি করার পরেও বাতিল করা হয়েছে। সাতজন ছাত্র আমার সঙ্গে দেখা আজ করল। ওদের সকলকে সাসপেন্ড করে রেখে দেওয়া হয়েছে। নানারকম ভাবে অত্যাচার চলছে, কিন্তু এগুলো নিয়ে আমি কোনও আলোচনা করতে দেখি না। আমি মনে করি জনমত নির্বিশেষে বিশ্বভারতীকে বাঁচানোর আমাদের দায়িত্ব।" এরপরেই নাম না করে বিশ্বভারতীর উপচার্যের দিকে তোপ দাগেন মমতা। বলেন, "যদি কেউ মনে করেন ক্ষমতার জোরে ছাত্রদের, অধ্যাপকদের বা কর্মচারীদের মধ্যে মেরুকরণ করবেন, গৈরিকি করার জন্য তাঁকে বুলডোজ করবেন, ওদের সঙ্গে যদি একটা লোকও না থাকে তাহলেও জানবেন আমি ওদের সঙ্গে আছি।"

'পুরুলিয়ায় চাকরির কোটা কেউ কেউ পকেটে পুরেছে'

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ৩১ জানুয়ারিঃ রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির তদন্তের আবহে পুরুলিয়ায় চাকরির কোটা নিয়ে 'কেলেঙ্কারি'র অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার মালদহে প্রশাসনিক সভা করেন তিনি। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, পুরুলিয়ার যুবকদের চাকরির কোটা 'কেউ' পকেটে ঢুকিয়েছেন। অনেকের মতে, 'কেউ' বলতে মমতা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেই ইঙ্গিত করেছেন। শুভেন্দু তৃণমূলে থাকাকালীন মমতা তাঁকে পুরুলিয়ায় দলের পর্যবেক্ষক করেছিলেন। মালদহে মমতা বলেন, "কয়েকট ডাকাত-গদ্দার আমার দল থেকে বিদায় নিয়েছে। ওরাই এই কাজ করেছিল।" বিষয়টি খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা হাইকোর্টের কাছেও মৌখিক 'আর্জি' জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "মাননীয় আদালতকে দু'পায়ে প্রণাম করে বলব, খোঁজ নিয়ে দেখুন।" পাশাপাশি নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে মমতা বলেন, "কেউ অন্যায় করলে তার দায়িত্ব নেব না।" শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে গত বছর গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য-সহ শিক্ষা দফতরের অনেক কর্তা। দিন কয়েক আগে গ্রেফতার করা হয়েছে হুগলির যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষকে। গ্রেফতারির পর পার্থের পাশে দাঁড়াননি মমতা। মন্ত্রিত্ব ও দলীয় পদ থেকে তাঁকে অপসারিতও করা হয়। আদালতের নির্দেশে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির পদ খুইয়েছেন মানিক। কুন্তলের বিরুদ্ধেও দল ব্যবস্থা নিতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন যুব তৃণমূলের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। এই আবহে মঙ্গলবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুললেন মমতা। বললেন, "শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল। আমি কিছু বলিনি। আশা করি ভাল বিচার হবে। সাময়িক ভাবে কেউ কেউ ভুল বুঝতে পারেন। কেউ অন্যায় করলে তার দায়িত্ব নেব না।" অর্থাৎ, দুর্নীতির সঙ্গে তাঁর দল যে কোনও আপস করবে না, সে কথা আরও এক বার যেমন ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিলেন মমতা, তেমনই দলের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষ যাতে তাঁকে 'ভুল না বোঝেন', সে ব্যাপারেও বার্তা দিলেন। দুর্নীতি নিয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট করার পর পরই পুরুলিয়ায় চাকরি কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গ টানেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নাম না করে শুভেন্দুকে নিশানা করেন মমতা। তিনি বলেন, "নিজেরা লুকিয়ে লুকিয়ে কী করছ? কয়েকটা ডাকাত-গদ্দার আমার দল থেকে বিদায় নিয়েছে। পুরুলিয়ার যুবকদের চাকরির কোটা কেউ কেউ পকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন।" একটা সময়ে পুরুলিয়া জেলায় তৃণমূলের পর্যবেক্ষক ছিলেন শুভেন্দু। তিনি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে তাঁকে 'গদ্দার' বলেই কটাক্ষ করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। মমতার এই মন্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, "যেউ দল ছাড়লেন, তাঁরা চোর-ডাকাত হয়ে গেল। আপনার সঙ্গে থাকলে চোর-ডাকাত নয়। এটা কী ধরনের রাজনীতি।" এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "কথা নেই বার্তা নেই কেন্দ্রের টিম পাঠিয়ে দিচ্ছে। আর তারা অশ্ব ডিম্ব করছে। এখানে এসে ডিম ডিমাডিম ডিম বাজিয়ে যাচ্ছে।" এরপরেই কথা প্রসঙ্গে মমতা বলেন, "মাথায় উকুন হলে মেরে দিতে হয়। বাড়িতে ছারপোকা হলে মেরে দিতে হয়। নইলে ছারপোকা কামড়ায়। আমি মানুষের মৃত্যুর কথা বলছি না। কিন্তু যাঁরা মিথ্যা কথা বলছেন তাঁরা দেখে যান। একদিন আপনাদেরও বাংলাকে সেলাম করতে হবে, প্রণাম জানাতে হবে।"

এদিনও কেন্দ্রী সরকারের বিরুদ্ধে অর্থ না দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "ওরা টাকা দিচ্ছে না বলেই আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজ আটকে আছে। কিন্তু আমরা ভিক্ষে করার লোক নই। আমাদের যা আছে, তাই দিয়েই আমরা বাংলা চালাব।" পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী এই ধারণাই জনমানসে গেঁথে দিতে চাইছেন যে, দিল্লি টাকা দিচ্ছে না। তাও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড, কৃষক বন্ধুর মতো প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য।

'মূল্যবৃদ্ধি থাকবে, তবে কাঁটা হবে না দেশের অগ্রগতির', আশ্বাসের বাণী নির্মলার

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারিঃ আগামিকাল লোকসভায় বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তার আগে ৩১ জানুয়ারি সংসদে আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী। আগামী অর্থবর্ষে দেশের অর্থনীতির বৃদ্ধির কীরকম হবে সেই হিসেব নিকেশ কষা হয় এই সমীক্ষা রিপোর্টে। আর বাজেট অধিবেশনের আগে সেই পূর্বাভাসই সংসদে জানালেন নির্মলা। এদিন সীতারমন দাবি করেছেন, ২০২৩-২৪ সালের অর্থবর্ষে ভারতের আর্থিক প্রবৃদ্ধির হার থাকবে ৬.৫ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় যা অনেকটাই কম। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের জন্য জিডিপি কম থাকলেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় তা বেশিই রয়েছে। আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ভারতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হবে ৬.৫ শতাংশ। যেখানে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এই হার ছিল ৭ শতাংশ। এবং ২০২১-২২ অর্থবর্ষে এই আর্থিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৭ শতাংশ। প্রাক বাজেট আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী, এই অর্থবর্ষেও ভারতীয় অর্থনীতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাবে। পিপিপি (ক্রয়, ক্ষমতা, সমতা) মডেলে বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হল ভারতীয় অর্থনীতি। লেনদেনের প্রেক্ষিতে পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থনীতি যেটুকু ধসে পড়েছিল তা প্রায় পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, যা থেমে ছিল তা পুনর্নবীকরণ করেছে, মহামারির সময় যা ধীর হয়ে গিয়েছিল তা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এদিকে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির কথা রিপোর্টে উল্লেখ করা হলেও এদিন বলা হয়েছে, মূল্যবৃদ্ধি দীর্ঘায়িত হতে পারে। ফলে এখনই মূল্যবৃদ্ধি থেকে রেহাই নেই আম জনতার। আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার ক্রমাগত বাড়াতে থাকায় ভারতীয় মুদ্রার দামে পতনের চ্যালেঞ্জ রয়ে গিয়েছে। এছাড়াও দীর্ঘ সময়ের জন্য ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার বেশি থাকতে পারে। মূল্যবৃদ্ধি দীর্ঘায়িত হতে পারে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে ৬.৮ শতাংশ রয়েছে রয়েছে মূল্যবৃদ্ধির হার। আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব খুব একটা বেশি নয় আম জনতার উপর। তবে মূল্যবৃদ্ধি দীর্ঘায়িত হলেও বিশ্বে ভারতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি সঠিক হারেই থাকবে। আইএমএফ-র রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী অর্থবর্ষে জিডিপি-র নিরিখে চিন, ব্রিটেন ও আমেরিকাকে টেক্কা দেবে ভারত।

মজবুত পথে ভারতের অর্থনীতি, পূর্বাভাসে জানালো আইএমএফ

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারিঃ সামান্য কমলেও ২০২৩ সালেও স্থিতিশীলই থাকবে ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির হার। এমনই পূর্বাভাস দিল আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার বা আইএমএফ। সংস্থার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ভারতের বৃদ্ধির হার ৬.১ শতাংশ হতে পারে। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে শেষ হতে চলা অর্থবর্ষে ভারতের বৃদ্ধির হার ৬.৮ শতাংশ থাকবে বলে গত অক্টোবর মাসেই জানিয়েছিল আইএমএফ। গোটা বিশ্বের অর্থনীতির অবস্থা নিয়ে মঙ্গলবারই নিজেদের জানুয়ারি মাসের আপডেট প্রকাশ করেছে আইএমএফ। তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০২৩ সালে বিশ্ব জুড়েই আর্থিক বৃদ্ধির হার ৩.৪ শতাংশ থেকে কমে ২.৯ শতাংশ হতে পারে। আবার ২০২৪ সালে তা বেড়ে ৩.১ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আইএমএফ-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং গবেষণা বিভাগের ডিরেক্টর পিয়ের-অলিভার গুরিঞ্চাস জানিয়েছেন, "গত অক্টোবর মাসে আমারা ভারতের জন্য যে পূর্বাভাস দিয়েছিলাম, তা কার্যত অপরিবর্তিতই রয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষে ভারতের বৃদ্ধির হার ৬.৮ শতাংশই থাকবে। কিন্তু ২০২৩ সালে ভারতের বৃদ্ধির গতি সামান্য হ্রাস পেয়ে ৬.১ শতাংশ হতে পারে বলে আমাদের অনুমান। সেটাও মূলত বাহ্যিক কারণের জন্য।" যদিও আইএমএফ-এর ওই শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, ২০২৪ সালে ফের ভারতের বৃদ্ধির হার ৬.৮ শতাংশে পৌঁছবে। আইএমএফ-এর রিপোর্টে অবশ্য এশিয়ার উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্যও আশার আলো রয়েছে। ২০২২ সালে মূলত করোনার থাবার কারণেই চিনের অর্থনীতি থমকে গিয়েছিল। যার প্রভাব পড়েছিল অন্যান্য দেশগুলির উপরেও। যে কারণে এই দেশগুলিতে ২০২২ সালে বৃদ্ধির হার ৪.৩ শতাংশে নেমে এসেছিল। কিন্তু আইএমএফ-এর সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে এশিয়ার এই

দেশগুলিতে আর্থিক বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৫.৩ শতাংশ এবং ৫.২ শতাংশ থাকবে। গত চল্লিশ বছরে এই প্রথমবার ২০২২ সালে গোটা বিশ্বের গড় আর্থিক বৃদ্ধির হারের তুলনায় চিনের বৃদ্ধির হার কমে ছিল। তবে ২০২৩ সালে চিনা অর্থনীতি ফের ঘুরে দাঁড়াবে বলেই মনে করছে আইএমএফ। চলতি বছরে চিনের আর্থিক বৃদ্ধির হার বেড়ে হতে পারে ৫.২ শতাংশ। কিন্তু ২০২৪ সালে তা ফের কমে ৪.৫ শতাংশ হতে পারে। তবে আইএমএফ-এর মুখ্য অর্থনীতিবিদ গুরিঞ্চাস অবশ্য গোটা বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্যই আশার কথা শুনিয়েছেন। তাঁর কথায়, আর্থিক মন্দার গ্রাস থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে ছোট অর্থনীতির দেশগুলি। পাশাপাশি, ২০২৩ সালে গোটা বিশ্বের আর্থিক বৃদ্ধির পঞ্চাশ শতাংশই নির্ভর করবে ভারত এবং চিনের উপরে। তুলনায় আমেরিকা এবং ইউরোপের ভূমিকা থাকবে কমবেশি দশ শতাংশ। তবে উন্নত দেশগুলির মন্দার কবল থেকে এখনই বেরিয়ে আসতে পারবে না বলে মনে করছে আইএমএফ। উন্নত অর্থনীতির দশটির মধ্যে ৯টি দেশেরই বৃদ্ধির হার ২০২৩ সালে আরও কমবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন আইএমএফ-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃদ্ধির হার হবে ১.৪ শতাংশ। ইউরো অর্থনীতির দেশগুলিতেও পরিস্থিতির আরও কঠিন হবে বলেই মনে করছে আইএমএফ। তবে ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে ব্যতিক্রম হবে রাশিয়া। রাশিয়ার জন্য উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমএফ। পাশাপাশি, বিশ্বের ৮৪ শতাংশ দেশেই মুদ্রাস্ফীতির হার কমার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে আইএমএফ-এর রিপোর্টে। ২০২২ সালে যেখানে গোটা বিশ্বে মুদ্রাস্ফীতির গড় হার ৮.৮ শতাংশ ছিল, সেখানে ২০২৩ সালে তা কমে ৬.৬ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে তা আরও কমে ৪.৩ শতাংশে নামতে পারে বলে আইএমএফ রিপোর্টে আশা প্রকাশ করেছে।

'যে ভাষায় বুঝবে, সেই ভাষাতেই জবাব দেবে ডিওয়াইএফআই' মীনাক্ষী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃ পঞ্চায়েত ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই তপ্ত হচ্ছে রাজ্য রাজনীতির বাতাবরণ। চলছে আক্রমণ- প্রতিআক্রমণের পালা। সব রাজনৈতিক দল নিজেদের ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। তৈরি হয়েছে পঞ্চায়েতের মহারণের নীল নকশা। বিধানসভায় শূন্য হয়ে যাওয়া বামেদের কাছে এই নির্বাচন অস্তিত্ব প্রমাণের লড়াই। আর এই নির্বাচনের আগে বেশ ঝাঁঝালো বাম যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদকের বার্তা, পঞ্চায়েত ভোটে বাধা দিলে এবার বুঝে নেবে ডিওয়াইএফআই। রাস্তায় থেকে বুঝে নেওয়া হবে। যে ভাষায় শাসক দল বুঝবে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়া হবে। দলীয় কর্মশালায় এদিন এমনই বার্তা দিয়েছেন মীনাক্ষী। অর্থাৎ, পঞ্চায়েত ভোটে যে বিনা যুদ্ধে ময়দান ছাড়বেন না লাল পতাকার ধারক-বাহকরা, এদিন সেটাই বারে বারে বুঝিয়ে দিলেন মীনাক্ষী। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের ময়দানে বামেরা যে তরুণ মুখদের লড়াইয়ের সামনের সারিতে নিয়ে এসেছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম মীনাক্ষী। হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রামে দুই হেভিওয়েটের মাঝে মাটি কামড়ে পড়েছিলেন মীনাক্ষী। ভোট ময়দানে জিততে না পারলেও, মীনাক্ষীর সেই হার না মানা লড়াই নতুন করে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে নিস্তেজ হয়ে পড়া বাম ব্রিগেডকে।

'আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন বৈশাখী সিঁদুর-মঙ্গলসূত্র পরবে', রত্নার কটাক্ষের জবাব শোভনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃ বৈশাখীকে সিঁদুর, মঙ্গলসূত্র পরার অনুরোধ বা উপদেশ যদি কেউ দিয়ে থাকে তাঁর নাম শোভন চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার

বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক থেকে লাইভ করে এমনটাই জানালেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিঁদুর পরা নিয়ে রত্না চট্টোপাধ্যায়ের কটাক্ষের জবাব দিয়ে শোভন চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, "আমি বৈশাখীকে সিঁদুর, মঙ্গলসূত্র পরতে বলেছি। আশা করব, আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন সে সিঁদুর, মঙ্গলসূত্র পরবে। শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সিঁদুর, মঙ্গলসূত্র তাঁর সঙ্গে যেন সবসময় থাকে।" শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভালবাসার কথা বর্তমানে সর্বজনবিদিত। গত বছর দুর্গাপুজোর দশমীতে প্রকাশ্যে সিঁদুরখেলার শেষে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিতেও দেখা গিয়েছিল শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। পরে সেকথা অস্বীকারও করেননি তিনি। এবার আরও একধাপ এগিয়ে ফেসবুক লাইভ করে স্পষ্টত জানালেন, তিনিই বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিঁদুর, মঙ্গলসূত্র পরতে বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর নামেই যে বৈশাখী সিঁদুর, মঙ্গলসূত্র পরছেন, তা স্পষ্ট করে দেন 'প্রেমিক' শোভন। তিনি তাঁর এদিনের ফেসবুক লাইভের ক্যাপশনও দিয়েছেন ইঙ্গিতপূর্ণ, 'আমার সুরক্ষাকবচ।' অন্যদিকে, রত্না চট্টোপাধ্যায়ের জন্য যে তিনি মৃত, তাও এদিন স্পষ্ট করে দেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। তিনি কটাক্ষের সুরে সরাসরি রত্না চট্টোপাধ্যায়কে বলেন, "আপনাকে সিঁদুর পরতে কে বারণ করেছে! দেখেছি, সধবার মৃত্যু হলে বা কেউ বিধবা হলে সবাই এসে তাঁর মাথায় সিঁদুর লেপে দেয়। আপনিও সেভাবে সিঁদুর লেপে ঘুরে বেড়ান না, কোনও আপত্তি নেই।" রত্না চট্টোপাধ্যায়ের নামের পাশ থেকে শীঘ্রই চট্টোপাধ্যায় পদবি সরে যাবে এবং তিনি তাঁর পৈতৃক পদবি দাসে ফিরে আসবেন বলেও জানিয়েছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। এপ্রসঙ্গে সরাসরি রত্না চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "আপনি যাঁকে দুশ্চরিত্র, কুলাঙ্গার বলেছেন, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন তাঁকে কী ভাবে ৫ বছর ধরে বিভিন্ন জায়গায় নিজের স্বামী বলে দাবি করছেন?" বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বামীকে কেড়ে নিয়েছেন অভিযোগ তুলে তাঁকে ছেলে-ধরা বলে মন্তব্য করেছেন রত্না চট্টোপাধ্যায়। এদিন ফেসবুক লাইভ করে তার কড়া জবাব দেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। তিনি রত্না চট্টোপাধ্যায়কে পাল্টা 'ছেলে-ধরা' কটাক্ষ করে বলেন, "আমি ২২ বছর সংসার করার পর ৫ বছর আগে আমার মনে হয়েছে যে এক ছেলে-ধরা মহিলার সঙ্গে আবদ্ধ হয়েছি। সেদিনই আমি অভিযোগ এনে বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলা করেছি।" বৈশাখীর যে শিক্ষাগত যোগ্যতা, পারিবারিক অবস্থা, কর্মজীবন, তার ধারে-কাছে রত্না চট্টোপাধ্যায় পৌঁছতে পারবেন না বলেও তোপ দেগেছেন শোভন। তাঁর কথায়, "হিংসা করছেন কেন? নিজেকে শোধরান।" বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মেয়ে মহুলকে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃপরিচয়ে বড় করতে চেয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন রত্না চট্টোপাধ্যায়। এদিন তারও তীব্র প্রতিবাদ জানান শোভন। বৈশাখীর সন্তানকে তাঁর সন্তান দাবি জানিয়ে এদিন শোভন চট্টোপাধ্যায় পুনরায় বলেন, "আমার তিন সন্তান- সপ্তর্ষি, সুহানি এবং ইরিনা (মহুল)। এটা নিয়ে কোথাও কোনদিন কোনও বিতর্ক তৈরি করার জায়গা রাখিনি, আর রাখবও না। এটায় আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মহুল সেভাবেই মানুষ হবে। বৈশাখী কোথাও এই দাবি করেনি।" তবে তাঁদের সমালোচনা না করার দাবি জানিয়ে শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, "অনুগ্রহ করে মানুষের সমালোচনা করতে সীমারেখা অতিক্রম করবেন না।" এদিন ফের রত্না চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোংরা বলা প্রসঙ্গে শোভন পাল্টা বলেন, "নোংরা কাকে বলছেন? যে বাড়িতে বসে ওই কথা বলছেন, আপনি আইনের কথা বলেন, সেই বাড়িটা তো বৈশাখীর অধিকার। টাকা দিয়ে আমার থেকে বৈশাখী বাড়িটা কিনেছেন। ওই বাড়িটা ছেড়ে দিন। বাড়িটা কলুষিত করবেন না। আমার জীবন থেকেও বিদায় দিন। আমাকে মুক্তি দিন।"

অস্থিতিশীল বৈশ্বিক আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যেও নাগরিকদের আশা ও আকাঙ্খা পূরণের চেষ্টা করবে বাজেটঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ অস্থিতিশীল বৈশ্বিক আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতের সাধারণ নাগরিকদের আশা ও আকাঙ্খা পূরণের চেষ্টা করবে বাজেট। মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতের দিকে অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্ব। বিশ্ব যে আশার আলো দেখছে তা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, এ জন্য আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি নির্মলা সীতারমন সেই আকাঙ্খা পূরণের জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করবেন।বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, বাজেট অধিবেশন আজ থেকে শুরু হয়েছে। আজকের দিনটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই প্রথমবারের মতো সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন রাষ্ট্রপতি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, সংসদের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির প্রথম ভাষণ আমাদের সংবিধানের জন্য এবং বিশেষ করে নারীদের সম্মানের জন্য গর্বের বিষয়। গোটা বিশ্বের নজর ভারতের দিকে রয়েছে বলেছেন।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'ভারত আগে, নাগরিক সর্বাগ্রে' এই চিন্তাকে সামনে রেখে আমরা সংসদের এই বাজেট অধিবেশনকে এগিয়ে নিয়ে যাব। আমি আশাবাদী বিরোধী দলের নেতারা সংসদে নিজেদের মতামত তুলে ধরবেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমাদের অর্থমন্ত্রীও একজন নারী। বুধবার দেশের সামনে আরও একটি বাজেট পেশ করবেন তিনি।বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র ভারত নয়, গোটা বিশ্বই তাকিয়ে আছে ভারতের বাজেটের দিকে।

ভগবান শ্রী দেবনারায়ণজির ১১১১তম ' অবতরণ মহোৎসব'-এ ভাষণদানকালে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি,৩১জানুয়ারিঃভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং আদর্শবাদের দিক থেকে ভারত বিভাজনের চেষ্টা করা হলেও কোনও শক্তিই ভারতকে পর্যুদস্ত করতে পারেনি। ভারতীয় সমাজের শক্তি ও প্রেরণাই জাতিকে অমরত্ব দান করেছে। দেশের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন থেকেছে এই বলেই বলীয়ান হয়ে।রাজস্থানের ভিলওয়াড়ায় ভগবান শ্রী দেবনারায়ণজির ১১১১তম ' অবতরণ মহোৎসব'- এ ভাষণদানকালে এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, ভগবান দেবনারায়ণজি আমাদের পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন তা হল, সকলকে সঙ্গে নিয়ে সকলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে যাওয়া। তাঁর এই পথেই আজ অনুসরণ করে চলেছে আমাদের দেশ।শ্রী মোদী বলেন, সমাজে যে সমস্ত স্তরের মানুষ দীর্ঘকাল ধরে বঞ্চিত ও অবহেলিত থেকে গেছেন তাঁদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যেই ভারত বর্তমানে চেষ্টা করে চলেছে। অন্যদিকে, জাতীয় প্রতিরক্ষা কিংবা সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ - যাই হোক না কেন, গুর্জর সম্প্রদায় প্রতিটি যুগেই রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই মহোৎসবে তিনি যোগ দিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, বরং একজন পুণ্যার্থী হিসেবে। কারণ তাঁর আন্তরিক বাসনাই হল ভগবান শ্রী দেবনারায়ণজির আশীর্বাদ কামনা করা।যজ্ঞশালায় বিষ্ণু মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ' এবং ' জনার্দন' - উভয়েরই দর্শন লাভ করে তিনি নিজেকে আজ আশীর্বাদধন্য বলে মনে করছেন।শ্রী মোদী বলেন, অন্যান্য পূণ্যার্থীজনের মতোই তিনিও আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন ভগবান শ্রী দেবনারায়ণজির আশীর্বাদ লাভের প্রত্যাশায় যাতে জাতির নিরন্তর বিকাশ এবং দরিদ্র সাধারণের কল্যাণ প্রচেষ্টায় তিনি নিয়োজিত থাকতে পারেন।ভগবান শ্রী দেবনারায়ণের ১১১১তম 'অবতরণ মহোৎসব'-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত এক সপ্তাহ ধরে এখানে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। মহোৎসবের উদ্যোগ-আয়োজন ও অংশগ্রহণে গুর্জর সম্প্রদায়ের ভূমিকার সপ্রশংস উল্লেখ করেন তিনি।সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতের বিবেক ও চেতনার যে ভাবধারা আজও বহমান তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত একটি ভূমিখণ্ড মাত্র নয়, বরং তা আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সম্প্রীতি এবং অনন্ত সম্ভাবনারই এক বিশেষ দ্যোতক।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সভ্যতার সবদিক থেকেই এক বিশেষ পরিচিতি তথা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। অন্যান্য সভ্যতার মতো তা কখনই অন্ত বা অবনমিত থাকেনি বরং, পরিবর্তিত কাল ও পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ভারতীয় সভ্যতার মূল প্রকৃতি হয়ে উঠেছে যথেষ্ট নমনীয় ও সহনশীল। ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক তথা আদর্শগতভাবে ভারতকে শতভাগে বিভক্ত করার নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনও শক্তিই আজ পর্যন্ত ভারতকে পর্যুদস্ত করতে পারেনি।শ্রী মোদী বলেন, এক উজ্জ্বল ভবিষ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারত বর্তমান সময়কালটিই হল ভারতের এক বিশেষ সূচনাকাল। এই প্রেরণার মূলে রয়েছে ভারতীয় সমাজের অবদান যা সমগ্র জাতিকে অমরত্ব দান করেছে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের যাত্রাপথে শক্তি যুগিয়েছেন দেশের সমাজবদ্ধ মানুষ। প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি কালেই এই শক্তি পথ দেখিয়েছে ভারতকে।ভগবান শ্রী দেবনারায়ণজির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনকল্যাণে দেবনারায়ণজি সেবার এক বিশেষ পরাকাষ্ঠা স্থাপন করে গেছেন। সাধারণ মানুষের কল্যাণ প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সাধক। সকলকে সঙ্গে নিয়ে সকলের জন্য কল্যাণ ও উন্নতির পথ দেখিয়ে গেছেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ৮-৯ বছর ধরে দেশের প্রতিটি স্তরের মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বঞ্চিতদের অগ্রাধিকার দান স্থাপনই আমাদের উদ্দেশ্য।প্রধানমন্ত্রী অতীতের স্মৃতিচারণ করে বলেন যে দেশের দরিদ্র মানুষকে এক সময় রেশনের পরিমাণ ও গুণমান সম্পর্কে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হত। কিন্তু বর্তমানে প্রতিটি সুফলভোগীই বিনামূল্যে পূর্ণ রেশনের সুযোগ লাভ করেছেন। রোগ ও অসুখ-বিসুখের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁরা সুযোগ গ্রহণ করছেন ' আয়ুষ্মান ভারত' কর্মসূচির। শুধু তাই নয়, বাসস্থান, শৌচাগার, বিদ্যুৎ ও রান্নার গ্যাসের সংযোগের ক্ষেত্রে দরিদ্র সাধারণ মানুষ দীর্ঘকাল বঞ্চিত থেকে গেছেন। কিন্তু আমরা এখন ঐ সমস্যাগুলির নিরসনে যথেষ্ট তপরতা দেখিয়েছি। সর্বসাধারণের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসঙ্গটিও উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। তিনি বলেন, ব্যাঙ্কের দ্বার এখন সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। জলের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে স্বাধীনতার পর বহু দশক অতিক্রান্ত হলেও নিয়মিতভাবে জল সরবরাহের সুযোগ পেতেন দেশের মাত্র ৩ কোটি পরিবার। কিন্তু ১৬ কোটি পরিবারকে জলের জন্য হাহাকার করতে হত। তবে, গত সাড়ে তিন বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টায় ১১ কোটিরও বেশি পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে জলের যোগান পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এমনকি, কৃষিক্ষেত্রেও জলের যোগানে যাতে কোনও অভাব না থাকে তা নিশ্চিত করতেও সার্বিকভাবে কাজ শুরু করা হয়েছে। চিরাচরিত পদ্ধতিতেই হোক বা নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগেই হোক, জলসেচের ক্ষেত্রে কৃষকদের যাতে কোনভাবেই অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় সেজন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। ' প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি' কর্মসূচির আওতায় রাজস্থানের কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ হাজার কোটি টাকা সরাসরি সুফল হস্তান্তরের মাধ্যমে জমা করে দেওয়া হয়েছে বলে প্রসঙ্গত উল্লেখ করেন তিনি।সমাজসেবা এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম হিসেবে ভগবান শ্রী দেবনারায়ণজির ' গো সেবা' আদর্শের কথাটিও এদিন তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই আদর্শকে অনুসরণ করে দেশে ' রাষ্ট্রীয় কামধেনু আয়োগ' এবং ' রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশন' স্থাপন করা হয়েছে কারণ, গ্রামীণ অর্থনীতির মূল অঙ্গই হল ' পশুধন' অর্থাৎ গো-সম্পদ। শুধু তাই নয়, আমাদের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় আদর্শ তথা ভাবাবেগের সঙ্গে গো-মাতা যুক্ত রয়েছে অঙ্গাঙ্গীভাবে। দেশে পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের জন্যও কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অন্যদিকে, বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে রূপায়িত হচ্ছে ' কর্মসূচিটি।গত বছর স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে জাতির উদ্দেশে ভাষণদানকালে ' উল্লেখ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করে আজ তিনি বলেন যে দেশবাসীর উচি সমস্ত রকম দাসত্বের মানসিকতাকে পরিহার করে জাতি গঠনের কাজে মনেপ্রাণে নিয়োজিত হওয়া। তিনি বলেন যে রাজস্থান হল একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজ্য যেখানে সৃজনশীলতার পাশাপাশি উসব উদযাপনের মুহূর্তগুলিও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এখানে শ্রম ও সাহসিকতার মাধ্যমে দুটি বিশেষ সেবার নিদর্শনকে আমরা চাক্ষুষ করতে পেরেছি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমগ্র বিশ্ব বর্তমানে এক বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ভারতের দিকে। বিশ্বমঞ্চের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতের স্থির ও অবিচল আত্মবিশ্বাস বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। ভারত বিশ্বমঞ্চে অন্যান্য দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরে। তাই, সুনির্দিষ্ট সঙ্কল্প পূরণের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে আমাদের নিরন্তরভাবে কাজ করে যাওয়া উচি বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ভগবান শ্রী দেবনারায়ণজি আবির্ভূত হয়েছিলেন একটি পদ্মাসনে। ভারতের জি-২০-র সভাপতিত্ব কালে যে থিমটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যেও পদ্মকে পৃথিবীর ধারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।কেঃদ্রীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, মালাসেরি ডুগরির প্রধান পুরোহিত শ্রী হেমরাজজি গুর্জর এবং সাংসদ শ্রী সুভাষ চন্দ্র বাহেরিয়া উপস্থিত ছিলেন অন্যান্যদের মধ্যে।

সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে গোটা বিশ্ব ভারতের কথা গুরুত্ব সহকারে শুনছেঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব ভারতের কথা মনোযোগ ও গুরুত্ব সহকারে শুনছে। সংসদের সেন্ট্রাল হলে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মঙ্গলবার সংসদের সেন্ট্রাল হলে উভয় সভার যুগ্ম অধিবেশনে অভিভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি দ্রোপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, বর্তমানে গোটা বিশ্ব বোঝে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের কঠোর অবস্থান। এই কারণেই সন্ত্রাসবাদের ইস্যুতে ভারতের কথা গুরুত্ব সহকারে শুনছে বিশ্ব।ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, এই বছর জি-২০-র সভাপতিত্ব ভারতের কাছে। জি-২০-র সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি, ভারতের লক্ষ্য বিশ্ব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, বর্তমানে ভারত একদিকে যেমন যোগ এবং আয়ুর্বেদের প্রাচীন জ্ঞান বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। অন্যদিকে, 'বিশ্বের ফার্মেসি' হিসেবে নতুন পরিচয় বাড়াচ্ছে। একদিকে ভারত নিজস্ব তীর্থস্থান এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উন্নয়ন করছে, অন্যদিকে, ভারত বিশ্বের একটি বড় মহাকাশ শক্তি হয়ে উঠছে।রাষ্ট্রপতি এদিন বলেছেন, স্বাধীনতার অমৃতকালে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে পাঁচ প্রতিজ্ঞার অনুপ্রেরণায়। আমার সরকার ক্রমাগত চেষ্টা করছে দাসত্বের প্রতিটি চিহ্ন, প্রতিটি মানসিকতা থেকে মুক্তি পেতে। যেটা এক সময় মহাসড়ক ছিল, সেটা এখন কর্তব্য পথে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন যে, সরকারের নতুন উদ্যোগের ফলে আমাদের প্রতিরক্ষা রফতানি ৬ গুণ বেড়েছে। আমি গর্বিত যে এখন আইএনএস বিক্রান্তের আকারে প্রথম দেশীয় বিমানবাহী রণতরীও আমাদের নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

জনসাধারণের জন্য খুলল রাষ্ট্রপতি ভবনের অমৃত উদ্যান, খোলা থাকবে ২৬ মার্চ অবধি

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ রাষ্ট্রপতি ভবনের অমৃত উদ্যান মঙ্গলবার থেকে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন উপলক্ষে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই উদ্যানের নাম রাখেন অমৃত উদ্যান। ২৬ মার্চ পর্যন্ত এই উদ্যান খোলা থাকবে।তবে রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য সোমবার উদ্যান বন্ধ রাখা হবে।২৮শে মার্চ কৃষকদের জন্য, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য ২৯শে মার্চ, প্রতিরক্ষা বাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী এবং পুলিশদের জন্য ৩০শে মার্চ, আদিবাসী স্বনির্ভর গোষ্ঠী মহিলাদের জন্য ৩১শে মার্চ উদ্যান খোলা থাকবে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ছ'ঘন্টার স্লটে বাগান ঘুরে দেখতে পারবেন সাধারণ মানুষ। www.rashtrapatisachivalaya.gov.in-এ স্লট বুক করা যাবে। উদ্যান ভ্রমণের পাশাপাশি বুধবার থেকে রবিবার পর্যন্ত সপ্তাহে পাঁচ দিন রাষ্ট্রপতি ভবন সাধারনের জন্য খোলা থাকবে। মঙ্গল থেকে রবিবার, সপ্তাহে ছ'দিন রাষ্ট্রপতি ভবন মিউজিয়াম ঘুরে দেখতে পারবেন মানুষ।

মদনলাল আগরওয়ালের জীবন হিন্দু জাতির উন্নতির অনুপ্রেরণাঃসঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবত

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃসোমবার কলকাতার ইসকন মিলনায়তনে একল বিদ্যালয়ের প্রবর্তক এবং বনবন্ধু পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক মদনলাল আগরওয়ালের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মৃতিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সর সঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত । এই অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত বলেন, 'সনাতনকে উন্নীত করতে হবে । এর ফলে হিন্দু জাতির উত্থান হতে বাধ্য। যোগী অরবিন্দ বলেছেন, কৃষ্ণ নিজেই আমাকে বলেছেন সনাতনের উন্নতি অনিবার্য এবং এটি হিন্দু জাতিকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। আমাদের কেবল মাধ্যম হয়ে উঠতে হবে, এবং মদনলালজির জীবন সেই মাধ্যমের অনুপ্রেরণা। তার দেখান পথে বিজয়ী পথিক হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। জয় নিশ্চিত।'তিনি বলেন, ' মানুষ মনে করে যে আমাদের কীভাবে জীবনযাপন করা উচিত, তাহলে এর উদাহরণ মদনলাল আগরওয়ালের মত আমাদের প্রাক্তন পুরুষরা, যারা ঘরে বসে পরিবার, সমাজ, জাতি এবং ঐশ্বরিক কাজকে একসাথে নিয়ে যেতে শিখিয়েছেন। তিনি তার পরিবারেরও খুব যত্ন নেন এবং একইভাবে একল বিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানের যত্ন নেন যা বনবাসীদের জীবনকে উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আশা, নৈরাশ্য, খ্যাতি ও ব্যর্থতার প্রলোভন পেরিয়ে তিনি সর্বদা উদ্যমে কাজ করতেন। কেউ ভুল করলে তাকে তিরস্কার করা হয় কিন্তু তার স্নেহ এমন ছিল যে কেউ তাঁর কাছ থেকে দূরে যায়নি। তাঁর স্মৃতি যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে তাঁর দেখানো পথে চলাই হবে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি। সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার এবং শ্রী গুরুজির জীবনের কথা স্মরণ করে ভাগবত বলেন, ' হেডগেওয়ারজির মত একজন কর্মযোগী এবং গুরুজির মত একজন নিখুঁত মানুষ জাতির উন্নতির জন্য তাদের পুরো জীবন ব্যয় করেছিলেন। সেজন্য আমরা আজ সেই দিনগুলো দেখতে পাচ্ছি যা তাঁরা দেখেনি, আমাদেরও বিচলিত না হয়ে আমাদের কর্তব্যের পথে অগ্রসর হতে হবে। মদনলাল আগরওয়াল এবং আমাদের অন্যান্য পূর্ব পুরুষদের জীবন আমাদের শিখিয়েছে যে জীবনের যে কোনও বাধা নির্বিশেষে, তার সমাধান খুঁজে বের করা এবং সেই পথে ক্রমাগত এগিয়ে চলা যেকোনও লক্ষ্য অর্জনের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।'গুরুজীর উদাহরণ তুলে ধরে ভাগবত বলেন, ' সংঘ প্রথম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তখন অনেকেই বলেছিলেন যে এখন আমাদের কাজ বন্ধ করা উচিত। এতে অনেক বৃদ্ধ লোকও ছিল, কিন্তু গুরুজী তাঁদের স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন , আপনারা আমাদের সাথে চললে ঠিক আছে, অন্যথায় আমি আমার পথ ঠিক করে নিয়েছি। একা প্রযজেন হলে নতুন স্বয়ংস্ববকদের নিয়ে শাখা লাগাব, কিন্তু কাজ বন্ধ হবে না। মদনলাল আগরওয়ালেরও একই সংকল্প ছিল এবং প্রত্যেক স্বয়ংসেবককে এই দৃঢ় সংকল্প ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।'ভাগবত আরও বলেন যে, ' ঐতিহ্যে শরীর, মন, বুদ্ধি এবং আত্মার প্রয়োজন বিবেচনা করা হয়েছে। আমাদের ইতিহাসে এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন যারা এই চার পথে হেঁটে জীবনের আদর্শ দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন এবং এমন মানুষ আজও আছেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের দিকে ছুটছি সেদিকে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এটি হবে মদনলাল আগরওয়াল এবং অন্যান্য মহাপুরুষদের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি।' এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত সমাজসেবক ও শিল্পপতি সজ্জন ভজাঙ্কা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মদনলাল আগরওয়ালের ছেলে চন্দ্রমোহন আগরওয়াল।

বইমেলায় 'জাগো বাংলা'র স্টলে বাউলদের সঙ্গে গলা মেলালেন মমতা

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ ৪৬ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাউলদের গানের সঙ্গে গলা মেলালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বমেজাজে মুখ্যমন্ত্রী কাটালেন কিছু সময়। ভালবেসে শিল্পীরা মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার দিলেন একতারা।মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে শুভ সূচনা হল ৪৬ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার। সব মিলিয়ে সোমবারই জমজমাট সল্টলেকের বইমেলা প্রাঙ্গন। সেন্ট্রাল পার্কে হাজির হয়েই মমতা ঘুরে দেখেন বিভিন্ন স্টল। চলে যান ' বাংলা'র স্টলেও। এবার দুর্গা মণ্ডপের আদলে তৈরি হয়েছে তৃণমূলের মুখপত্র ' জাগো বাংলা'র স্টলটি। প্রবেশ পথেই শোভা পাচ্ছে লাল পাড় সাদা শাড়ির চিন্ময়ী দুর্গা। উপরে লেখা বাংলার দুর্গাপুজো এখন বিশ্বজনীন। প্রসঙ্গত, গত বছরই দুর্গাপুজোকে হেরিটেজ তকমা দিয়েছে ইউনেসকো। সেই স্বীকৃতিই গর্বের সঙ্গে ধরা দিল বইমেলায়।প্রতিমার সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে জাগো বাংলা স্টলের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই উঠে আসেন বাউলদের মঞ্চে। তাঁদের লোকগীতির সঙ্গে গলাও মেলান। ' সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে'- গেয়ে ওঠেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে আপ্লুত শিল্পীরাও। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বাউলরা তুলে দেন একটি একতারা। উপহার পেয়ে খুশি তিনিও। হাতে পেয়েই সেটি বাজাতে শুরু করেন। তবে এখনই একতারাটি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন না তিনি। তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন জানান, এখন দুর্গা প্রতিমার কাছেই একতারাটি রাখা থাকবে। বইমেলা শেষ হলে তা বাড়ি নিয়ে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা জানান, প্রতিমা থাকায় এবার জাগো বাংলা স্টলে জুতো খুলে প্রবেশ করতে হবে বইপ্রেমীদের।

ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ল দিল্লি-এনসিআর, বিঘ্নিত হল না বিমান পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ কুয়াশা থেকে কোনওভাবেই রেহাই পাচ্ছে না রাজধানী দিল্লি। মঙ্গলবার সকালেও ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকল দিল্লি-এনসিআর। ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা একেবারেই তলানিতে পৌঁছে যায়। তবে, দিল্লি বিমানবন্দরে এদিন উড়ান পরিষেবা বিঘ্নিত হয়নি।দিল্লি-গুরুগ্রাম সীমানা এদিন সকাল ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল, দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় ধীর গতিতে চলাচল করেছে যানবাহন। দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সমস্ত উড়ান পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে। শীতের দাপট এদিনও বেশ ভালোই ছিল দিল্লিতে, একইসঙ্গে কুয়াশায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। দিল্লি লাগোয়া রাজ্যগুলিতেও এদিন সকালে ঘন কুয়াশা ছিল।

প্রথম বাঙালি কোচ হিসেবে এএফসি প্রো লাইসেন্স পেলেন শঙ্করলাল চক্রবর্তী

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ নজির গড়লেন মোহনবাগানের প্রাক্তন কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তী। এ বার বাংলাও এএফসি প্রো-লাইসেন্স কোচ পেল। প্রথম বাঙালি হিসেবে এই কৃতিত্ব শঙ্করলাল চক্রবর্তীর। বাংলাদেশ ফুটবল সংস্থার তত্ত্বাবধানে এএফসি প্রো-লাইসেন্সের কোর্স সম্পূর্ণ করেন তিনি। গুরুতর চোটের কারণে ফুটবল কেরিয়ার দ্রুত থামলেও কোচ হিসেবে বিভিন্ন দলের দায়িত্ব সামলেছেন শঙ্করলাল চক্রবর্তী। বর্তমানে তিনি আই লিগের ক্লাব সুদেভা দিল্লি এফসির কোচ।১৯৭৫ সালের ১২ ডিসেম্বর জন্ম শঙ্করলাল চক্রবর্তীর। নিজে প্রথমে পেশাদার ফুটবলার ছিলেন। এরপর টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমি থেকে গ্র্যাডুয়েট হন। সিনিয়র প্লেয়ার হিসেবে ময়দানের ২ প্রধান ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানে খেলেছেন। নিজের পেশাদার ফুটবল কেরিয়ারে আচমকাই ইতি টানতে হয় শঙ্করলালকে চোট পাওয়ার জন্য। পরবর্তীতে ফিরে এলেও ২০০২-০৩ মরসুমেই আবসর নেন শঙ্করলাল। সেই সময় লাল হলুদের জার্সি গায়ে খেলছিলেন তিনি।

প্রয়াত সাংবাদিক অশোকতরু চক্রবর্তী

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ প্রয়াত হলেন সাংবাদিক অশোকতরু চক্রবর্তী। গত রবিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বেলঘরিয়ার বাড়িতে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।তিন দশকের বেশি সময় সংবাদদাতা হিসাবে তিনি আকাশবাণী কলকাতার সংবাদ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অধুনালুপ্ত ভারত কথা কাগজে তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের শুরু। এছাড়া বহু পত্রপত্রিকায় লেখালেখির সুবাদে তিনি বিশিষ্ট মহলে সুপরিচিত ছিলেন। কবি, সুলেখক, চলচ্চিত্রকার হিসাবেও অশোকতরু ছিলেন সম্মানের অধিকারী ।২০১৩ সালে তাঁর নির্মিত তথ্যচিত্র বি এফ জে এ পুরস্কার পায় প্রেস ক্লাব নিয়েও তিনি ' সময়ের সরণীতে' নামে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন।তিনি প্রায় দশটির তথ্যচিত্র পরিচালনা করেন। তার মধ্যে সামাজিক বিষয়ের বিভিন্ন তথ্যচিত্র উল্লেখযোগ্য।

কেজরিওয়ালকে প্রাণনাশের হুমকি! সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করল পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ গভীররাতে আচমকাই ফোনের ওপার থেকে খুনের হুমকি। তাও আবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। সোমবার গভীর রাতে কেজরিওয়ালের বাসভবন সংলগ্ন পুলিশ বুথে একটি ফোন আসে। তাতে বলা হয়, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। নম্বরের সূত্র ধরে তদন্ত করে কিছু ক্ষণের মধ্যেই অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে ফেলে দিল্লি পুলিশ।দেখা যায়, ৩৮ বছরের ওই ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন। দিল্লির একটি মানসিক হাসপাতালে তাঁর চিকিসাও চলছে। এই কারণে তাঁকে এখনই গ্রেফতার করেনি পুলিশ। তবে তাঁর উপর কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে। দিল্লি পুলিশ ওই ব্যক্তির পুরো পরিচয় জানার পর আর তাঁকে গ্রেফতার করেনি। তবে বিষয়টি স্পর্শকাতর হওয়ায় ওই ব্যক্তির উপর নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ।

বুধবার ঘোষণা হবে নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী-তালিকা

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ আজ, বুধবার ঘোষণা হবে নাগাল্যান্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনে বিজেপি মনোনীত ২০ প্রার্থীর তালিকা। নয়াদিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সংসদীয় বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় নিৰ্বাচন সমিতির বৈঠকের পর ৬০ সদস্যের নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জানিয়েছেন দলের প্রদেশ সভাপতি সভাপতি তেমজেন ইমনা লংকুমের।আজ মঙ্গলবার তেমজেন ইমনা লংকুমের হিন্দুস্থান সমাচরকে জানান, আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনেপ প্রার্থী-তালিকা চূড়ান্ত করতে তিনি এবং রাজ্যের জ্যেষ্ঠ নেতা তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই পেট্টন দিল্লি এসেছেন। বৈঠকে কেবল প্রার্থী নিৰ্বাচন সংক্রান্ত আলোচনা হবে, জানান তিনি। প্রদেশ সভাপতি তেমজন আরও জানান, ' ডেমোক্র্যাটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি' (এনডিপিপি) তথা মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর সঙ্গে আসন রফার সিদ্ধান্ত অটুট থাকবে। বিজেপি এবং এনডিপিপি-র মধ্যে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনের আগে যে জোট বেঁধেছিল তা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।তিনি জানান, ইতিমধ্যে নাগাল্যান্ডে রাজ্যস্তরের এক বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে প্রদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে হাজির ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই পেট্টন, ক্যাবিনেট মন্ত্রী জেকব জিমোমি ও এস পাংযু ফম, উপদেষ্টা তথা বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সদস্য স্মোহনলুমো কিকন, বিজেপির প্রদেশ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী এস ফাংনন কন্যাক এবং জাতীয় মুখপাত্র তথা নাগাল্যান্ডের প্রভারী নলিন কোহলি।এক প্রশ্নের জবাবে তেমজেন ইমনা লংকুমের বলেন, গত শনিবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে নাগাল্যান্ডের ক্ষমতাসীন এনডিপিপি জোটশরিক এবারের বিধানসভা নিৰ্বাচনে চারটি শহুরে আসন থেকে প্রার্থী প্রত্যাহার করতে সম্মত হয়েছে। ১৮-এর নির্বাচনে এনডিপিপি চারটি শহরের আসন যথাক্রমে কোহিমা টাউন, মন টাউন, তুয়েসা সদর-দ্বিতীয় এবং ওয়াখা চেয়েছিল। আগের নিৰ্বাচনে কোহিমা টাউনে এনডিপিপি প্রার্থী ড. নেইকিসালি (নিকি) কিরে জয়লাভ করলেও বাকি তিনটি আসনে এনপিএফ-এর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ কমে ৬৬, সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,৭৫৫, থেমেছে মৃত্যুও

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ আরও তলানিতে পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৬৬ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৬৬ জন, নতুন করে কারও মৃত্যু না হওয়ায় ভারতে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা ৫,৩০,৭৪০।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১ হাজার ৭৫৫-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫০,২৮৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বো ৪,৪৬,৮২,৭৮৫-এ পৌঁছেছে।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ২ লক্ষ ৮২ হাজার ৬৫৪ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৪৮,৬৯,৭৯৫। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩০ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৪৫,৫৯৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১ ফেব্রুয়ারি ঃবুধবার, ১৭মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৭ মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৭ মাঘ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ১৭ মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৫.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৮শতকরা এবং ৪৫শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৭মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ২৪মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃআপনার জন্য নিছকই আনন্দ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ণ 'মাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন।।
বৃষ রাশিঃ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। অপ্রত্যাশিত রসিদগুলি আর্থিক বোঝা বাড়িয়ে তুলবে। ।
মিথুন রাশিঃবিবাহের যোগ হবে। সংসারে শান্তি হবে। অর্থ ব্যয়।
কর্কট রাশিঃআপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। সংসারে শান্তি ফিরে আসে
সিংহ রাশিঃআজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। অর্থ ব্যয় হবেনা
কন্যা রাশিঃআপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। সন্তান হতে পারে আজ
তুলা রাশিঃআপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে বেড়ানো আপনার আর্থিক ঝামেলাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
বৃশ্চিক রাশিঃআপনি আপনার হতাশাপূর্ণ মনোভাবের জন্য কোনো অগ্রগতি করতে অক্ষম হবেন। আর্থিক সংকট হতে পারে
ধনু রাশিঃভাগ্যের ওপর নির্ভর করবেন না এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা ভাগ্যের হাতে ছাড়বেন না যে ভাগ্যদেবী অলস বলে তা আপনার কোনোদিন হবে না।।
মকর রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ
কুম্ভ রাশিঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। অর্থ সঞ্চয় হবেই
মীন রাশিঃআপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত

বিশ্বভারতীর উপাচার্যকেই একটা নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত বললেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ জানুয়ারি ঃ বিশ্বভারতীর উপাচার্যকেই একটা নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর। মঙ্গলবার হাওড়ার সাঁতরাগাছি বাসস্ট্যান্ডে নাগরিক কেন্দ্রিক পরিবহন পরিষেবার উদ্বোধন করেন তিনি। তিনি বলেন, বিশ্বভারতীর উপাচার্য, যিনি বিজেপির নির্দেশে চলেন, উনি যেরকম ভাষায় অর্মত্য সেনের মতো একজন মানুষকে নিয়ে কথা বলছেন সেটা লজ্জার। অমর্ত্য সেনের নোবেল প্রাইজ নিয়ে উনি প্রশ্ন তুলছেন। আমার তো মনে হয় উনি যেভাবে নোবেল নিয়ে গবেষণা করছেন, ওনাকেই একটা নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, অমর্ত্য সেনের মতো মানুষ যাকে নিয়ে সারা বিশ্বের মানুষ গর্ব করেন, সারা ভারতবর্ষের যিনি গর্ব, তাঁকে বিশ্বভারতীর উপাচার্য অসম্মান করছেন। উপাচার্যকে অবশ্যই ওখান থেকে রিমুভ করে দেওয়া উচিত বা ওনার অবশ্যই পদত্যাগ করা উচিত। এদিন রাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী বলেন, গোপাল বা তাপস এরপর নেপাল বা আরও অনেকের নাম আসবে। এরা কারা ? এরা হচ্ছে এডুকেশন ব্যবসার

সঙ্গে যুক্ত এক একটা দালাল, এক একটা এজেন্ট। কুন্তল একটা সময় আমাদের পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও আমাদের পার্টি পরিস্কার করে দিয়েছে বিচার ব্যবস্থায় যদি কারও দোষ প্রমাণিত হয় তাহলে আমাদের পার্টি কারও পাশে দাঁড়াবে না সে যত বড় নেতাই হোক। শহরের রাস্তায় যত্রতত্র অবৈধ টোটো চলাচল নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, টোটো যত্রতত্র চলছে বলে অনেক অভিযোগ আসছে। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আমরা স্থির করেছি অবৈধ টোটো উৎপাদন সেন্টারগুলো আমরা বন্ধ করে দেব। এক্ষেত্রে প্রশাসনকেও নির্দেশ দেওয়া হবে যাতে এই অবৈধ টোটো সেন্টারগুলো প্রশাসন বন্ধ করে দেয়। এবং অবৈধভাবে যাতে কেউ না গাড়ি বার করতে পারে। একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে আগামী দিনে টোটো চলাচল করবে এটাই আমরা চাইছি। ট্রান্সপোর্টে দালাল চক্রের বিষয়ে আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে পরিবহন মন্ত্রী বলেন, ট্রান্সপোর্ট নিয়ে রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটিগুলোকে এর আগে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছিল। আমরা আসার পর অনলাইন চালু করেছি। আমাদের লক্ষ্য ১০০ শতাংশ অনলাইন চালু করার। দালাল চক্র আগেও ছিল। ১০০ শতাংশ আমরা অনলাইন সিস্টেম চালু করতে চলেছি। এছাড়াও ২৪ ঘন্টার মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স যাতে দেওয়া যায়, পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে হাওড়া জেলায় সেই কাজ আমরা আজকে থেকে শুরু করলাম। প্রসঙ্গত, এদিন হাওড়ার সাঁতরাগাছি বাস স্ট্যান্ডে নাগরিক কেন্দ্রীক পরিবহন পরিষেবার উদ্বোধন হয়। মঙ্গলবার এই পরিষেবার শুভ সূচনা করেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক মুক্তা আর্য, বিধায়ক নির্মল মাজি, সীতানাথ ঘোষ, বিদেশ বসু, কল্যাণ ঘোষ, ডা রানা চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস প্রমুখ।

২৪ ঘন্টার মধ্যেই ড্রাইভিং লাইসেন্স মিলবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১শে জানুয়ারীঃ এবার থেকে রাজ্যে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই দুচাকা ও চার চাকার গাড়ির জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স মিলবে। আজ থেকেই রাজ্য জুড়ে এই ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে। পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করতে আগেই অনলাইনে আবেদনের ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। এবার তা সহজতর করতে একদিনের মধ্যে লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। অনলাইনে আবেদন জানানোর পর আবেদনকারীকে নির্দিষ্ট দিনে আর টি ও দফতরে গিয়ে থিওরিটিকাল ও হাতেকলমে পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষায় সফল হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সাময়িক লাইসেন্স মিলবে। একমাসের মধ্যেই আবেদনকারীকে স্মার্ট কার্ড দিয়ে দেওয়া হবে। তাঁকে বারবার আর টি ও দফতরে যেতে হবে না।

দক্ষিণ পূর্ব রেল শালিমার-তাম্বরম সাপ্তাহিক বিশেষ বাতিল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১শে জানুয়ারীঃ অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে, ০৮০৪১।০৮০৪২ শালিমার-তাম্বারাম-শালিমার সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের প্রস্তাবিত চলমান বাতিল করা হয়েছে।এটি গতকাল (৩০.০১.২০২৩) জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পরিবর্তন করা হয়েছে।

আমাদের আর্তনাদের দিন, হতাশায় এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ গান্ধী মূর্তির নীচে ধর্নায় বসা এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা মঙ্গলবার 'দিদিকে বলো' কর্মসূচি পালন করেন। বলেন, এটা আমাদের আর্তনাদের দিন। ৭০০ দিন হতে চলল। তার আর্তনাদ'। এদিন আন্দোলনকারী নবান্নে একটি করে চিঠি পাঠান। তাতে ধরা পড়ে, গত প্রায় ৭০০ দিন ধরে চলতে থাকা আঃেদালনের আর্তি। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে চিঠি ছিল। চোখেমুখে হতাশা ও অসন্তোষের ছাপ স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লেখা চিঠিতে তাঁরা জানিয়েছেন যে, এত দিন পেরিয়ে গেলেও তাঁরা রাস্তায় বসে রয়েছেন। এর এবার বিহিত করুন তিনি, আর্জি তাঁদের। এক আন্দোলনকারীর কথায়, 'আমরা যোগ্য প্রার্থী। তাও এত দিন ধরে গাঁধীমূর্তির পাদদেশে বসে রয়েছি। আমাদের হকের চাকরিটা যেন ফিরে পাই, তাই আবেদন করেছি। আমাদের যাতে দ্রুত নিয়োগ হয় ও এই জীবনযন্ত্রণার যাতে অবসান হয়, সেটিও জানিয়েছি।' কথা বলতে বলতে গলা ধরে এল তাঁর। খেদ, তাঁদের সঙ্গে পরিবার ও আত্মীয়স্বজনও তীব্র ভোগান্তির মুখে। প্রত্যেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, একসঙ্গে জিপিও গিয়ে চিঠি পোস্ট করবেন। কিন্তু সেই কর্মসূচি হচ্ছে না। রদবদল করতে হচ্ছে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, স্থানীয় প্রশাসন তাঁদের একসঙ্গে জিপিও যেতে দেবে না। একসঙ্গে সর্বোচ্চ দশজন যেতে পারেন, তার বেশি যাওয়া যাবে না। স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ মেনে ১০-১৫ জন মিলে হাঁটতে হাঁটতে জিপিও গিয়ে চিঠি পৌঁছে দেবেন। ঠিকানা অবশ্যই নবান্ন। আন্দোলনকারীদের কথায়, 'এটা আমাদের আর্তনাদ। ৬৮৮ দিন হয়ে গিয়েছে। প্রায় ৭০০ দিনের আর্তনাদ।'

তিলজলায় জুতো কারখানায় বিধ্বংসী আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের ৯টি ইঞ্জিনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ ফের বিধ্বংসী আগুন শহরে। এবার তিলজলায় একটি জুতো কারখানায় আগুন লাগল। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ ও দমকল বাহিনী। দমকলের ৯টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নেভানোর কাজ চলছে। ঝুঁকি এড়াতে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।মঙ্গলবারের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকাল ৫টা নাগাদ তিলজলায় ৪ নম্বর সাতগাছি এলাকায় জুতোর কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। কী ভাবে জুতোর কারখানাটিতে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়। কারখানাটিতে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ছিল কিনা বা সেটি কাজ করছিল কিনা তাও এখনও জানা যায়নি। আপাতত দমকলের ৯টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে দমকল বাহিনী। তবে এলাকাটি ঘিঞ্জি হওয়ায় আশপাশে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, সিইএসসি এবং কলকাতা পুলিশের দল। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আগুন নেভানর কাজ চলছে। এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। আশপাশের বাড়ি থেকে বাসিন্দাদের সরানো হচ্ছে।

ডানকুনি এস বি কবাডি ক্লাবের পরিচালনায় গুণীজনদের সম্বর্ধনা

বনস্পতি দে, ডানকুনি, ৩১ জানুয়ারি ঃ হুগলির ডানকুনির রঘুনাথ পুর এস বি কবাডি ক্লাবের পরিচালনায় ১৫ তম বর্ষ গরিব ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক উপহার কর্মসূচি পালন করা হলো। এইসঙ্গে হয় অঙ্কন প্রতিযোগিতা ৪২ জন প্রতিযোগী অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন বিভাগে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকারী কে পুরস্কার দেওয়া হয় এবং এর সঙ্গে ১৭৫ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক উপহার তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষারত্ন সম্মাননা ২০২২ সম্মানে ভূষিত রঘুনাথপুর নফর একাডেমী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর শিক্ষক ডঃ চন্দন মিশ্র কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে রঘুনাথপুর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য সহকারী শ্রীমতি রিতা মজুমদারকে বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথপুর এসবি কবাডি ক্লাবের সভাপতি নিমাই বিশ্বাস সাধারণ সম্পাদক পিনাকী জাটি শিক্ষক ডঃ চন্দন মিশ্র উত্তরপাড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল উত্তরপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক অধ্যাপক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ সৎপাল সিং রঘুনাথপুর পঞ্চায়েত প্রধান কেষ্ট মন্ডল অশোক পাল সহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ সহযোগিতায় ক্লাবের সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পিনাকী জাটি।

দশ লক্ষের জাল নোট সহ এসটিএফের হাতে ধরা পড়ল পাচারকারীরা

দুরন্তবার্তা,কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ১০ লাখ টাকার জাল নোটসহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। তারা হলেন আব্দুল রাজ্জাক খান (৪০) ও শাহার আলী (৪৩)। মঙ্গলবার সকালে এই তথ্য দিয়ে এসটিএফ আইপিএসের ডেপুটি কমিশনার ভি সোলেমান নেশা কুমার বলেন, সোমবার বিকেলে মযদান থানার অন্তর্গত ডাফরিন রোড থেকে দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হযেছে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে ধৃতদের কাছ থেকে ২০০০ টাকার ৫০০টি জাল নোট উদ্ধার করা হয। ধৃতদের মঙ্গলবার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির করে তদন্তের স্বার্থে হেফাজতে নেয টাক্স ফোর্সের অফিসাররা। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি, ৪৯৮ বি, ৪৮৯ সি সহ জাল মুদ্রা পাচারের অভিযোগে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে স্পেশাল টাক্স ফোস । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের অন্যান্য সহযোগীদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা চলছে। জানা গিয়েছে, এই জাল নোটগুলি অসম থেকে কলকাতায় নিয়ে এসে অন্য কারও হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল ।

ইডির বড়সড় তল্লাশি অভিযান কলকাতা জুড়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর আবার বড়সড় তল্লাশি অভিযান কলকাতা জুড়ে। মঙ্গলবার ভোর থেকে শহর এবং সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় চলছে ইডির তল্লাশি অভিযান। সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। কী কারণে কলকাতা জুড়ে ইডির আবার তল্লাশি অভিযান, তা নিয়ে চড়ছে জল্পনার পারদ। কেন্দ্রীয় সংস্থাটির এই তল্লাশি অভিযান ঘিরে তৈরি হয়েছে কৌতূহলও। মঙ্গলবার ভোরে ইডির বেশ কয়েক জন আধিকারিক বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। সব মিলিয়ে রয়েছেন ৫০-৬০ জন আধিকারিক। তল্লাশি চলে আলিপুরের বিভিন্ন জায়গায়। এ ছাড়া ট্যাংরার পটারি রোড এবং দক্ষিণ কলকাতার একটি আবাসনেও তল্লাশি চলে বলে। ট্যাংরা, আলিপুর, আনন্দপুর, হেস্টিংস, নিউ আলিপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি।মঙ্গলবার ইডি আধিকারিকদের নজরে আলিপুরের ব্যাবসায়ী হরিপ্রসাদ কানোরিয়া। ইডি সূত্রের খবর, তিনি মিডল রোড হেস্টিংসয়ের আদিসরি ইনভেস্টমেঃট প্রাইভেট লিমিটেড সহ আরও ১৫টি কোম্পানির মালিক। হরিপ্রসাদ কানোরিযার বাড়ি আলিপুর অ্যাভিনিউ, চেতলার বাড়িতে আজ সকাল ৯টায় হানা দেন আধিকারিকেরা।এর পাশাপাশি এদিন আরও এক ব্যাবসায়ী সুনীল ঝায়ের বাড়ি আরবানা টাওযার ২, ফ্ল্যাট নম্বর ৩২২ -এ ইডির অভিযান চলে। সকাল সাড়ে ৭টায় আধিকারিকেরা পৌঁছে যান তাঁর বাড়ি। অন্যদিকে, ইডি আধিকারিকদের আরেকটি দল পৌঁছে যায় হের্স্টিংসের ৩, মিডল রোডের আদিশ্রী ইনভেস্টমেন্টের অফিসে। সেখানেও চলে অভিযান।প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ নিয়েই চলে তল্লাশি। আরও জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারি সংস্থার দফতরে ওই তল্লাশি চলে।

শিয়ালদহ আদালতের দোতালায় আগুন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনল দমকল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ আগুন লাগল শিয়ালদহ আদালতের দোতলায়। শিয়ালদহ আদালতের দোতলার ব্যালকনিতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের দু'টি গাড়ি। বেলা ১২টা নাগাদ আগুন লাগার খবর পায় দমকল। দমকলের তরফে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আগুন লেগে বড় কোনও বিপত্তি ঘটেনি। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই বলেও শিয়ালদহ আদালত সূত্রে খবর। কী করে এই আগুন লাগলো, তাও খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। দমকল জানিয়েছে, আগুন ভয়াবহ রূপ নেওয়ার আগেই নিভিয়ে ফেলা হয়েছে।

মেট্রোর আরপিএফ কর্মীরা একজন অসুস্থ যাত্রীকে উদ্ধার করল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ ৩০.০১.২০২৩ তারিখে ১৮.৪৩ টায়, করুণাময়ী স্টেশনে প্রায় ৭১ বছর বয়সী একজন মহিলা যাত্রী খারাপভাবে পড়ে যান এবং মাথায় সামান্য আঘাত পান। তার অবস্থা দেখে, কর্তব্যরত স্টেশন এবং আরপিএফ কর্মীরা তাকে সাহায্য করতে ছুটে আসেন। তাকে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য তাকে ১৯.০৫ মিনিটে সেবা হাসপাতালে পাঠানো হয়, স্টেশন কর্মীদের সহায়তায়। ইতিমধ্যে, স্টেশন কর্মীরা তার দেওয়া মোবাইল নম্বরে তার ছেলের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাকে তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। মাঝে মাঝে তার ছেলে হাসপাতালে এসে যাত্রীকে হেফাজতে নেয়। যাত্রীর সমস্ত জিনিসপত্র তার ছেলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সদয় সহযোগিতার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তারা উভয়েই মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে সদয় সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানান।

শেখ মুজিবুর রহমানের নামের বানান নিয়ে বিতর্ক কলকাতায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের নামের বানান নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এই বিতর্ক গড়িয়েছে বানানের শুদ্ধতারক্ষায় কোন বাংলা এগিয়ে সেদিকে। শিয়ালদহে বসছে শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি। বড় প্রস্তরফলকে লেখা হয়েছে সেখ মুজিবর রহমান। ফেসবুকে 'শুদ্ধ বানানচর্চা' গ্রুপে সেই ছবি পোস্ট করেছেন রুদ্র মহম্মদ আনারুল নামে এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ছটা পর্যন্ত এ নিয়ে ৩১৫টি মন্তব্য এসেছে। আহমেদ মইজ লিখেছেন, শেখ বানানটা ভুলভাবে লিখে অমার্যদা করা হয়েছে। মামুন রশিদ খান লিখেছেন, দুটো ভুল এখানে, ওরা ইচ্ছে করেই করে এসব শেখ হাসিনাকেও একবার বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেছে। সুপ্রিয়া রায় লিখেছেন, এই নাম অতি শিগগিরই মুছে ফেলতে হবে। মফিজুল আলম লিখেছেন, কোলকাতার লোকেরা বাংলা লিখেছে এটা তো অনেক। অবাঙ্গালিদের ভিড়ে কোলকাতায় বাঙ্গালি পাওয়াই তো দুষ্কর। ইবরাহিম নামে এক নেটনাগরিক লিখেছেন, কলকাতার বানান রীতিতে দেখা ভিন্নতা দেখা যায়। কারন ভারত এমন একটি দেশ যেখানে অনেক সংস্কৃতির লোক এক সাথে বাস করেন। তাই তাদের বানান রীতিটা এমন ভাবে রাখা হয় যাতে অন্য ভাষার উচ্চারনের সাথে যতটা মিল হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে নামগুলোকে বাংলার যত কাছে উচ্চারন করার মত করে লেখা হয় সে ক্ষেত্রে এমন হয়ে যায়। কিন্তু নাম হলো এমন একটি চিহ্ন বা সংকেত যেটা দিয়ে এমন কিছু প্রকাশিত হয়। যা তার বৈশিষ্টকে সবার সামনে নিয়ে আসে। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন একজনের নাম, যাঁর সাথে বাঙ্গালীর অনেক অনেক কিছু জড়িয়ে আছে। তাঁর নামে এমন ভুল সেটা ভুলই যেটা কোন ব্যাকরণ দিয়ে মেপে দেখা যাবেনা।

তিনি যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন (মানে তাঁর নাম দিয়ে) আমরা সেটিই ব্যবহার করব। সেটাই উচিৎ। বিদেশি ভাষার সাথে মিল রাখতে গেলে বাংলা ভাষা ক্ষতির মুখে পরবে। কারণ কলকাতা কোলকাতা ক্যালকাটা আরও পুরাতন ইংরেজি নামের উচ্চারন কাল্কুৎতা তাহলে কেমন দেখায় বলেন? আমার যেটা পরিচয় আমি সেভাবেই দেব। প্রয়োজনে বিদেশিরা আমার পরিচয় ঠিকভাবে নেবে। আমি তাঁদের বানানো নিয়ম কেন মানব? আমি কেন বাংলাদেশকে ব্যাংলাডেশ বলব? আমি কেন কলকাতাকে ক্যালকাটা বলব? কৌশিক ব্যানার্জি লিখেছেন, বাংলাদেশের প্রচুর লোক ভুলভাল বাংলা বলে। একে তো গোসল, চাচা, ফুফা, নাস্তা দিয়ে ভরা বাক্য। তার সঙ্গে উচ্চারণ আর বানানের গন্ডগোল। মহম্মদ ফয়জুল্লা জুনায়েদ লিখেছেন, ওরা ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানদের নামে বিকৃতি ঘটায়। ডঃ সলিমুল্লাহ্ খান এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। এর উত্তরে নন্দ সরকার লিখেছেন, বিকৃতি হযতো ঘটে থাকে, তবে আমার বিশ্বাস সেটা ইচ্ছাকৃত নয়। কৌশিক লিখেছেন, তালতলার বেকার হস্টেলেও একটা মূর্তি বসে কিছুদিন আগে। সেটা নিয়ে কিছু ঝামেলাও হয় (এক মূর্তি বিরোধী গোঁড়া সংগঠন করে)। সেখানে বানান শেখ ই আছে। সেই মূর্তিটাও আগে একটু অন্যরকম দেখতে ছিল। তাজুল ইসলাম রিপোর্ট করলে পরিবর্তন করা হয়। যাই হোক, এই শিয়ালদহের মূর্তিটার নিচের বানান ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল লেখা হয়নি। এটা নজরে পড়েছে যখন শুধরে নেওয়া হবে। অনেক বাংলাদেশী সাইটেও সেখ মুজিবুর, সেখ হাসিনা ইত্যাদি দেখেছি। সেখ বানান অনেকেই ব্যাবহার করেন। তাদের সেখ এই শেখ হয়ত আলাদা। যিনি নাম ফলক আর মূর্তি বানিয়েছেন, তাঁর জ্ঞান কিছু কম হতে পারে তবে ভক্তি কিছু কম নয়।

রায়দীঘির নন্দকুমারপুরে যুব কাপের উদ্বোধন করলেন পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,রায়দীঘি, ৩১ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার তৃণমূলের আঞ্চলিক যুব কাপের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী দিলীপ মন্ডল।খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতাজি বিবেকানন্দ ময়দানে ফুটবল খেলা হয়ে গেল।এদিন খেলার উদ্বোধন করেন পূর্ত ও পরিবহন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল। এই খেলা ১৬ টিমের নকআউট পর্যায়ের খেলা। চলবে মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত।প্রথম পুরস্কার ১লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ১লক্ষ টাকা, এছাড়া থাকছে বহু অন্যান্য পুরস্কার।এদিনের এই অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রায়দিঘি বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা , সুন্দরবন জেলার তৃনমূল যুব সভাপতি বাপি হালদার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

শিলিগুড়ি জং.সহ হয়বরগাঁও-মৈরাবাড়ি সেকশনগুলির মধ্যে বিদ্যুতায়ন কাজ সম্পন্ন

মালিগাঁও, ৩১ জানুয়ারিঃ ভারতীয় রেল বিশ্বের বৃহত্তম গ্রিন রেলওয়েতে পরিণত হওয়ার দিকে সম্পূর্ণরূপেই অগ্রসর হচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বিদ্যুতায়নের ৮৫ আরকেএম কাজ যথারীতি সম্পন্ন হয়েছে। সম্পূর্ণ বিদ্যুতায়নের প্রয়াসে, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে শিলিগুড়ি জং নিউ মাল জং (৪৮ আরকেএম৬১ টিকেএম) সিঙ্গেল লাইন সেকশন এবং কাটিহার ডিভিশনে বাগডোগরা হয়ে শিলিগুড়ি জং. - আলুয়াবাড়ি রোড (৭৪.১৭ আরকেএম৮৮.৩২ টিকেএম) সিঙ্গেল লাইন সেকশনে সম্পূর্ণ সেকশন্যাল গতিতে (প্রতি ঘন্টা ১০০ কি.মি.) গতির ট্রায়ালের পর রেলওয়ে বিদ্যুতায়নের কাজের পরিদর্শন যথাক্রমে ২৯ এবং ৩০ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, ৩১ জানুয়ারী, ২০২৩-এ লামডিং ডিভিশনের হয়বরগাঁও - মৈরাবাড়ি (৪৩.৮০ আরকেএম৪৪.৯২ টিকেএম) সেকশনে

রেলওয়ে বিদ্যুতায়ন কাজের পরিদর্শন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সেকশনটি চালু হওয়ার পর, বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনযুক্ত ট্রেনগুলি গুয়াহাটি থেকে হয়বরগাঁও-মৈরাবাড়ি সেকশন এবং শিলঘাট শহরে সরাসরি চলাচল করতে সক্ষম হবে, যা গড় গতি বাড়াবে। শিলঘাট থেকে কলকাতা, চেন্নাই ইত্যাদি বিভিন্ন গন্তব্যস্থানের ট্রেনগুলির ইঞ্জিন পরিবর্তন না করেই চালানো যাবে। শিলিগুড়ি জং-নিউ মাল জং. সেকশনের মধ্যে পাঁচটি স্টেশন এবং বাগডোগরা হয়ে শিলিগুড়ি জং-আলুয়াবাড়ি রোড জং. সেকশনের মধ্যে দশটি স্টেশন রয়েছে। অনেক দূরপাল্লার ট্রেনসমূহ এই সেকশনগুলির মধ্যে দিয়েই চলাচল করে থাকে। বিদ্যুতায়নের কাজ শেষ হওয়ার পর ট্রেনগুলি নিজের সময়ানুবর্তিতা ক্ষতি না করে সম্পূর্ণ গতিতে এই সেকশনগুলির মধ্য দিয়ে চলাচল করবে। উত্তরপূর্বাঞ্চল থেকে আরও অধিক যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন চলাচল করতে সক্ষম হবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের কাজ পূর্ণগতিতে চলছে। বিদ্যুতায়নের ফলে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ট্রেনের গতিশীলতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে এবং উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলিতে রেল নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করবে। দূষণ হ্রাসের পাশাপাশি জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বিদ্যুতে স্থানান্তরের জন্য রেলওয়ের দক্ষতা উন্নত হবে। এটি নির্বিঘ্ন ট্রাফিককে সহজতর করবে এবং উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতে যাতায়াত করা ট্রেনগুলির সময়ও অনেক লাঘব করবে।

দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে বার্ষিক স্ক্র্যাপ বিক্রয় লক্ষ্য অতিক্রম করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১শে জানুয়ারী, ঃ দক্ষিণপূর্ব রেলওযেকে একটি জিরো স্ক্র্যাপ রেলওয়ে করা এই অঞ্চলের অন্যতম মিশন এলাকা। অপ্রযোজেনীয় সামগ্রী বিক্রি থেকে মূল্য আদাযের জন্য সকল বিভাগ ও কর্মশালা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য ৩৩০ কোটি টাকার বার্ষিক স্ক্র্যাপ বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে, জানুযারী, ২০২৩-এ নিজেই, ৩৩৬.৫৬ কোটি মূল্যের স্ক্র্যাপ বিক্রি করে। এটি আগের বছরের একই সময়ের মধ্যে অর্জিত স্ক্র্যাপ বিক্রয়ের তুলনায় ২৯.৬৮ বেশি।এটি বিভিন্ন ধরণের স্ক্র্যাপ বিক্রির মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে স্ক্র্যাপ রেল, নিন্দিত লোকো, ওয়াগন এবং কোচ, লৌহঘটিত এবং অ লৌহঘটিত সামগ্রী, বিবিধ স্ক্র্যাপ, পরিত্যক্ত রাজমিস্ত্রি এবং অন্যান্য কাঠামো ইত্যাদি।

জব কার্ড-আধার সংযোগের কাজ দ্রুত শেষ করতে নির্দেশিকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১শে জানুয়ারীঃ ১০০ দিনের কাজের জব কার্ডের সঙ্গে আধার সংযোগের কাজ দ্রুত শেষ করতে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর নির্দেশিকা জারি করেছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলা প্রশাসনের জন্য জারি করা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে রাজ্যে এখনও ১০০ দিনের কাজের যে সব শ্রমিকদের জবকার্ড বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউঃেটর সঙ্গে আধার সংযোগের কাজ শেষ হয়নি তা আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সেরে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরকারি আধিকারিকদের ওই কাজ করতে হবে। না হলে ১ লা এপ্রিল থেকে ওই উপভোক্তারা ১০০ দিনের কাজের মজুরি পাবেন না। প্রশাসনিক সূত্রে খবর রাজ্যে এখনও প্রায় ৭১ লক্ষ উপভোক্তার উপভোক্তার প্যান কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড সংযোগের কাজ বাকি রয়েছে। প্রায় ৩০ হাজার উপভোক্তার ব্যাহ্ক অযাকাউঃেটর সঙ্গে আধার যোগ নেই। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারির সরকারি আধিকারিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপভোক্তাদের খুঁজে বের করতে হবে। ৭ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত চলবে বকেয়া আধার সংযোগের কাজ। ১২ তারিখের মধ্যে ওই কাজ শেষ করে সেই সংক্রান্ত নথি পঞ্চায়েত দফতরে জমা করতে হবে।

উত্তর পূর্ব রেলের চলমান প্রকল্পগুলির একটি পর্যালোচনা সভা

গোরখপুর, ৩১ জানুয়ারী ঃ ৩১ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে, উত্তর পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী চন্দ্র বীর রমনের সভাপতিত্বে, গোরখপুরের জেনারেল ম্যানেজারের কনফারেন্স হলে উত্তর পূর্ব রেলের চলমান প্রকল্পগুলির একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, জনাব ডি.কে. সিং, প্রধান প্রকৌশলী শ্রী রঞ্জন যাদব, প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা শ্রীমতি প্রীতি ঝা, প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক শ্রী সঞ্জয় মিশ্র, প্রধান প্রধান কর্মী কর্মকর্তা জনাব বিপিন কুমার সিং, প্রধান প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা জনাব মুকেশ মেহরোত্র, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার লখনউ মিঃ আদিত্য কুমার, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বারাণসী মিঃ রামাশ্রয় পান্ডে এবং ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার ইজ্জাতনগর মিসেস রেখা যাদব, এবং ব্রাঞ্চ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উত্তরপূর্ব রেলের চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।বৈঠকে মহাব্যবস্থাপক মিঃ রমন বিভিন্ন স্টেশনে তৃতীয় লাইন নির্মাণ ও অন্যান্য ট্রাফিক সুবিধা, লেভেল ক্রসিং-এ নিরাপত্তার কাজ, রেলের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য বিভিন্ন রেল সেকশনে রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) নিয়ে আলোচনা করেন। বিস্তারিতভাবে লিমিটেড হাইট সাবওয়ে (এলএইচএস) নির্মাণ, সিগন্যালিং ও টেলিকমিউনিকেশন কাজ এবং বিদ্যুতায়ন সম্পর্কিত অন্যান্য কাজ, এই কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৬২ সংখ্যা, বুধবার, ১৭ মাঘ ১৪২৯

চিনকে ভরসা করে না ভারত

সম্পাদকীয়

চিন যে দেশেই আস্তানা গেড়েছে সেই দেশের অর্থনীতি একেবারে ভেঙে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। শ্রীলঙ্কা চিন দেশ আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা টাকা দিয়ে সে দেশের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ক্রয় করার চেষ্টা করে। একই কায়দায় পাকিস্তানের করাচি বন্দর থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি বন্দর ব্যবহার করার অনুমতি আদায় করে নিয়েছে। পাকিস্তানে রাজনৈতিক এবং অর্থনেতিক অস্থিরতা সুযোগ চিন পুরোপুরি গ্রহণ করে নিয়েছিল। আজকে পাকিস্তানের যে আর্থিক অসঙ্গতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেখান থেকে বন্ধু দেশ পাকিস্তানকে উদ্ধার করার কোনও আগ্রহ দেখচ্ছে না চিন। চিন এখন ব্যস্ত হয়েছে পড়েছে নিজেদের সামাল দিতে। চিন দেশের অধিকাংশ নাগরিকরা এখন সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেথাকে শুরু করেছে। করোনা সংক্রমণ দেখা দেওয়ার ফলে চিন দেশের নাগরিকদের ব্যক্তিগত আয় কমতে শুরু করে দিয়েছিল। সরকারি মাইনে অর্ধেক করে ফেলা হয়েছিল। চিন দেশে করোনায় কতজান মারা গিয়েছে তার কোনও সরকারি তথ্য নেই। জরুরী অবস্থা জারি করে চিন করোনাকে সামাল দিয়েছিল। তবুও চিন দেশে করোনা দেখা দিয়েছে। এদিকে চিন সরকার তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে বজায় রাখতে গিয়ে সীমান্ত খুলে দিয়েছে। উড়ানকে নিয়ন্ত্রণ করলেও তা কিন্তু প্রবল চাপের মধ্যে বাধ্য হয়ে বিদেশি উড়ান বাতিল করতে পারছে না। এদিকে গোটা ইউরোপ চিন বিমানকে নামতে দিতে চাইছে না। আমেরিকাও চিনা বিমানের ওপরে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং আর্থিক অস্থিরতা দেখা দেওয়ার ফলে সরকার এখন বিপদের মধ্যে রয়েছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, পাকিস্তানকে রক্ষা করতে ভারতের সহযোগিতার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু ভারত কতখানি সহযোগিতা করবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ভারতের বিদেশে মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে পাকিস্তান সরকার যদি ভারত বিদ্বেষ ত্যাগ করে এবং ভারতের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হয় তাহলে কিন্তু বিষয়টা ভেবে দেখা যেতে পারে। চিন এ ব্যাপারে একেবারে চুপ করে রয়েছে। চিন এখন আর কাশ্মীর নিয়ে কোনও কথা বলতে পারছে না। চিন জানে যে ভারত এখন কূটনৈতিক দিক দিয়ে শক্তি অর্জন করতে শুরু করেছে। ভারতের পাশে রয়েছে রাশিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকা। ভারত আক্রান্ত হলে এরা কিন্তু চুপ করে বসে থাকবে না। পাকিস্তানের বহু প্রদেশ ভারতের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে রয়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর। সেখানকার জনগণ এখন আর পাকিস্তানের পক্ষে নেই। তারা ভারতের পক্ষে স্লোগান দিতে শুরু করে দিয়েছে। চিন এই সব দেখে একেবারে চুপ করে রয়েছে। রাশিয়ার পুতিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে তারা ভারতের পাশে থাকবে। আমেরিকাও যে পাকিস্তানের পক্ষে যাবে না সেটা নিশ্চিত। তার ফলে চিন এখন বলতে গেলে কোনঠাসা হয়ে গিয়েছে। চিনকে সুবিধাবাদী দেশ বলে গ্রহণ করতে শুরু করেছে সবাই। চিন যাতে বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি থেকে কোনও রকম লাভ না করতে পারে তার জন্য সবাই চিনকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। চিনকে বয়কট করেনি রাশিয়ার মতো। কিন্তু তবুও চিন সম্পর্কে নাক লগাতে চাইছে না কেউই। চিন টিকা যেসব দেশ গ্রহণ করেছিল তারা আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছে। চিন দেশে আগেই টিকাকরণ করা হয়েছিল। তবুও সেখানে কিন্তু নতুন করে করোনা সংক্রমণ প্রবেশ করে। বলা হয়েছে যে চিনা টিকার কোনও প্রতিষেধক জোর নেই। তার ফলে চিনা টিকা যারা গ্রহণ করেছে তাদের শরীরে প্রতিষেধক সেল গড়ে উঠেনি। তার ফলে চিন দেশে ব্যাপক করোনা দেখা দিয়েছে। তা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে চিন দেশের বাসিঃদারা। তারা সরকার বিরোধী স্লোগন দিতে শুরু করেছে। চিন বিরোধীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দৃষ্টিকোনটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। চিন ভারত সীমান্ত নিয়ে তর্জা করতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে চিনের প্রেসিডেঃট শি জিনপিং ভারত চিন সীমান্ত পরিদর্শন করেছেন এবং চিন সেনাদের প্রশংসা করেছেন। তাতে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ভারতের দিকে তাক করে বিরুদ্ধে কথা বলে চিন সরকার এখন তাদের অস্তিত্বকে বজায় রাখবে। চিন তাইওয়ান ভয় দেখাতে গিয়েছিল। তাইওয়ানকে হুমকি দেখাতে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে শুরু করে চিন। এই পর্যন্ত। চিন এর থেকে আর বেশি কিছু করতে পারেনি। তারপরে তাইওয়ান অভিযান করা থেকে ক্রমশ পিছিয়ে আসতে শুরু করে ছিল একটি মাত্র কারণে। সেটা হচ্ছে আর্থিক অসংগতি। চিনের বার্ষিক আয় কমতে শুরু করেছি। এই সময়ে কোনও দেশই কাউকে আর্থিক সহায়তা দান করবে না সেটা পরিস্কার। ফলে চিন বেশি ঝুঁকি আর নেয়নি। তাইওয়ান যুদ্ধ শুরু করতে তারা পারেনি। তাইওয়ান থেকে পরিস্কার বলে দেওয়া হয়েছিল তারাও ইউক্রেনের মতো অস্তিত্বকে রক্ষা করতে লড়াই করতে থাকবে। ফলে এশিয়াতে আর একটি রণক্ষেত্র তৈরি করার চেষ্টা করেছিল চিন। কিন্তু সেটা করতে পারলো না করোনা আবার প্রভাব বিস্তার করার ফলে। চিনের ওপরে ভসরা করতে নেই বলে লাদাখের বাসিন্দারা বলতে শুরু করে দিয়েছে। লাদাখের বাসিন্দারা এখনও পর্যন্ত চিনকে ভয় পায়। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বহু লাদাখবাসীরা চিন সেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। সেই কারণে তারা ভারতের ওপরে ভরসা করছে। কিন্তু চিনের ওপরে নয়।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

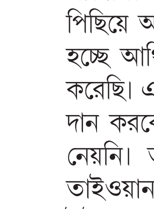

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। আসল শক্তি দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তিশালী হতে পারেন না। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তিদায়িনী। রূপদায়িনী। জ্ঞানদায়িণী। মহামন্ত্রদায়িণী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। তাঁর অভয় দানের মধ্যে দিয়ে জগত নির্ভয় লাভ করে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগদ্ধাত্রী মা। মৃন্ময়ী মা রূপে পুজিত হয়ে থাকেন। তিনি জগত ধারন এবং বহন করে থাকেন। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত হলে অধর্মের পরাজয় ঘটে। চাই জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির ধারক হচ্ছেন মা। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে।

ভারতের প্রথম, কলকাতা মেডিকেল কলেজের ১৮৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভারতের প্রথম মেডিলে কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই কলকাতাতেই। কলকাতাতে ইংরেজ শাসকেরা এসে উপস্থিত হতেই তারা অনুভব করতে শুরু করে দিয়েছিল যে ভারতে যদি শাসন ক্ষমত কায়েম করা হয় যায় এশিয়ার সেরা শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। তখন ভারত সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। সই সম্পদকে গ্রহণ করে তারা বিলাতে পাঠাতে থাকে। ভারতে ক্ষমতা দখল করে থাকলেই তো চলবে না। এখানে যেসব রোগ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে তার চিকিৎসা করার প্রয়োজন রয়েছে। কলকাতার জল ভালো ছিল না। মশার উপদ্রব খুই বেশি ছিল। সাহেবরা তো কলকাতার জল ফুটিয়ে খেত। আর মশার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। বহু মানুষ কলেরা এবং ম্যালেরিয়াতে মারা যেত। সেই কারণে আতঙ্কিত হয়ে সাহেবরা চিন্তা করতে শুরু করলো যে কলকাতায় একটি হাসপাতাল তৈরি করতে হবে। তার উদ্যোগ গ্রহণ করতেই তৈরি হল কলকাতার মেডিকেল কলেজ। এই মেডিলে কলেজের ১৮৯ তম প্রতিষ্ঠা দিব পালন করা হল মেডিকেল কলেজের প্রেক্ষাগৃহে। সেখানে কৃতি ছাত্রদের পুরস্কার এবং মানপত্র দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়। মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ডাক্তার শঙ্কর কুমার নাথ এবং ডাক্তার অসীম কুমার সরকার সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তিনি এই নিয়ে পঞ্চাশ বছর মেডিকেল কলেজে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। ১৯৭২ সালে তিনি যখন ছাত্র ছিলেন মেডিকেল কলেজের তখন থেকেই প্রতিষ্ঠা দিবসে গান পরিবেশন করতেন। আর আজকে ২০২৩ সালেও তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করে সবাইকে মুগ্ধ করে দিয়েছেন। ডাক্তার শঙ্কর কুমার নাথও মান্না দের সঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে দেন। ডাক্তার শঙ্কর নাথ 'কলকাতা মেডিকেল কলেজের গোড়ার কথা ও মধুসূদন গুপ্ত' বইটি লিখে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছিলেন। মেডিলে কলেজের ওপরে ইতিহাস ভিত্তিক এবং তথ্যমূলক সেরা বই এটাকেই বলা যেতে পারে। তিনি লেখকের প্রতিবেদনে লিখছেন, ''ভারতের প্রথম চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার মহাবিদ্যালয় ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫ সালে কলকাতাতে। সূচনাকাল থেকেই মধুসূদন গুপ্তর (১৮০৬-১৮৫৬) অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে ভর করে ভারতের মেডিকেল এডুকেশন বা চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার সাবালকত্ব প্রাপ্ত ঘটেছিল।'' কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার পিছন কাজ করেছিল ইংরেজ রাজকে বজায় রাখা। ইংরেজরা দখল রাখতে গিয়ে প্রচুর সেনা পুষতে শুরু করে। যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকতো। তার ফলে সেনারা হতাহত হতো। আহতেরা সুচিকিৎসা পেত না। তার ফলে সেনারা মারা যেত। তাই ইংরেজরা গড়ে তুলল ১৭০৭ সালে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল। যেটা এখন এসএসকেএম নাম পরিচিত। এই হাসপাতালটি গলে উঠেছিল বিডিবাগের কাছে গার্স্টিন প্লেসে। এই স্থানেই তৈরি হয়েছে সেন্ট জনস চার্চ (১৭৮৭ সালে)। এখানে জব চার্নকের এবং তাঁর স্ত্রীর সমাধিক্ষেত্র রয়েছে। ১৭৫৬ সালে সিরাজদৌল্লার সঙ্গে সংঘর্ষ হলে হাসপাতালের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল। সেই সময়ে ইংরেজরা চিন্তা করে একটি বড় ধরনের হাসপাতাল তৈরি করবে। চৌরঙ্গীর দক্ষিণে একটি ফাঁকা স্থান পাওয়াতে সেখানে গড়ে উঠল প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল। এই হাসাপাতালটি ইউরোপীয়ানদের জন্য তৈরি করা

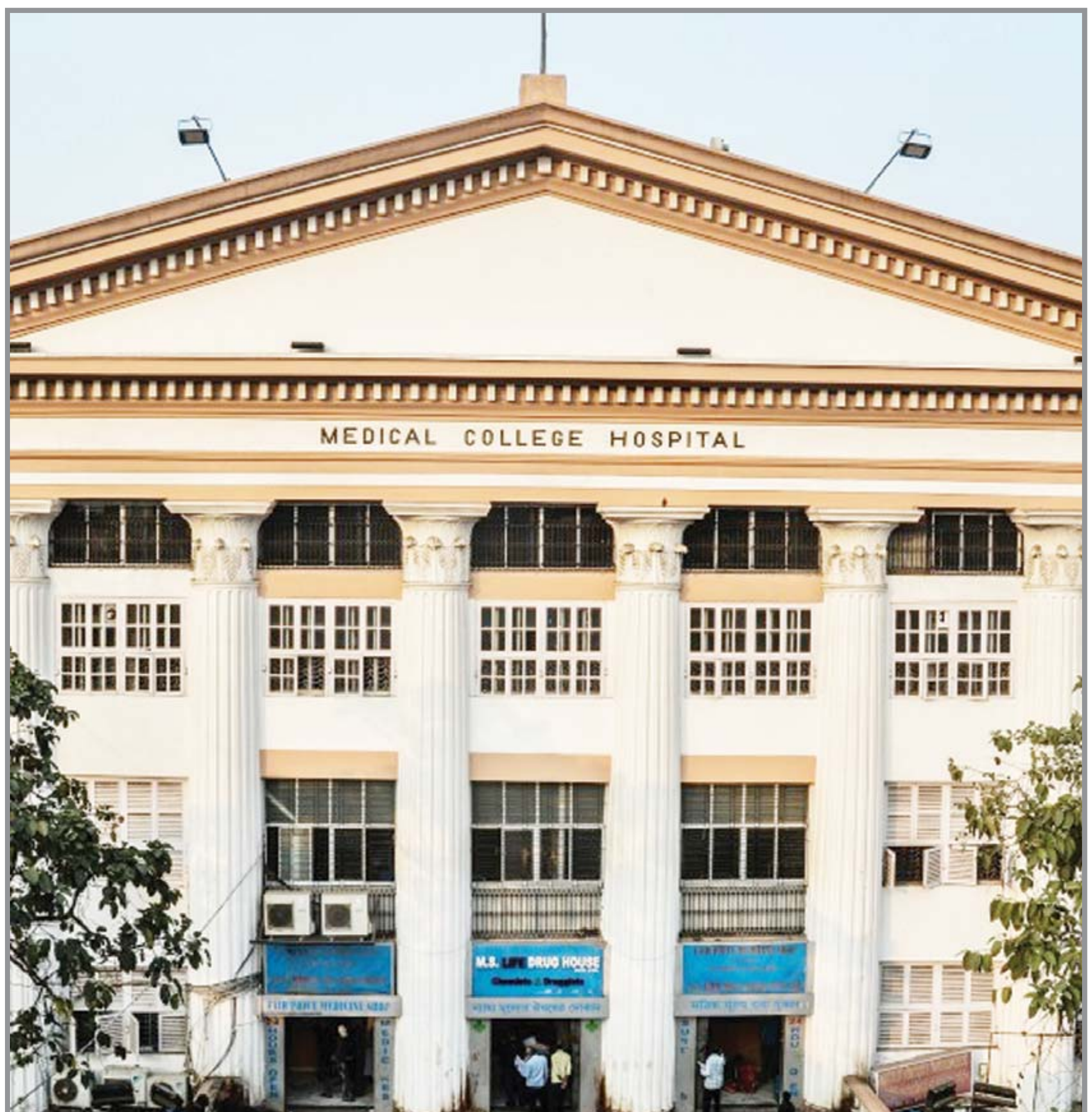

হয়েছিল। ১৭৮৭ সালে টিকাকরণের জন্য দমদমে একটি হাসপাতাল তৈরি করা হয়। ১৭৮৯ সালে স্থাপিত হল কলকাতা পুলিশ হাসপাতাল। তবে নটিভদের চিকিৎসা পাওয়ার সুব্যবস্থা ছিল না। ১৮২২ সালে মেডিকেল বোর্ড সরকারকে একটি প্রস্তাব দিয়েছিল সেখানে নেটিভ হাসপাতাল তৈরি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। ২১ জুন ১৮২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হল 'স্কুল ফর নেটিভ ডক্টর্স'। কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৭৮১ সালে। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৮২৭ সালে মাদ্রাসাতে মেডিকেল ক্লাস শুরু হয়েছিল। কলকাতা সংস্কৃত কলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১ জানুয়ারি ১৮২৪ সালে কলকাতার বহুবাজারের ৬৬ নম্বর বাড়িতে। এই সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণদের সন্তানরাই পড়ার অধিকার লাভ করে। পরে বৈদ্যরা ভর্তি হতে থাকে। ১৮২৭ সালে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮২৮ সালে ডাক্তার জন টাইটলার অ্যানাটমির ক্লাস শুরু করে দিলেন। ডাক্তার জন টাইটলারের মৃত্যুর পর সেই পদে যোগদান করলেন ডাক্তার জন গ্রান্ট। চিকিৎসক মধুসূদন গুপ্তের শিক্ষক ক্ষুদিরাম বিশারদ ১৮২৭ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে মেডিকেল ক্লাসে প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। শিক্ষক ক্ষুদিরাম বিশারদ স্বাস্থ্যের কারণে ক্লাসে যোগদান করতে পারতেন। সেই স্থানে মধুসূদন গুপ্তকে নিয়োগ দেওয়া হল। মধুসূদনের নিয়োগ নিয়ে সেই সময়ে ঝড় হয়ে গিয়েছিল। উইলসন সাহেব কিন্তু এই নিয়োগ থেকে পিছু সরে আসেননি। মধুসূদন পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে অ্যানাটমি শিক্ষা দিতে শুরু করলেন ছাত্রদের। সংস্কৃত কলেজ লাগোয়া একটি হাসপাতাল তৈরি করতে এগিয়ে এলেন রামকলম সেন। তাঁর উদ্যোগে ১৮৩১ সলে শুরু হয়েছিল এই হাসপাতালটি। ডাক্তার জন গ্রান্ট এই হাসপাতালের সুপার হয়েছিলেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮৩৩ সালের অক্টোবর মাসেই একটি কমিটি গঠন করলেন। ২০ অক্টোবর ১৮৩৪ সালে একটি রিপোর্ট পেশ করেন বেন্টিঙ্কের কাছে। বেন্টিঙ্ক সেই রিপোর্ট দেখে ১৮৩৫ সালে ২৮ জানুয়ারি কলকাতা মেডিকেল কলেজ করার কথা ঘোষণা করলেন। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ স্যালে ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। মেডিকেল কলেজের ছাত্র নির্বাচনের প্রথম পরীক্ষা হয়েছিল ১ মে, ১৮৩৫ সালে। তবে আবার কেউ কেউ মত দিয়েছেন ১ জুন ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজে প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। ডাক্তার মাউন্ট ফোর্ড জোসেফ ব্রামলি কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম সুপারিনটেডেন্ট হয়েছিলেন। ১১ ফেব্রয়ারি অর্ডার হলেও গুডিফ ডেকিলে কলেজে যোগদান করেছিলেন ১৫ ফেব্রয়ারি ১৮৩৫ সালে। মেডিকেল কলেজের উন্নতির জন্য প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এগিয়ে এসেলিন। রামকলম সেনের বাড়ি থেকে চলে এসে আজকের স্থানে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কফি হাউসের বাড়িতেও মেডিকেল কলেজের ক্লাস হয়েছিল। তখন এর নাম ছিল অ্যালবার্ট হল। রামকমল সেনের বাড়ির উল্টো দিকে হিন্দু কলেজ ছিল। হিন্দু কলেজ ভবনটি তৈরি হয় ১৮২৫ সালে। চিকিৎসা জগতের মহান ব্যক্তি ডাক্তার ব্রামলি মারা গিয়েছিলেন ১৯ জানুয়ারি ১৮৩৭ সালে। ভারতে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ শুরু হয়েছিল এই মেডিকেল কলেজেই। রানি এলিজাবেথ অপরাধীদের মৃতদেহ যাতে মেডিকেল কলেজ পায় তার অনুমোদন দিলেন। ১০ জানয়ারি ১৯৩৬ সালে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন চিকিৎসক মধুসূদন গুপ্ত। মরদেহের শবব্যবচ্ছেদ নিয়ে সেই সময়ে কলকাতা জুড়ে প্রবল প্রতিবাদ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল। শবব্যবচ্ছেদ যাতে না হতে পারে তার জন্য রক্ষণশীল হিন্দুরা প্রতিবাদ করতে শুরু করে। শবব্যবচ্ছেদ কররা জন্য মধুসূদনকে জাত খোয়াতে হয়েছিল। কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম শংসাপত্র বিতরণ করা হয়েছিল পাশ করা পাঁচজন ছাত্রকে। ১৮৩৯ সালে ২ ফেব্রয়ারি। মধুসূদন গুপ্ত ১৮৪০ সালে ২৬ নভেম্বর পরীক্ষা দিয়েছিলেন। মধুসূদন গুপ্তকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল তাতে তাতে ইংরেজি, বাংলার এবং আরবি ভাষায় লেখা ছিল। চিকিৎসব ব্রামিল মৃত্যুর পর মেডিকেল কলেজের হাত ধরে ছিলেন ডেভিড হেরার। তিনি ছিলেন নন মেডিকেল লোক। এই প্রথম বিশ্বের চিকিৎসার ইতিহাসে একজন নন মেকিডেল ব্যক্তির হাতে মেডিকেল কলেজে সঁপে দেওযা হয়েছিল। ১৮৪৪ সালে ৬ আগস্ট মোয়াট ঘোষণ করলেন বাবু মতিলাল শীল মেডিকেল কলেজ তৈরি করতে জমি দান করেছেন। মেসার্স বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি মেডিকেল কলেজের বিশাল বাড়ির নকসা তৈরি করেছিলেন। পুরো নির্মাণ কাজটির তদারকি করেছিলেন মেজর হিউজ ফ্রেজার। ভারতের গর্ভনর জেনালের মার্কইস অফ ডালহাউসি ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮ সালে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৮৫১ সালে অসৎ উপায়ে পরীক্ষা দেওয়ার অপরাধে দশন ছাত্রকে বহিস্কার করা হয়েছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই মেকিডেল কলেজের পরীক্ষক ছিলেন। মেকিডেল কলেজের পাশে হাসপাতাল থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করেন সবাই। ১৮৩৭ সালে ৯ মার্চ জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনের সেক্রেটারি সাদারল্যাণ্ডকে একটি চিঠি লেখেন মেকিডেক লকেলেজ সর্বোচ পদাধিকারি ডেভিড হেয়ার সাহেব। অবশেষে একটি ছোট হাসপাতাল তৈরি হল ১৮৩৮ সালে ১ এপ্রিল। ১৮৪০ সালে প্রসূতি ভবন তৈরি হল মেডিকেল কলেজে। মেডিকেল কলেজের পাশে মেডিকেল হাসপাতাল তৈরি করা একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল এখনকার ছাত্ররা যাতে রোগীদের সেবা করতে পারে এবং তাদের যাতে থিয়োরিটাল ক্লাসের পাশাপাশি প্র্যাকটিকাল হওয়া সম্ভব হয়। রামকমল সেন সোনার মেডেল দিয়েছিলেন কৃতি ছাত্রদের। এর মধ্যে ছিলেন প্রসন্ন কুমার মিত্র এবং দীনবন্ধ দে। রুস্তমজি কাওয়াসি ৬০০ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন যা দিয়ে সোনার মেডেল কেনা হয়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেডিকে কলেজে ক্লাস করেও ব্যক্তিগত কারণে পরীক্ষায় বসলেন না। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলা হয়েছিল তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবি ছাত্র। মেডিকেল কলেজে পাশ করা ছাত্ররা সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে বিলেতে যেতে নিমরাজি ছিল। কিন্তু পরে দেখতে পাওয়া গেল যে প্রথম মেডিকেল কলেজের চারজন কৃতি ছাত্র বিলাতে গিয়েছিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চা করতে। এর মধ্যে ছিলেন ভোলনাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল, সূর্যকুমার চক্রবর্তী এবং দ্বারকানাথ বসু। দ্বারকানাথ ঠাকুর ভোলনাথ বসুকে আর্থিক সহায়তা করলেন। আর মুর্শিদাবাদের নবাব সৈয়দ মনসুর উল্লা খান বাহাদুর অর্থ জোগালেন সূর্য কুমার চক্রবর্তী এবং দ্বারকনা বসুর অর্থ জোগালেন। এর একজনের সরকার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ১৮৪৫ সালে ৮ মার্চ বেন্টিঙ্ক নামে একটি জাহাজে চেপে বললেন এই চারজন কৃতি ছাত্র বিলাতে যাওয়ার জন্য। ১৮৫৪ সালে ২ মার্চ মেডিকেল কলেজে ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়েছিল। তারপর থেকেই মেকিজেল কলেজের সুনাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

শকুনি, বিচিত্র বীর্যের বংশধর ও ব্রাহ্মাস্ত্র কাহিনী

বিশেষ প্রতিনিধি

...২২.০১.২০২৩ সংখ্যার পর

মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী, কুরু যুগে ব্রহ্মাস্ত্রের আদি গুরু ছিলেন পরশুরাম। তিনি এই বিদ্যা তার শিষ্য দ্রোনাচার্যকে শিখিয়েছিলেন এবং মানবকুলের অস্ত্রবিদ্যার ভার দ্রোনাচার্যকে দিয়ে গভীর বনে চলে গিয়েছিলেন অধিকতর তপস্যার জন্য। পরশুরাম যখন অরণ্যে তখন তার শিষ্য দ্রোনাচার্য হস্তিনাপুর রাজ্যের রাজকুমারদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেলেন। রাজা বিচিত্র বীর্যের বংশধর পাণ্ডু ও কৌরবের সন্তানরা পরবর্তীতে যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন সেটি ইতিহাসের বিখ্যাত মহাভারতের যুদ্ধ। পাণ্ডব বংশের পাঁচ রাজকুমার এবং কৌরব বংশের ১০০ রাজকুমারসহ কর্ণ নামক একজন মহাবীরকে দ্রোনাচার্য অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরে পাণ্ডব ও কৌরবদের যুদ্ধ যখন অনিবার্য হয়ে পড়ল তখন কর্ণ তার অস্ত্রগুরু দ্রোনাচার্যের কাছে গিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র লাভের অভিপ্রায় জানালেন। কর্ণের প্রস্তাবে দ্রোনাচার্য যারপরনাই বিরক্ত হলেন এবং বললেন, তুমি ক্ষত্রিয় বংশজাত। ব্রহ্মাস্ত্র ধারণের মতো জ্ঞান প্রজ্ঞা আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং বিবেচনাশক্তি তোমার নেই। এটি কেবল ব্রাহ্মণরাই ধারণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, তুমি এই অস্ত্রশস্ত্র লাভ করলে অন্যায়ভাবে অর্জুনকে মেরে ফেলবে। দ্রোনাচার্যের কথা শুনে কর্ণের ভীষণ রাগ হলো। তিনি হস্তিনাপুর ত্যাগ করে ব্রহ্মাস্ত্রের আদি গুরু পরশুরামের খোঁজে জঙ্গলে চলে গেলেন এবং বহু চেষ্টায় পরশুরামকে খুঁজে পেয়ে তার শিষ্যত্ববরণের নিবেদন করলেন। কর্ণের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে পরশুরাম তাকে অস্ত্রবিদ্যা শেখালেন এবং যেহেতু কর্ণ নিজের বংশপরিচয় গোপন রেখে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়েছিলেন সেহেতু পরশুরাম কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্রের বিদ্যাও শেখালেন। বিদ্যা লাভের পর কর্ণ যখন হস্তিনাপুরে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেলেন তখন হঠাৎ একটি দৈব দুর্ঘটনায় সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। ঘটনার দিন পরশুরামের সাথে কর্ণ গভীর অরণ্যে পরিভ্রমণ করছিলেন। দীর্ঘ ভ্রমণে পরশুরাম পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং শিষ্য কর্ণের ঊরুতে মাথা রেখে গভীর ঘুমে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। এমন সময় বিষাক্ত একটি বিছে কর্ণকে দংশন করে। বিছের বিষে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নড়াচড়া করলেন না। কিন্তু তার শরীর নীল হয়ে গেল এবং তিনি বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তার চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে লাগল এবং সেই অশ্রু পরশুরামের মুখের ওপর পড়ল। পরশুরাম নিদ্রাভঙ্গের জন্য মহা বিরক্ত হলেন এবং কর্ণের কাছে ব্যাখ্যা দাবি করলেন। কর্ণ যখন বললেন যে, বিছে দংশিত হওয়ার পরও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং সব যাতনা নীরবে সহ্য করেছেন কেবল পরশুরামের ঘুম নির্বিঘ্ন করার জন্য। অস্ত্রগুরু পরশুরামের সেবায় ও সন্তুষ্টির জন্য কর্ণ যা করেছিলেন তা শোনার পর যেকোনো মানুষের অন্তর বিগলিত হওয়ার কথা। কিন্তু পরশুরাম উল্টো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি রক্তচক্ষু বিস্ফোরিত করে কর্ণকে প্রশ্ন করলেন, সত্যি করে বলো তুমি কে! কী তোমার পরিচয়। আমি নিশ্চিত তুমি ব্রাহ্মণ নও- তুমি ক্ষত্রিয়। কারণ বিছের বিষে ভারাক্রান্ত হয়ে ধৈর্য ধারণ ব্রাহ্মণের শরীরের পক্ষে অসম্ভব। কেবল ক্ষত্রিয় রক্ত-মাংসের শরীরের পক্ষেই সুতীব্র বেদনা সহ্য করে স্থির থাকা সম্ভব! পরশুরামের কথার উত্তরে কর্ণ সব কিছু খুলে বলতে বাধ্য হন। তখন পরশুরাম তাকে তাড়িয়ে দেন এবং বিদায় বেলায় অভিশাপ দেন, ব্রহ্মাস্ত্রের বিদ্যা কর্ণের কোনো কাজে আসবে না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র যুদ্ধ, কৌশল ভুলে যাবে। এই কাহিনীর সাথে পরবর্তীকালে মহাভারতের যুদ্ধ, পাণ্ডবদের বিজয় এবং কৌরবদের পরাজয়ের মাধ্যমে কর্ণের যে করুণ পরিণতি হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করলে আধুনিককালের যুদ্ধবিশারদরা পর্যন্ত অবাক হয়ে যান। আমরা আজকের আলোচনার একদম শেষপ্রান্তে চলে এসেছি। এবার ব্রহ্মাস্ত্র সংক্রান্ত মহাভারতের কাহিনীর চৌম্বক অংশ ও বর্তমান জমানায় সেই কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতা বলে নিবন্ধের ইতি টানব। আমরা সবাই জানি, রাজা বিচিত্র বীর্যের দুই পুত্র পাণ্ডু এবং ধৃতরাষ্ট্র। পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রের ১০০ পুত্র। পাণ্ডুর পুত্রদের মধ্যে অর্জুন, যুধিষ্ঠির ও ভিম ইতিহাসবিখ্যাত। অন্য দিকে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে দুঃশাসন, দুর্যোধন সমধিক পরিচিত। পঞ্চপাণ্ডবের মা কুন্তীর গর্ভে জন্ম নিয়ে মহাবীর কর্ণ নিয়তির নির্মম পরিহাসে কৌরবদের সাথে লালিত পালিত হতে থাকে। রাজ্য সিংহাসন, ক্ষমতা, যুদ্ধ, নীতি-নৈতিকতা, কূটনীতি, সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদির সমন্বয়ে মহাভারতে যেভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তা মহাকালের রাজনীতির ইতিহাসের এক অনন্য দলিল। আজকের দিনের ভোট ডাকাতি জালজালিয়াতি ও রাতের ভোট- কথায় কথায় সংবিধানের দোহাইয়ের আদি ইতিহাসও আপনি মহাভারতে পেয়ে যাবেন। কৌবরদের প্রধানমন্ত্রীর নাম ছিল শকুনি যিনি সম্পর্কে কৌরব রাজপুত্রদের মামা ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শকুনি জানতেন, তার ভাগ্নেদের যুদ্ধ করার বীরত্ব নেই। জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থন পাণ্ডবদের তুলনায় অতি নগণ্য। তাই তিনি কৌশলে জাল-জালিয়াতি, জুয়ার মাধ্যমে পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে অভিনব জয়-পরাজয়ের এক পরিকল্পনা তৈরি করলেন। শকুনি প্রধানমন্ত্রী যখন কৌরবদের পরামর্শ দিলেন যে, পাণ্ডবদের সাথে জুয়া খেলায় তাদের বিজয় নিশ্চিত তখন উৎসুক ভাগ্নেরা জিজ্ঞেস করলেন সেটি কিভাবে সম্ভব। শকুনি উত্তর দিলেন, পাণ্ডবরা বীর। তাদের বাহাদুরি যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধা কখনো জুয়া খেলতে পারে না এবং তাদের মস্তিষ্কে জুয়ার কৌশল ঢোকে না। অন্য দিকে, যুদ্ধকে যারা ভয় পায় তারা সর্বদা জুয়ায় সফলতা লাভ করে। যেহেতু তোমরা যুদ্ধে পাণ্ডবদের মতো পারদর্শী নও সুতরাং একমাত্র জুয়ার কোর্টই তোমাদের ভরসা। শকুনির পরামর্শে যে ঐতিহাসিক জুয়ার আসর বসেছিল এবং যেভাবে জুয়ার আসরে পাণ্ডবরা পরাজিত হয়ে সর্বস্ব খুইয়েছিলেন সেই ইতিহাস মহাকালে দেশ-বিদেশে যে কতবার ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। অন্য দিকে জুয়া খেলায় বিজয়ী হয়ে কৌরবরা শেষ পর্যন্ত কী পরিণতি ভোগ করেছিল এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কিভাবে নির্বংশ হয়েছিল তা বিস্তারিত বলতে গেলে বর্তমান জমানা নিয়ে আরো একখানা মহাভারত রচিত হয়ে যাবে।

কবর থেকে তুলে মহিলার দেহের ময়নাতদন্ত, চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩১ জানুয়ারি ঃ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জের। স্ত্রীকে খুনের পর প্রমাণ লোপাটে দেহ পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ। বাপের বাড়ির অভিযোগের ভিত্তিতে কবর থেকে দেহ তুলে পাঠানো হল ময়নাতদন্তে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের সুতিতে। আদালতের নির্দেশে কবর থেকে তুলে মহিলার দেহ পাঠানো হল ময়নাতদন্তে। মঙ্গলবার এই ঘটনা ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সুতিতে। ওই মহিলাকে খুনের অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। এই নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল পরিবার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৩ জানুয়ারি রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয়েছিল সুতি থানার মহেন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা ফিরোজা খাতুন নামে এক মহিলার। পর দিন অর্থাৎ ২৪ জানুয়ারি ফিরোজাকে লুকিয়ে কবর দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। তিন সন্তান রয়েছে ওই মহিলার। ওই মহিলার বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, ফিরোজাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। ওই ঘটনায় অভিযোগ ফিরোজার স্বামী জাহাঙ্গির আলমের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় ফিরোজার পরিবার। মঙ্গলবার আদালতের নির্দেশ মতো সুতি থানার পুলিশ এবং শমসেরগঞ্জের বিডিও'র উপস্থিতিতে ফিরোজার দেহ কবর থেকে তোলা হয়। এই নিয়ে কড়া নিরাপত্তার আয়োজন করা হয় মহেন্দ্রপুরে। ফিরোজার কাকা আসমত আলি বলেন, ''ওর দেহ দেখতে এসে প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের মেয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। পরে আমাদের সন্দেহ হয়। তাই আমরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। এদিন দেহ তুলে ময়নাতদন্ত হল। এ বার ফিরোজার মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।'' জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার ভোলানাথ পাণ্ডে বলেন, ''প্রথমে পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। পরবর্তী কালে আদালত যেমন নির্দেশ দিয়েছে সেই মতো কাজ হচ্ছে।''

বিদ্যালয় চত্বরের মধ্যেই তৃণমূলের দুই পক্ষের বিবাদকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি, তুঙ্গে তরজা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ জানুয়ারি ঃ বিদ্যালয়ের মধ্যেই তৃণমূলের দুই পক্ষের মধ্যে বচসা। বচসাকে কেন্দ্র করে ধাক্কাধাক্কি হাতাহাতি। কার্যত রণক্ষেত্র পরিস্থিতি। ব্যাপক উত্তেজনা বিদ্যালয় চত্বরে। মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের দিনেই প্রকাশ্যে শাসক দলের গোষ্ঠীকোন্দল। একপক্ষ অন্য পক্ষের প্রতি তুলছে অভিযোগের আঙুল। সমগ্র ঘটনা নিয়ে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ বিজেপির। দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেওয়া হবে সাফাই তৃণমূলের। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত পারো জুনিয়র হাই স্কুলের ঘটনা। তৃণমূলের এক পক্ষের অভিযোগ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়মিত ভাবে আসেন না বিদ্যালয়ে। সেই জন্যই তারা গেছিলেন প্রতিবাদ করতে বিদ্যালয়ে। কিন্তু অন্যপক্ষ ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা রটনা করে উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলে গন্ডগোল বাধিয়েছে। অন্যদিকে আরেক পক্ষের অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল পরিচালিত একটি ক্লাব ২৩ জানুয়ারি এবং ২৬ জানুয়ারির কর্মসূচির জন্য বিদ্যালয়ে চাঁদা নিতে এসেছিল। চাঁদা নেওয়ার জন্য তারা রীতিমতো জুলুম করছিল। চাঁদা বাবদ প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি এলইডি টিভি এবং ২০ হাজার টাকা দাবি করে ওই ক্লাব। তারা প্রতিবাদ করায় গন্ডগোল বেঁধেছে। বিদ্যালয় চত্বরের মধ্যেই দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। রীতিমত উত্তপ্ত হয়ে উঠে পরিস্থিতি। যদিও বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এই বিষয় নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। তিনি বলেন রাজনৈতিক কোন বিষয়ে তিনি প্রতিক্রিয়া দেবেন না। তবে তার কাছে চাঁদা নিয়ে কোন জুলুম করা হয়নি বলে তিনি জানান। অন্যদিকে বিবাদের দুই পক্ষকে দাবি করে তারা তৃণমূলের। সমগ্র ঘটনায় তৃণমূলকে কার্যত এক হাত নিয়েছে বিজেপি। শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করছে তৃণমূল কটাক্ষ বিজেপির। যদিও ঘটনা নিয়ে বলে সাফাই দেওয়ার চেষ্টা তৃণমূলের। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। বিবাদের সঙ্গে জড়িত তৃণমূল কর্মী সাগর আলী বলেন, চাঁদা নিয়ে ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছিল প্রধান শিক্ষককে। প্রত্যেক বছর ৫০০ টাকা করে চাঁদা দেওয়া হয়। এই বছর হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওরা হঠাৎ করে কুড়ি হাজার টাকা দাবি করে। এই নিয়ে প্রতিবাদ করলেই গন্ডগোল বাধে। বিবাদের সঙ্গে জড়িত অন্য পক্ষের তৃণমূল কর্মী নাসিম আক্তার বলেন, প্রধান শিক্ষক নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ে আসেন না। তিনি ঠিকঠাক আসছেন কি না আমরা সেটা দেখতেই গেছিলাম। এই ভাবে চাঁদা চাওয়ার কোন ব্যাপার নেই। এটা আমাদের তৃণমূলেরই গোষ্ঠীকোন্দল। চক্রান্ত করে উস্কানি মূলক কথা বলে গন্ডগোল বাধিয়েছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিমাদ্রি শেখর মন্ডল বলেন, রাজনৈতিক কোন ব্যাপার নিয়ে আমি কোন প্রতিক্রিয়া দেব না। শিক্ষাঙ্গনে কোনরূপ অশান্তি হওয়া ঠিক নয় এটাই বলব। তবে আমার কাছে সেভাবে কোন চাঁদা চাওয়া হয়নি। উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি অয়ন রায় বলেন, এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে এই ভাবে বিদ্যালয়ের ভেতরেই ঝামেলা করছে। ভাবতেও লজ্জা লাগে এরা শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি দিলরোজ বলেন, এটা তেমন কোন ঘটনা নয়। আমাদের নিজেদের মধ্যে হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বিষয় আমরা কথা বলে নিজেদের মধ্যেই মিটিয়ে নেব। যদিও সমগ্র ঘটনা নিয়ে নিন্দায় সরব এলাকার বিশিষ্টজনেরা। গন্ডগোল যে কারণেই হোক শিক্ষাঙ্গনের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা বাঞ্ছনীয় নয়। যারা এই ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এমনটাই মত এলাকার বুদ্ধিজীবী মহলের। মালদায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উপস্থিতির দিনেই এই ধরনের ঘটনায় রীতিমত অস্বস্তিতে শাসকদল।

অঙ্গনওয়াড়ির মিড ডে মিলের খিচুড়িতে মিলল আরশোলা, উত্তেজনা চন্দ্রকোনায়

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩১ জানুয়ারি ঃ এবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মিড-ডে মিলের খিচুড়িতে মিলল আরশোলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চন্দ্রকোনার ধামকুড়িয়া এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান জয়েন্ট বিডিও। মিড ডে মিলের খাবার, ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে পশ্চিম মেদিনীপুরে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। আর সেদিনই জেলার চন্দ্রকোনা ২ নং ব্লকের কুঁয়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধামকুড়িয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খিচুড়িতে মিলল আরশোলা। জানা গিয়েছে, ওই এলাকার এক বাসিন্দা সুমন রায়ের ছেলে ধামকুড়িয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পড়াশোনা করে। অভিযোগ, এদিন ওই খুদে মিড ডে মিলের খিচুড়ি বাড়িতে নিয়ে গেলে দেখা যায় তার মধ্যে আস্ত একটি আরশোলা! ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা ছড়ায়। ওই খাবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়ে দেখালে হলে কেন্দ্রের সহায়িকা ও রাঁধুনি অন্যান্য শিশুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিড-ডে মিলের খিচুড়ি না খাওয়ার নির্দেশ দেন। গোটা ঘটনায় বেজায় ক্ষুব্ধ অভিভাবক থেকে এলাকাবাসী। এই ঘটনায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা কাকলি চক্রবর্তী জানান, ঘটনার কথা এক অভিভাবক জানান। আমরা ভুল শিকার করে নিয়েছি। হয়তো এই ঘটনা ঘটেছে। তবে আমরা তড়িঘড়ি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওই খাবার না খাওয়ার কথা বলে এসেছি। খবর পেয়ে কেন্দ্রে পৌঁছান চন্দ্রকোনা ২ নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও অভিজিত চক্রবর্তী। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখেন তিনি কথা বলেন এলাকাবাসী ও কেন্দ্রের কর্মীদের সাথে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, এত ভাল কাজ হচ্ছে। কে কোথায় কী ফেলে দিচ্ছে। খাবারে কে কী দিচ্ছে। প্রসঙ্গত, দিনদশেক আগে শাসনের খড়িবাড়ি এলাকার একটি স্কুলে মিড ডে মিলে মিলেছিল পোকা। এর আগেও খাবারে টিকটিকি মেলার খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। সব মিলিয়ে একের পর এক এহেন ঘটনায় বেজায় ক্ষুব্ধ ছাত্রদের পরিবার।

কাঁথি ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্তের আবেদনকারীকে ভৎর্সনা

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ৩১ জানুয়ারি ঃ কাঁথির নাবালিকা ধর্ষণ মামলা নয়া মোড় নিল। প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চে স্থগিত রইল রায়দান। কড়া প্রশ্নের মুখে পড়তে হল মূল অভিযুক্ত শুভদীপ গিরির আইনজীবীকেও। এদিন আদালতে নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী সওয়ালে বলেন, পকসো একটি বিশেষ আইন। এই আইনে প্রভূত ক্ষমতা রয়েছে। কারও বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠলে পুলিশ তাকে নোটিস দিয়ে ডেকে পাঠাবে? নাকি সরাসরি গ্রেফতার করবে? নির্যাতিতা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। আইনজীবী বলেন, আমি স্বীকার করছি যে নির্যাতিতা এবং অভিযুক্তের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। নির্যাতিতাকে গর্ভপাত করাতেও বাধ্য করা হয়েছিল। যদি ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে তাহলে অভিযুক্ত বলুক যে, সে নির্যাতিতাকে বিয়ে করবে। মঙ্গলবার শুভদীপ গিরির আইনজীবীর কাছে প্রধান বিচারপতি জানতে চান, ২০ জানুয়ারি একক বেঞ্চের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে আপনারা বলেছিলেন, শুভদীপ আত্মসমর্পণ করবেন। আর এখানে আগাম জামিনের আবেদন করেছেন। দুই আদালতে আপনাদের অবস্থান দুরকম কেন? কেন এমন বিভ্রান্তিমূলক কথা বলছেন? বিচারপতির প্রশ্নের উত্তরে শুভদীপের আইনজীবী বলেন, সেটা আমাদের আইনজীবী বলেছিলেন, নাকি আদালত নথিবদ্ধ করেছিল সেটা স্পষ্ট নয়। পাল্টা প্রশ্ন করেন বিচারপতি শ্রীবাস্তব, তাহলে পরে গিয়ে সেই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আর্জি জানালেন কেন? এরপর নীরব থাকেন শুভদীপের আইনজীবী। প্রসঙ্গত, গত ১ নভেম্বর আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন নাবালিকা। এর পর প্রকাশ্যে আসে গোটা ঘটনা। ১০ জানুয়ারি কাঁথি থানায় শুভদীপ গিরি ও তাঁর বাবা - মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। পুলিশ পকসো আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে। ১৯ জানুয়ারি পুলিশি তদন্তে অনাস্থা জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় নির্যাতিতার পরিবার। ২০ জানুয়ারি বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে মামলাটি ওঠে। বিচারপতি অভিযুক্তকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। সঙ্গে নির্যাতিতার পরিবারকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর সভায় আসার পথে পুকুরে বাস পড়ে মৃত ২

দুরন্ত বার্তা, গাজোল, ৩১ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার গাজোল কলেজ মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভায় মালদা এবং দুই দিনাজপুরের বেশ কিছু উপভোক্তার হাতে সরকারি বিভিন্ন পরিষেবা তুলে দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। সোমবার রাতে মালদা থেকে উপভোক্তাদের নিয়ে গাজোল কলেজ মাঠে আসছিল একটি বাস। রাত নটা নাগাদ পান্ডুয়া বাসস্ট্যান্ডে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি। ঘটনায় দুজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি ছোট গাড়ি এবং অন্য একটি স্কুলের গাড়িকে ধাক্কা মেরে বাসটি পাশের পুকুরে পড়ে যায়। বিকট আওয়াজ শুনে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁরাই প্রথমে উদ্ধার কাজে হাত লাগান। মুখ্যমন্ত্রীর সভায় নিরাপত্তার জন্য পান্ডুয়া হাইস্কুলে ছিল পুলিশ বাহিনী। পুলিশকর্মীরাও সেখানে আসেন। বাসে প্রায় ৩৫ জন উপভোক্তা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঘটনাস্থলে দুজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। বাকিরা কমবেশি আহত হয়েছেন। তাঁদের সকলকে প্রথমে পান্ডুয়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পরে সেখান থেকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। যাত্রীদের দাবি, চালক খুবই জোরে বাস চালাচ্ছিলেন। কয়েকজন যাত্রী সাবধানও করেছিলেন। কিন্তু চালক শোনেনি। যার জেরে পরপর দুটি গাড়িকে ধাক্কা মেরে বাসটি পুকুরে পড়ে যায়।

শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে সেবক রোডে পাকা হাইড্রেন তৈরি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে

সেবক রোডের মাখনভোগ মিষ্টির দোকান থেকে মুন্সী প্রেম চাঁদ কলেজ অবধি পাকা হাইড্রেন তৈরী হয়েছে। পি ডব্লিউ ডি, পি এইচ ই-র বাস্তুকাররা পরিদর্শনে ছিলেন আজ উপস্থিত ছিলেন। তাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তিনি জানান, কিছু কিছু জায়গায় দোকানদারদের অবৈধ দখলদারি এবং তাদের অসহযোগিতার দরুণ কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। সবার সাথে কথা বলাটা নিতান্তই প্রয়োজন। আমাদের উদ্দেশ্য কাউকে উৎখাত করা নয়। সবাইকে একটি নির্দিষ্ট চিন্তা নিয়ে চলতে হয়। আমরা সেই চিন্তা করবো। আমাদের লক্ষ হল শিলিগুড়িকে যানযট মুক্ত করে তোলার। আর সাধারন মানুষের সাথে সাথে আমরা কাজ করবো। রাস্তায় দোকান থাকলে যারা পায়ে হেটে চলাচল করেন তাদের প্রচণ্ড অসুবিধা হয়। তাদের যাতে সুবিধা হয় তাই জন্য আমাদের এই পরিকল্পনা। এদিন ডেপুটি মেয়র জানান সবাইকে সঠিকভাবে জায়গা দেওয়া হবে। কিন্তু পুরসভার নিয়ম মেনে চলতে হবে সবাইকেই।

Tender Notice

Undersigned invites separate sealed Tender (NIT-8,9,10/of 2022-23), from the eligible and experienced agency for different repair rewinding works under Egra (A-I) Sub-Division. Last date of Application for Tender Form is 07-02-2023 up-to 3.00 P.M. For further details contact the office on any working day within office hour.

Sd/-
Assistant Engineer (A.I.)
Egra (A.I.) Sub Division
Egra, Purba Medinipur

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah

Name of the Scheme:- (i) Construction of Boundary wall of Burial Ground under Singti GP, (ii) Construction of Chulli Shed & Waiting Room at Debipur Burning Ghat under BEUP,. E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-28/EO/2022-23. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

TYROON TEA CO. LTD.
CIN: L27109WB1917PLC002880
Regd.Office: 3, Netaji Subhas Road, McLeod House, Kolkata 700-001, WB, India, Tel: 033-22483236/6071,
Email: info@tyroontea.com
Website: www.tyroontea.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 10th day of February, 2023 at its registered office at 3.30 P.M to consider inter alia unaudited Financial Results for the Quarter & nine months ended 31st December, 2022.
The Board of Directors of the Company is to consider Resignation Letter received from one of the Independent Directors Mr. Shridhar Issar (DIN 00044295) on 25/01/2023.
The said information is also available on the company's website www.tyroontea.com and also on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com.

By Order of the Board
Tyroon Tea Co. Ltd.
Sd/- (K.C.Mishra)
Company Secretary & CFO
ACS 13288

Place : Kolkata
Date: 31.01.2023

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah

Name of the Scheme:- (i) Construction of Boundary wall at Paliarah Sahapara Burial Ground under Khalia GP, (ii) Construction of Concrete Road from H/o Roychak Supravat Sen to H/o Santal Polly in Debipur GP, (iii) Construction of Children Park at Thakuranichak, (iv) Construction of Boundary wall and Children Park at Dakshin Rampur Burning Ghat, (v) Construction of Ghat at Mandaria at Harishpur GP. E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-26/EO/2022-23. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

Office of the Executive Officer
e-TENDER NOTICE

Digitally singed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: 1881/EO dt. 31.01.23 for Construction of 3 nos. Civil works within Singur Panchayat Samity, Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission is 07.02.23 Detail will be available at the website : www.wbtenders.gov.in (tender ID: 2023_ZPHD_461882_1, 2023_ZPHD_461882_2, 2023_ZPHD_461882_3).

Sd/-
Executive Officer
Singur Panchayat Samity

Office of the Gaighata Panchayat Samity
Chandpara, North 24 Parganas
SHORT NOTICE INVITING TENDER No. GAI/NPG/12 of 2022-23, Dated 31/01/2023

Short notice is invited by the Executive Officer, Gaighata Panchayat Samity for total 5 (Five) Nos. similar nature of works. Documents download start date from 31/01/2023 at 18:30 Hrs. to 08/02/2023 up to 18:30 Hrs. Last date of submission of document before 13:00 Hrs. up to 08/02/2023. Date of Opening of Tender Documents on 10/02/2023 at 13:30 Hrs. For more details please visit website wbtenders.gov.in or office of the undersigned on any working days.

Sd/- Executive Officer
Gaighata Panchayat Samity

SUSUNIA GRAM PANCHAYAT
Monteswar Panchayat Samity
Vill-Panbaraya, PO-Susunia, Dist-Purba Bardhaman
E-Tender Notice
NIT No-29/SUSU/2023 dt-30/01/2023

30/SUSU/2023 dt-30/01/2023 Online Bids are invited for the year 2022-23 from the bonafide contractors for Listed Works under 15 th FC (Tied) & 15 th FC (Untied). Last Date of Paper Submission 03-02-2023. For details information contact.

Sd/- Prodhan
SUSUNIA GRAM PANCHAYAT

Notice Inviting E-Tender
Brajarajpur GP, Indpur, Bankura
NieT 24 Memo 41/ Braja/2023 Date 28.01.2023

Pradhan, Brajarajpur, Indpur invites e-Tender of different schemes which are available in www.wbtenders.gov.in web site Last date of submission 06.02.2023 (6.00 pm).

Pradhan,
Brajarajpur Gram Panchayat

২৬ কেজি গাঁজা সহ যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ জানুয়ারি ঃ বড় সাফল্য পেল শিলিগুড়ি প্রধান নগর থানার পুলিশ। সোমবার রাতে দাগাপুর থেকে অভিযান চালিয়ে এক যুবককে গ্রেফতার করে প্রধান নগর থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের কাছ থেকে দুটি ব্যাগে ২৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। যার বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকারও বেশি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক আড়াই থেকে তিন লাখ টাকা। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। মঙ্গলবার তাকে শিলিগুড়ির আদালতের হাজির করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ... অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমতুল্য কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এমন টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া ঃ ক্রমিক নং ১. ই-টেন্ডার নং: ১৯৭_২০২২-২৩, কাজের বিবরণ: সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়ার শাখায় টি আর আর (পি) এবং এসকেডি ওয়েল্ডিংয়ের সহায়তার কাজ। আনুমানিক ব্যয়: ১,৩৩,৭৪,৮২৯.৮৯ টাকা। বায়নামূল্য: ২,১৮,৯০০ টাকা। ক্রমিক নং ২. ই-টেন্ডার নং: ২০০_২০২২-২৩, কাজের বিবরণ: সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে পি.ওয়ে সামগ্রীর পরিবহন, লোডিং এবং আনলোডিং। আনুমানিক ব্যয়: ১,০৮,৩৭,০০২ টাকা। বায়নামূল্য: ২,০৪,২০০ টাকা। ক্রমিক নং ৩. ই-টেন্ডার নং: ২১০_২০২২-২৩, কাজের বিবরণ: ... নতুন দুটি ... ব্যবস্থা। আনুমানিক ব্যয়: ৫,১৫,৬৭,৭৪৯.২৮ টাকা। বায়নামূল্য: ৪,০৭,৮০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার সময়সীমা: ১২ মাস (ক্রমিক নং ১, ২ ও ৩-এর জন্য)। টেন্ডার ফর্মের মূল্য: শূন্য (ক্রমিক নং ১, ২ ও ৩-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের তারিখে খোলা হবে। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৪.০২.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে বিডের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-393/2022-23

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

PRADHAN PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
SADAR BLOCK, JALPAIGURI
NIT NO.WB/JAL/SADAR/P.G.P/03/22-23
DATED: 30/01/2023

The Pradhan, Paharpur Gram Panchayat, Sadar Block, Jalpaiguri invites Tender in percentage Rates for the work of Construction of Solar Water Supply System for supply of Drinking water in Sansad No-1 to 25. Work completion period: 60 Days. Date & Time of submission Bids From : 02/02/2023 Time : 18.00 Hours To : 16/02/2023 Time : 18.00 Hours. Date & Time for Opening : 20/02/2023 Time: 11.00 Hours. For Further details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Paharpur Gram Panchayat
Sadar Block,Jalpaiguri

Office of the Andharmanik Gram Panchayat
Bishnupur-I Panchayat Samity
Kalmikhali ::Andharmanik :: South 24 Parganas
Notice Inviting e-Tender

Sealed Quotations are hereby invited from reliable and bonafide Bidders as specified below for the Scheme namely, (i) NIT No. ANDGP/38/2023, Date: 30/01/2023, Nature of work: Supplying of E-kart as per approved Brand and make for SWM Project. Source of Fund: 15 th CFCG (Tied)/ SBM, Date of downloading tender documents from 30/01/2023 at 17:00 hrs. up to 07/02/2023 at 17:00 hrs. Last Date of Submission of Technical and Financial Bid (Online) 07/02/2023 till 17.00 hrs. Opening Date of Technical Bid (Online) 10/02/2023 at 11:00 hrs.

(ii) NIT No. ANDGP/40/2023, Date: 31/01/2023, Nature of Work:- Construction of Soak Pit beside Tubewell & Stand Post on 3 (Three) Nos. different location. Source of Fund: SBM(G). Date of downloading tender documents from 31/01/2023 at 17:00 hrs. up to 07/02/2023 at 17:00 hrs. Last Date of Submission of Technical and Financial Bid (Online) 07/02/2023 till 18.00 hrs. Opening Date of Technical Bid (Online) 10/02/2023 at 11:00 hrs. For details please visit office of the website http://wbtenders.gov.in.

Sd/- Prodhan
Andharmanik Gram Panchayat

Prodhan, Baghason Gram Panchayet, Monteswar Block, Purba Burdwan invites e-Tender vide

e-Tender Notice No. & Amount :-
2023_ZPHD_459547_6 & Amount – Rs.2,84,902.00
2023_ZPHD_459547_5 & Amount – Rs.2,85,214.00
2023_ZPHD_459547_4 & Amount – Rs.2,84,980.00
2023_ZPHD_459547_3 & Amount – Rs.2,84,980.00
2023_ZPHD_459547_2 & Amount – Rs.2,84,856.00
2023_ZPHD_459547_1 & Amount – Rs.2,84,902.00
2023_ZPHD_460455_3 & Amount – Rs.2,48,945.00
2023_ZPHD_460455_2 & Amount – Rs.2,99,687.00
2023_ZPHD_460455_1 & Amount – Rs.2,99,197.00
2023_ZPHD_459547_9 & Amount – Rs.2,88,980.00
last date of Bidding - 13.02.2023 - 11.30 am - - please visit
@ https://wbtenders.gov.in/ for necessary information

MATHARI KHAMAR GRAM PANCHAYAT
Vill.-kashidih , P.O.- khamar , Dist.- PURULIA (W.B), Pin.-723202
pradhanmkg@gmail.com
NOTICE INVITINGE-TENDER

MEMO NO:-15/MKGP **DATE:-27/01/2023**

Notice inviting e-Tender No: **MKGP/15CFC/NITe-02 /22-23** of Pradhan Mathari khamar Gram Panchayat P.s ,jhalda -I Dist: Purulia invitees-tender for the works detailed in the table below.(Submission of Bid through online) List of Schemes Annexure-A. source 0f fund- 15 th fc. Date of uploading of N.I.T. Documents (online)(Publishing Date) 28.01.23 at 10.30 AM. Documents download/sale start date (Online) 28.01.23 at 10.30 AM. Documents download/ sale end date (Online) 06.02.23 at 11.00 AM. Bid submission start date (Online) 28.01.23 at 10.30.AM. Bid Submission closing (Online) 06.02.23 at 11.00 AM. Bid opening date for Technical Proposals (Online) 08.02.23 at 11.00 PM. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Mathari Gram Panchayat

বৈঁক ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বিবেকানন্দ রোড শাখা
৩৬২, বিবেকানন্দ রোড,
কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোনঃ ২২৬৯২৮০০ / ১৯২৪

স্থায়ী সম্পত্তির জন্য অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি

অ্যাপেন্ডিক্স-৪ [নিয়ম ৮(১) দেখুন]

যেখানে,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিবেকানন্দ রোড শাখার** সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০২২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্টের নিয়ম ৩ এর সাথে পড়া ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে অনুমোদিত অফিসার (এনফোর্সমেন্ট)নিয়ম, ২০০২ **০৩.০৮.২০২২ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা মিঃ উৎপল দাস (মৃত) এবং সহ-আবেদনকারী মিসেস কৃষ্ণ দাসকে নোটিশে উল্লিখিত ৯,১৩,৩৪৫.৫১** (নয় লক্ষ তেরো হাজার তিনশ পঁয়তাল্লিশ টাকা একান্ন পয়সা) টাকা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ সমেত পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ৩০ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছে নিরাপত্তা প্রয়োগ বিধি, ২০০২-এর বিধি ৮ সহ আইন অনুসারে। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে এই সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না। এই সম্পত্তি বর্তমানে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বিবেকানন্দ রোড শাখার নিকট সুদ ছাড়া ৯,১৩,৩৪৫.৫১** (নয় লক্ষ তেরো হাজার তিনশ পঁয়তাল্লিশ টাকা একান্ন পয়সা) টাকার চার্জ সাপেক্ষ।
ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের, উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করতে।
স্থাবর সম্পত্তিটির বিবরণঃ এই সম্পিত্তিটি একটি ফ্ল্যাটের আকারে অবস্থিত যার ঠিকানাঃ ২১ /৩, বাঘা জতিন রোড, ৩য় তলার অংশে (উত্তর- পূর্ব- পশ্চিম দিকে) মৌজা-পালপাড়া, খাতিয়ান নং ১৬৯, দাগ নং ৪১৪ / ৫৫৯ এবং ৪০৪/ ৫৫৮, হোল্ডিং নং ৭৯, থানা-বরানগর, ওয়ার্ডঃ ২৭, কলকাতা-৭০০ ০৩৬ বরানগর পৌরসভার অন্তর্গত। **পরিসীমাঃ** উত্তরদিকেঃ খোলা আকাশ। দক্ষিণদিকে- সিঁড়ি এবং করিডোর, পূর্বদিকেঃ খোলা আকাশ, পশ্চিমদিকেঃ খোলা আকাশ।

তারিখঃ ৩০.০১.২০২৩
স্থানঃ কলকাতা

চিফ ম্যানেজার এবং স্বীকৃত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/254/2022-2023 (1st Call)
Name of work : **Repairing of damaged road surface at different portions of Canal East Road, Maniktala Main Road, Narkeldanga Main Road etc. under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **4,95,718.72 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,950.00**; Period of Completion : **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/256/2022-2023 (1st Call)
Name of work : **Repairing of road with laying of kerb and construction of gully pit at Soonree Bagan beside Ultadanga VIIIM Housing in Ward No. 013 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **1,75,380.01 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,550.00.**

(3) NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/346 (1st Call)
Name of work : **Restoration of water leakage spots at different places of NSC Bose Road, Ram Thakur Sarani and P.A. Shah Road under Br.-X;** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,92,004.57 (Excl. Contingency Amt.)**; Earnest Money : ₹ **9,900.00**; Period of Completion : **30 days (For Sl. No. 2 & 3)**; Last date and time of submission of bid : **13.02.2023 - 12.00 noon (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **03.02.2023 (12.00 noon) (For Sl. No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The **Ex. Engineer (Elec.)/Lighting/Zone-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : LTG/Z1/Br.-1/WD4/32/22-23
Name of work : **Installation of lighting arrangement with Earthing, Muffing and Head Loop Box changes at Rani Debendrabala Road, Rani Harshamukhi Road and other places in Ward No. 04 under Br.-1;** Estimated Amount : ₹ **1,61,393.96**; Earnest Money : ₹ **3,400.00.**

(2) NIT No. : KMC/Z-I/L-75/W-20/22-23
Name of work : **Improvement of earthing system at Nimtola Ghat Street & other places in Ward No. 20;** Estimated Amount : ₹ **1,93,875.56**; Earnest Money : ₹ **4,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/Z-I/L-49/W-17/22-23
Name of work : **Improvement and illumination by LED fitting at Nayan Chand Dutta Street, Hari Ghosh Street and other places in Ward No. 17, Br.-II;** Estimated Amount : ₹ **1,99,504.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00.**

(4) NIT No. : KMC/Z-I/L-50/W-18/22-23
Name of work : **Improvement and illumination by LED fitting at Abinash Kabiraj Street, Masjid Bari Street and other places in Ward No. 18, Br.-II;** Estimated Amount : ₹ **1,99,014.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **30 days (For Sl. No. 1 & 2), 5 days (For Sl. No. 3 & 4)**; Last date & time of submission of bid : **06.02.2023 at 11.00 a.m. (For Sl. No. 1), 09.02.2023 - 05.00 p.m. (For Sl. No. 2), 10.02.2023 at 03.00 p.m. (For Sl. No. 3 & 4)**; The bid forms and other details are available on and from **28.01.2023 at 06.00 p.m. (For Sl. No. 1), 01.02.2023 (05.00 p.m.) (For Sl. No. 2), 02.02.2023 at 05.00 p.m.) (For Sl. No. 3 & 4)** from the website **https://etender. wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The **Director General (E), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/LTG/Z1/Br.-1/WD1/21/22-23
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings for different places in Ward No. 01 under Br.-I;** Estimated Amount : ₹ **1,97,246.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **07 days**; Last date & time of submission of bid : **11.02.2023 at 01.00 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **02.02.2023 at 05.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Z-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following work :

NIT No. : KMC/EE_E/LTGVI/123/OM/8/22-23 (1st Call)
Name of work : **Electrical maintenance works of KMC five storied Community Hall "Abahan" at James Long Sarani in Ward No. 123;** Estimated Amount : ₹ **4,94,397.00**; Earnest Money : ₹ **9,900.00**; Period of Completion : **365 days**; Last date and time of submission of bid : **08.02.2023 - 12.00 noon**; Bid opening date and time : **10.02.2023 - 02.00 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **31.01.2023 (06.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/Electricity-II, KMC** invites e-tender online quoted rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/ELY/ESTM-115/22-23 (2nd Call)
Name of work : **Annual comprehensive maintenance work contract of AC Machine at different Treasury Offices & Assessment Collection under ELY-II Dept.;** Estimated cost : **Open**; Earnest Money : ₹ **7,500.00.**

(2) NIT No. : KMC/ELY/ESTM-116/22-23 (2nd Call)
Name of work : **Comprehensive annual maintenance work contract of AC Machine at Dhapa Check Post, Dhapa Garage & Chingrihata S.C. Deptt. under ELY-II Dept.;** Estimated cost : **Open**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of Completion : **365 days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date & time of submission of bid : **09.02.2023 upto 04.00 p.m. (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **01.02.2023 (06.00 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Chief Manager (Systems), KMC** is inviting e-tenders for the following work :

NIT No. : KMC/IT/19/2022-2023
Name of work : **Supply of 75 Numbers of "Auto-Executable Wifi Enabled Modems";** Cost of Tender : **NIL**; Earnest Money : **NIL**; Time of Completion : **15 Calendar days**; Last date & time for submitting bids : **11.02.2023 upto 04.30 p.m.**; Tender document will be available at **https://www.kmcgov.in** and at **https://wbtenders.gov.in** from **31.01.2023 (04.00 p.m.)**. e-Tenders are to be submitted at **https://wbtenders.gov.in**

1034/22-23

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

প্রতিবার শ্যাম্পুর পর কী কন্ডিশনার ব্যবহার করা প্রয়োজন? বিশেষজ্ঞরা কি বলছেন দেখে নিন

প্রত্যেককেই কাজের প্রয়োজনে বাইরে বেরতে হয়। একবার বাইরে থেকে ঘুরে বাড়িতে ঢোকা মানে চুলের দফারফা। বায়ুদূষণে জেরবার একঢাল কালো চুল। চিটচিটে চুলকে পরিষ্কার করে তুলতে ভরসা একমাত্র শ্যাম্পু। চুলের যত্ন নিতে শ্যাম্পু করবেন অথচ কন্ডিশনার লাগাবেন না, এটা হতে পারে না। তাই তো প্রত্যেকেই শ্যাম্পুর পর কন্ডিশনার ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রতিবার চুল ধোয়ার পরেই কি কন্ডিশনার ব্যবহার করা প্রয়োজন, তা জানতে পরতে হবে এই লখাটি- কারণ বিশেষজ্ঞরা কি বলছেন জেনে নেওয়া ভালো।

শ্যাম্পু চুলকে তেলমুক্ত করে। তার ফলে তা দেখলে রুক্ষ মনে হয়। তাই কন্ডিশনার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, কন্ডিশনারে রয়েছে ময়শ্চারাইজার। যা চুলের শুস্কতা দূর করে। আরও

নরম, আরও মসৃণ করে তুলতে সাহায্য করে। এছাড়াও কন্ডিশনারের রয়েছে আরও নানা গুণ। চলুন কন্ডিশনারের বাকি গুণগুলি বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক। শুস্ক, রুক্ষ চুলে ডগা ফাটা সবচেয়ে বড় সমস্যা। সে সমস্যা রুখতে সাহায্য করে একমাত্র কন্ডিশনার। চুলের রুক্ষতা দূর করতে পারলে ডগা ফাটার সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পারেন। রুক্ষ চুলকে প্রাণ দিতে অপরিহার্য কন্ডিশনার। তাই শ্যাম্পু করার পর প্রতিবার কন্ডিশনার ব্যবহার করা প্রয়োজন। প্রতিবার শ্যাম্পু করলে মাথায় ত্বক থেকে নিঃসৃত তৈলাক্তভাব দূর হয়। যার ফলে চুল সহজেই রুক্ষ, শুস্ক হয়ে যায়। তাই শ্যাম্পু করার পর কন্ডিশনার ব্যবহার করা প্রয়োজন। প্রতিবার শ্যাম্পু করার পর কন্ডিশনার ব্যবহার না করলে চুলের চিররুক্ষতার সমস্যা তৈরি হবে। আপনি কি চুলে রং করেন কিংবা ক্লোরিন মিশ্রিত জলে বহুক্ষণ সাঁতার কাটেন? তাহলে আপনার চুল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমস্যা থাকে। চুলকে বাঁচাতে কন্ডিশনার ব্যবহার করলে ভালো হবে। কারণ, চুলের সুরক্ষাকবচ হিসাবে কন্ডিশনারকে ধরা হয়ে থাকে।

পাকা পেঁপে দিয়েই করুন চুল ও ত্বকের পরিচর্যা

ত্বক ও চুলের যত্নে অনেকেই ভরসা রাখেন বাজারের প্রসাধনীর উপর। তবে কেনা জিনিসে কেমিকেল থাকার কারণে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। এটা সকলেই প্রায় জানেন। তাই ত্বক ও চুল ভালো রাখতে তাই প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা সব থেকে ভাল। এর জন্য ঘরে তৈরি ফেস মাস্ক এবং হেয়ার মাস্ক হল আদর্শ। তাই বিশষ কিছু জিনিসের কথা এখানে বলা হল, যা ত্বক ও চুলের যত্নে কাজে লাগাতে পারেন। প্রথম যেমন পেঁপের কথা বলা যেতে পারে। পেঁপের মধ্যে এমন উপাদান রয়েছে, যা ত্বকের দাগছোপ, পিগমেন্টেশন দূর করে ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল করে তোলে। পাশাপাশি ত্বকের মৃত কোষও দূর করে। চুলের আর্দ্রতা বৃদ্ধিতেও দারুণ কাজ করে পেঁপে। স্ক্যাল্প সুস্থ রাখে। নিয়ম মেনে পেঁপে ব্যবহার করলেই উপকার পাবেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক কি করলে চুল ও ত্বক ভালো রাখা যেতে পারে, পেঁপে কী ভাবে ব্যবহার করবেন তাও জানা প্রয়োজন। পেঁপে ও মালাই ফেস প্যাক পেঁপের খোসায় রয়েছে পাপাইন নামক এনজাইম। এটি ত্বকের মৃত কোষগুলি এক্সফোলিয়েট করে ত্বক উজ্জ্বল করে তোলে। পেঁপের ভিটামিন সি এবং ফোলেট উপাদান ত্বককে হাইড্রেট রাখতেও সাহায্য করে। দুধের মালাইয়ে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বকের তারুণ্যতা বজায়

রাখে, ত্বক উজ্জ্বল করে এবং শুস্কভাব রোধ করে। পেঁপের খোসা ব্লেন্ড করে তাতে এক টেবিল চামচ মালাই মেশান। মিশ্রণটি মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিন। তারপর হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ব্রণ থেকে মুক্তি মেতে এটা ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যবহার করে দেখুন এই ৬টি ঘরোয়া ফেস প্যাক পেঁপে এবং মধুর ফেস মাস্ক পেঁপে ত্বকের মৃত কোষগুলি দূর করে ত্বকে প্রাণ ফেরায়। আর, মধু ত্বকে ত্বকে আর্দ্রতা ধরে রাখে। এই মাস্কটি তৈরি করতে, পাকা পেঁপে ম্যাশ করে তাতে দুই টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে নিন। ত্বকের হাজারো সমস্যা দূর করবে কফি ফেস মাস্ক! কী ভাবে? রইল টিপস পেঁপে এবং হলুদ ফেস মাস্ক পেঁপে এবং হলুদের মাস্ক ত্বকের নানা সমস্যার সমাধান করতে পারে। হলুদ একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ত্বককে ফ্রি র‍্যাডিক্যালের হাত থেকে বাঁচায়, প্রদাহ এবং হাইপারপিগমেন্টেশন কমায়। পেঁপে এবং হলুদের মিশ্রণটি ত্বককে তারুণ্যময, উজ্জ্বল করে তোলে। নিয়মিত এই মাস্ক ব্যবহার করলে ত্বক সুস্থ ও সতেজ থাকবে। ফেসিয়াল ছাড়াই চকচক করবে ত্বক! হলুদের সঙ্গে এই উপাদান মিশিয়ে মুখে লাগান পেঁপে এবং অ্যালোভেরা হেয়ার মাস্ক পেঁপে চুলের জন্যও অত্যন্ত উপকারী। স্ক্যাল্প সুস্থ রাখে। অ্যালোভেরা চুলকে ময়েশ্চারাইজ এবং মজবুত করতে পারে। পাকা পেঁপে ম্যাশ করে তাতে দুই টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে নিন। এই মাস্কটি আপনার চুল এবং মাথার ত্বকে ভালো করে লাগিয়ে ২০ মিনিট রাখুন। তারপর মাথা ধুয়ে ফেলুন। পেঁপে এবং কলার হেয়ার মাস্ক কলায় প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে, যা চুলকে মজবুত করে তোলে। এতে থাকা ভিটামিন এবং খনিজ চুলে পুষ্টি জোগায়। পাকা পেঁপে এবং পাকা কলা ভালো করে ব্লেন্ড করে চুল ও স্ক্যাল্পে লাগান। ২০ মিনিট রাখার পর শ্যাম্পু করে নিন। দেখবেন ভালো লাগবে।

অবশেষে বিমান ও ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ৩১ জানুয়ারি ঃ অবশেষে বিমান ও ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে কাশ্মীরে, তবে মঙ্গলবারও অবরুদ্ধ হয়ে থাকল শ্রীনগর জম্মু হাইওয়ে। আবহাওয়ার উন্নতি ও তুষারপাত বন্ধ হতেই মঙ্গলবার সকাল থেকে শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে স্বাভাবিক হয়েছে বিমান ওঠানামা। দুপুরের আগেই শ্রীনগর বিমানবন্দরে নাম ইন্ডিগোর দু'টি বিমান। শ্রীনগর বিমানবন্দরের ডিরেক্টর কুলদীপ সিং জানিয়েছেন, দৃশ্যমানতা ভালো রয়েছে। এদিকে, ট্রেন পরিষেবাও মঙ্গলবার সকাল থেকে স্বাভাবিক হয়েছে। এদিন সকালে বানিহাল থেকে বারামুল্লা পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে। তবে, জম্মুশ্রীনগর হাইওয়েতে যানবাহন চলাচল এদিনও শুরু হয়নি। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে ট্র্যাফিক দফতর।

৬ ফেব্রুয়ারি কর্ণাটকে সফর প্রধানমন্ত্রীর, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি কর্ণাটক সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন বেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্রে ইন্ডিয়া এনার্জি উইক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। 'ইন্ডিয়া এনার্জি উইক' একটি মেগা ইভেঃট যা জ্বালানি প্রদর্শনী এবং সম্মেলনকে একীভূত করে যা বিশ্বব্যাপী শক্তির মান শৃঙ্খল জুড়ে উচ্চ স্তরের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণের সঙ্গে এনার্জি সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলির সম্পূর্ণ স্পেকট্রামের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ৫০টিরও বেশি দেশ থেকে ১০০০টিরও বেশি প্রদর্শক রয়েছে, যেখানে ১৫টি দেশ

তাদের জাতীয় প্যাভিলিয়নটি আয়োজন করেছে। ইন্ডিয়া এনার্জি উইক উদ্বোধনের পর, প্রধানমন্ত্রী বিকেলে তুমকুরু জেলার গুব্বি তালুকের বিদারহাল্লি কাভালে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের হেলিকপ্টার উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন। ৬১৫ একর জুড়ে বিস্তৃত, উৎপাদন কারখানাটিতে লাইট ইউটিলিটি হেলিকপ্টার তৈরির জন্য অ্যাসেম্বলি লাইন, হ্যাঙ্গার, অ্যাডমিন বিল্ডিং থাকবে। এরপর প্রধানমন্ত্রী একই স্থানে চিক্কা নায়কানা হলি ও টিপটুরে জলজীবন মিশন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। ওই দিনই দিল্লি ফেরার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

অসাধারণ' উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে মেঘালয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু মুখ্যমন্ত্রী সাংমার

তুরা (মেঘালয়), ৩১ জানুয়ারি ঃ গত পাঁচ বছরে এনপিপি নেতৃত্বাধীন তাঁর সরকার রাজ্যে যে সব 'অসাধারণ' উন্নয়ন করেছে, সে সবের বিস্তৃত খতিয়ান তুলে ধরে মেঘালয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন দলের সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা। গতকাল রাতে তাঁর নিজের নির্বাচনী এলাকা ৫১ নম্বর দক্ষিণ তুরা থেকে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ৬০ আসনের মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করেছেন তিনি। সমাবেশের আগে তিনি নিউ তুরা ল কলেজ চত্বরে শক্তি প্রদর্শনের জন্য একটি মেগা শো করে আসন্ন ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে এনপিপিকে ভোটদানের আবেদন জানিয়েছেন কনরাড। সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী গত পাঁচ বছরে তাঁর সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, মেঘালয়ে তাঁর সরকার 'অসাধারণ' কাজ করেছে। বিশেষ করে তুরা সহ গারোপাহাড়ে গত ৪৫ বছরে মানুষ যা দেখেননি তা আজ এনপিপি নেতৃত্বাধীন সরকার করে দেখাচ্ছে। তুরার ভোটাররা গত উপ নির্বাচনে তাঁকে সমর্থন করে ৮,৫০০-এর বেশি রেকর্ডে বিজয়ী করেছিলেন। তাঁদের ভোটের বলে গত ৪৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে তিনি গোটা রাজ্য সহ তুরার জন্যও পাঁচ বছরে অনেক কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছেন, সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেন এনপিপি সুপ্রিমো। তিনি রাজ্যের জনসাধারণকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'এনপিপির সব প্রার্থীকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে সরকার গঠন করুন। জনসাধারণের

আশীর্বাদে রাজ্যে ফের এনপিপি সরকার গঠন করলে উন্নয়নের ধারা চলতে থাকবে।' বলেন, 'আমরা কেবল প্রতিশ্রুতি দেই না, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করি।' কনরাড সাংমা আরও বলেন, ''গত পাঁচ বছরে দক্ষিণ তুরার মানুষের সেবা করে ব্যক্তিগতভাবে আমি তৃপ্ত। কারণ আমরা আমাদের প্রিয় তুরা শহরের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে একসঙ্গে কাজ করেছি। আমাদের কর্মকাণ্ড কথা বলছে। তবে আমার প্রতিশ্রুতি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। 'আমরা উন্নয়নের জন্য এবং জনগণের জন্য আমরা'' ৫১ নম্বর দক্ষিণ তুরায় নির্বাচনী সমাবেশে জনগণের ভালোবাসার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন।

এমজিএনরেগার জবকার্ড প্রকল্প সম্পর্কে সমাবেশে বলেন, গত প্রায় ২০ বছরের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে এখন দ্রুতগতিতে চলছে। ২০১৮ সালে মেঘালয়ে এমজিএনরেগার তহবিল বরাদ্দ ছিল প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। কিন্তু এনপিপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এই তহবিল বেড়ে হয়েছে ১,৮০০ কোটি টাকা। তাও সম্ভব হত না, যদি কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী না থাকতেন। তিনি বলেন, প্রশাসনের মাধ্যমে প্রতিটি প্রকল্পের উপর নজরদারি ও বাস্তবায়ন করেছেন তাঁর বিধায়ক ও মন্ত্রীরা। জল জীবন মিশন (জেজেএম) সম্পর্কে কনরাড সাংমা বলেন, মেঘালয় এখন জেজেএম বাস্তবায়নে অন্যান্য রাজ্যের জন্য একটি মডেল। এনপিপি প্রধান আরও বলেন, মেঘালয়ে গত পাঁচ বছরে যে অগ্রগতি হয়েছে তা নয়াদিল্লির জন্য হয়েছে। আগে নয়াদিল্লিতে একটি ধারণা ছিল, মেঘালয় রাজ্যকে প্রদত্ত তহবিল ব্যবহার করতে পারে না সরকার। কিন্তু এখন তাঁরা উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যে অগ্রগতি হচ্ছে বলে স্বীকার করে, যা নেহাৎ কম কৃতিত্ব নয়। এটি রাজ্যের জন্য একটি উৎসাহব্যঞ্জক বিষয়, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সাংমা জনগণের সাথে এনপিপির নির্বাচনী গানের সঙ্গে নেচেছেনও।

করিমগঞ্জের দুই মাদক পাচারকারী মিজোরামে গ্রেফতার

আইজল, ৩১ জানুয়ারি ঃ অসম থেকে পলাতক মোস্ট ওয়ান্টেড দুই মাদক পাচারকারীক মিজোরামে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের যথাক্রমে করিমগঞ্জ জেলার কেউটি গ্রামের বাসিন্দা জনৈক খিরু উদ্দিনের ২৯ বছরের ছেলে সাজিদ আহমেদ এবং কাসিম আলির বছর ৩৭-এর ছেলে আবদুল মতিন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। উভয়কে আজ মঙ্গলবার মিজোরামের লুংলেই জেলার সেরকাউন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জেলা পুলিশের সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অসমের কাছাড় জেলান্তর্গত ধলাই থানায় এনডিপিএস এর ২২ (সি)২৯ ধারায় সাজিদ আহমেদ এবং আবদুল মতিনের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত রয়েছে। জানা গেছে, অসমের ধলাই থানা থেকে পুলিশের দল গ্রেফতারকৃত মোস্ট ওয়ান্টেড দুই মাদক পাচারকারীকে হেফাজতে নিতে আসছে। প্রসঙ্গক্রমে সূত্রটি আরও জানিয়েছে, গত ২৯ জানুয়ারি মিজোরাম পুলিশ মাদক চোরাচালানের অভিযোগে ছ্লিমেনের লালসাভুঙ্গা পার্ক থেকে দুজনকে গ্রেফতার করেছিল। সেদিন যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল তারা অসমের চুন্নেঙ্গির হালাম এবং মেঘালয়ের হেনরি রংলং।

রাতারাতি ঝলমলে উজ্জ্বল ত্বক চাইলে এই ৫ টিপস!

উজ্জ্বল ত্বকের চাহিদা সব সময়েই রয়েছে। তবে এর জন্য দরকার ত্বকের সঠিক পরিচর্যা। সারা দিন কাজের ব্যস্ততার পর ত্বকের পরিচর্যা করার সময় থাকে না। আর, দিনের পর দিন অবহেলার ফলে ত্বক নিস্তেজ, অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ে। ডেড স্কিন, ত্বকে কালচে ভাব, ব্রণ, দাগছোপ দেখা দেয়। সারাদিনের পরিশ্রম, ধুলো, বালি, ক্লান্তি এই সব কিছুর সরাসরি প্রভাব পড়ে আমাদের ত্বকে। তাই, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে অন্তত পাঁচ মিনিট সময় ত্বকের জন্য দিন। তা হলেই চলবে! এই টুকু সময়েই আপনি পেতে পারেন নরম, জেল্লাদার ত্বক। জেনে নিন, নিস্প্রাণ ত্বকের হাল ফেরাতে কী কী করবেন। চাল এবং তিল স্ক্রাব-সম পরিমাণ চাল ও তিল সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে ভালো করে পিষে নিন। এই পেস্টটি মুখে লাগিয়ে আলতো করে স্ক্রাব করুন। তারপর আরও কিছুক্ষণ রেখে দিন। এবার ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। তিল আমাদের ত্বকে পুষ্টি জোগায় এবং বার্ধক্যের ছাপ পড়তে দেয় না। চাল ত্বককে এক্সফোলিয়েট করার পাশাপাশি ময়েশ্চারাইজও করে। স্লিপিং প্যাক- ঘুমানোর সময় স্লিপিং প্যাক আমাদের ত্বকে পুষ্টি জোগায়। ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে মুছে নিন। এবার স্লিপিং প্যাক ত্বকে কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন। পরদিন সকালে ক্লিনজার ও ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

দুধ লাগান- উজ্জ্বল ত্বক পেতে হলে দুধকে কাজে লাগান। মুখে দুধ লাগিয়ে কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন। যতক্ষণ না দুধ সম্পূর্ণরূপে ত্বকে শোষিত হচ্ছে ততক্ষণ ম্যাসাজ করুন। পরদিন সকালে ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। দুধ মুখের কালো দাগছোপ দূর করে, ত্বকে পুষ্টি যোগায় এবং ত্বক উজ্জ্বল করে।

স্ক্রাব এবং ময়েশ্চারাইজ- মুখ ভালো ভাবে পরিষ্কার করে মধু এবং মুলতানি মাটির প্যাক লাগান। প্যাকটি মুখে শুকিয়ে গেলে ভেজা হাত দিয়ে অন্তত দুই মিনিট স্ক্রাব করুন। ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এবার নাইট ক্রিম লাগিয়ে নিন। ফেস অয়েল-ফেসিয়াল অয়েল ত্বকে পুষ্টি যোগায়। যাদের ত্বক বেশি শুস্ক, তারা সারা রাত মুখে অয়েল লাগিয়ে রাখতে পারেন। পরদিন সকালে মুখ ধুয়ে ফেলুন। নর্মাল ত্বকে এক ঘণ্টা অয়েল লাগিয়ে রাখলেই যথেষ্ট। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন।

রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ আসলে নির্বাচনী বক্তৃতা ছিল ঃ শশী থারুর

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ সংসদের সেন্ট্রাল হলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর অভিভাষণের সমালোচনা করলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ আসলে নির্বাচনী বক্তৃতা ছিল। রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শশী থারুর বলেছেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন না, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে বিজেপি সরকার তাঁর মাধ্যমে পরবর্তী নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছে। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর আরও বলেছেন, সমগ্র বক্তৃতাটি ছিল একটি নির্বাচনী ভাষণের মতো, যা সরকার করেছে তা প্রশংসীত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেক্ষেত্রে সরকার ভালো করেনি, সেগুলি তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন।

পাকিস্তানের মসজিদে সন্ত্রাসী হামলায় ব্যথিত ভারত, সমবেদনা দিল্লির

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ পাকিস্তানের পেশোয়ারের মসজিদে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করল ভারত। মঙ্গলবার টুইট করে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী জানিয়েছেন, পাকিস্তানের পেশোয়ারে সোমবারের সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে ভারত। আমরা এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের পেশোয়ারে একটি মসজিদের ভিতরে প্রার্থনার সময় আত্মঘাতী বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত অন্তত ৯৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম ও আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২২১ জন। এই হামলার দায় স্বীকার করেছে তেহরিক ই তালিবান। ভয়াবহ এই সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে মঙ্গলবার জাতীয় শোক পালিত হয়েছে। প্রদেশ জুড়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ছিল। বিভিন্ন সরকারি দফতরেও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ছিল।

অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজধানী হচ্ছে বিশাখাপত্তনম, ঘোষণা রেড্ডির

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজধানী হচ্ছে বিশাখাপত্তনম। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগনমোহন রেড্ডি। দিল্লিতে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক আঁতাতের বৈঠকে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি বলেছেন, আপনাদের সবাইকে আমি বিশাখাপত্তনমে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যা আগামী দিনে আমাদের রাজধানী

হবে। আমিও বিশাখাপত্তনমে চলে যাব। চলতি বছরের মার্চ মাসে বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিতব্য গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিটের প্রস্তুতিমূলক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি বলেছেন, তিনি আগামী কয়েকমাসের মধ্যে তাঁর দফতর বন্দর শহরে স্থানান্তর করবেন। প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হল অমরাবতী।

ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসারাম বাপু

গান্ধীনগর, ৩১ জানুয়ারি ঃ আশ্রমে শিষ্যাকে ধর্ষণ মামলায় একদিন আগেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন স্বঘোষিত গুরু আসারাম বাপু। সোমবার গুজরাটের গান্ধীনগরের দায়রা আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। ২০১৩ সালে এই ধর্ষণের মামলা দায়ের হয়েছিল আসারামের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার আসারাম বাপুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে গান্ধীনগরের ওই আদালত। আসারামের বিরুদ্ধে আহমেদাবাদের চাঁদখেরা থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছিল। সেই এফআইআরে বলা হয়েছিল, ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে ওই শিষ্যাকে একাধিক বার ধর্ষণ করেছিলেন আসারাম। আহমেদাবাদ শহরের উপকণ্ঠে তাঁরই আশ্রমে থাকতেন নির্যাতিতা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ২(সি) (ধর্ষণ), ৩৭৭ (অস্বাভাবিক অপরাধ) ধারায় আসারামকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

শ্রীনগরে আটকে খাড়গে সহ অনেক কংগ্রেস নেতা, রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে যোগ দিলেন সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলবার শুরু হয়েছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। কিন্তু, খারাপ আবহাওয়া ও তুষারপাতের কারণে শ্রীনগরে আটকে পড়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী সহ অনেক কংগ্রেস নেতা ও সাংসদরা। রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে অংশ নিতে পারেননি কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীও। অনেকজন কংগ্রেস সাংসদ রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে যোগ দিতে না পারলেও, যোগ দিয়েছেন কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন ও সাংসদ সোনিয়া গান্ধী। এদিকে, রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময় অধিবেশনে ছিল না আম আদমি পার্টি (আপ) এবং বিআরএস (তেলঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি বা টিআরএসের নতুন নাম)। শ্রীনগর থেকে বিমান বিলম্ব করায় অধিবেশনে থাকতে পারেননি কংগ্রেস সাংসদরা। দিল্লিতে আসতে না পারায় এদিন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী এবং দলের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা গান্ডেরবালের তুলমুল্লার খীর ভবানী দুর্গা মন্দির পরিদর্শন করেছেন।

কান্ডলাতে 'স্টেট অফ আর্ট' মেগা কন্টেইনার টার্মিনাল তৈরি করা হচ্ছে

৩০ জানুয়ারি ঃ দীনদয়াল বন্দর কর্তৃপক্ষ, দেশের ১ নম্বর প্রধান বন্দর, বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক বিডিংয়ের মাধ্যমে ৩০ বছরের ছাড়ের মেয়াদের জন্য পিপিপি মোডের অধীনে টুনা টেকরা, কান্ডলাতে একটি 'স্টেট অফ আর্ট' মেগা কন্টেইনার টার্মিনাল তৈরি করতে শুরু করেছে। প্রক্রিয়া, বিদ্যমান ড্রাই বাল্ক টার্মিনালের সংলগ্ন পূর্ব দিকে বিকাশ করা হবে, যা বর্তমানে একেবিটিপিএল দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। হিন্দুস্তান ইনফ্রালগ প্রা. লিমিটেড (ডিপি ওয়ার্ল্ড) টিইইউ প্রতি ৬৫০০- টাকার 'রয়্যালটি' অফার করে বিষয় প্রকল্পের 'কনসেসনিয়ার' হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ দরদাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এটি একটি পিপিপি প্রকল্পে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দরও। ২০১৩ সালে কল্পনা করা এই প্রকল্পটি খুব শীঘ্রই চালু হতে চলেছে।এই প্রকল্পে প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে, যা ভারতের যেকোনো প্রধান বন্দরে পিপিপি প্রকল্পে সর্বোচ্চ মূলধন বিনিয়োগ। এই মেগা কন্টেনার টার্মিনাল প্রকল্পটি প্রতি বছর ২.১৯ মিলিয়ন টিইইউস পরিচালনার ক্ষমতার জন্য পরিকল্পিত হয়েছে, যার আনুমানিক প্রকল্প ব্যয় ৪২৪৩.৬৪ কোটি টাকা ছাড়ের জন্য এবং ২৯৬.২০ কোটি টাকা কর্তৃপক্ষের জন্য।ডিপিএ নৌযান এবং রাস্তার নেভিগেশনের জন্য সাধারণ মৌলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেমন অ্যাক্সেস চ্যানেলে বিনিয়োগ করবে। প্রকল্পের সুবিধাটি জোয়ারের অনুপস্থিতিতে কোনো প্রিবার্থিং বাধা ছাড়াই ১৮ মিটারের খসড়া সহ ২১০০০ টিইইউ পর্যন্ত আকারের কন্টেইনার জাহাজগুলিকে পূরণ করবে। ২০২৬ সালের প্রথম দিকে টার্মিনালটির কার্যক্রম শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের গুরুত্ব অনুমান করা যায় যে এই প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন সাগরমালা এবং পিএম গতি শক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যানের অংশ এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পিএমও দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। অতএব, প্রকল্পটি গঠন করা হয়েছিল ।

বাইক মিছিলে মন্ত্রী

আমবাসা, ৩১ জানুয়ারিঃ তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে ধলাই জেলার অন্যতম নজরকাড়া কেন্দ্র ৪৫ কমলপুরে নিজের সমর্থনে হাজারো বাইক নিয়ে শোভাযাত্রা করলেন প্রার্থী মনোজ কান্তি দেব।

Name Change

I,Parvez Akhtar instead of Mohammed Parvez Akhter (Old Name) S/o Late Abdul Rahaman residing at J419,Azar molla Bagan,Garden Reach,Kolkata-700024 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Mohammed Parvez Akhtar (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/01/2023.Parvez Akhtar instead of Mohammed Parvez Akhter and Mohammed Parvez Akhtar both are same and one identical person.

Name Change

I,Kader Khan (Old Name) S/o Abdul Rasid Khan residing at Vill-Krishnapur, PO+PS -Dantan West Medinipur 721426 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Abdul Kader Khan (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 30/01/2023.Kader Khan and Abdul Kader Khan both are same and one identical person.

Name Change

I,Danish Ghani(Old Name) S/o Mohammed Parvez Akhtar residing at J419,Azar molla Bagan,Garden Reach, Kolkata-700024 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Mohammad Danish Gani (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/01/2023.Danish Ghani and Mohammad Danish Gani both are same and one identical person.

Name Change

I,Mohammed Sahabjan (Old Name) S/o Mohammad Saghir residing at 502 G.T Road,South Fazir Bazar Howrah Pin-711101 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Saheb jan (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/01/2023.Mohammed Sahabjan and Saheb jan both are same and one identical person.

Name Change

I,Rohit Shaw s/o Ramesh shaw residing at Prasad exotica block 7 flat 9(C) 71/3 canal circular road Kolkata-700054 WEST BENGAL, INDIA and father to my minor daughter Rosaile shaw (old name) wish to state that I have changed my daughter's name (shall henceforth be known as) Danielle shaw (new name).vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 31/01/2023.Rosalie shaw and Danielle shaw both are same and one identical person.

Name Change

I,Rohit Shaw s/o Ramesh shaw residing at Prasad exotica block 7 flat 9(C) 71/3 canal circular road Kolkata-700054 WEST BENGAL, INDIA and father to my minor daughter Raachel shaw (old name) wish to state that I have changed my daughter's name (shall henceforth be known as) Dazzel Shaw (new name).vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 31/01/2023.Raachel Shaw and Dazzel Shaw both are same and one identical person.

Name Change

I,Bijoy Das residing at 119 Tripura ray lane, Po-Salkia,Ps-Golabari, Howrah,Pin-711106 WEST BENGAL, INDIA my father name is wrongly recorded in my passport as Late Jiten Das, as per my school certificate my father's actual name is Late Jitendra Nath Das vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/01/2023.

Name Change

I,Khorsed Alam instead of Sekh Khorshed Alam (Old Name) S/o Late Sekh Nazir residing at Paschim Komirmora,Sekhpara, chanditala, Hooghly-712704 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)Sekh Khorsed Alam (New name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 30/01/2023.Khorsed Alam instead of Sekh Khorshed Alam and Sekh Khorsed Alam both are same and one identical person.

Name Change

I,Azim Sk (Old Name) S/o Abdul Sattar Sekh residing at Satpati mather para,Ps-Kalna,Purba Bardhaman-712512 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) Azim Badsha Sekh(New name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 30/01/2023.Azim Sk and Azim Badsha Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I,Montu Molla instead of Mantu Molya(Old Name) S/o Samad Molla residing at Vill-Jannardhanpur,P.o-Khalisady,P.s-Haroa,Dist-24 Parganas (north) Pin-743425 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Mantu Molla (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/01/2023.Montu Molla instead of Mantu Molya and Mantu Molla both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tarun Kanti Bardhan, S/o Late Prakash Chandra Bardhan, Residing at 80/D, S.C. Chatterjee Street, P.O.-Konnagar, P.S.-Uttarpara, Dist.-Hooghly, Pin-712235 vide affidavit on 20 November, 2014 before the Notary Public Hooghly at Chinsurah will henceforth be known as Tarun Kanti Bardhan. Tarun Kanti Bardhan, Tarun Bardhan and Tarun Kumar Bardhan is same and one identical person.

Name Change

I,Roshan Ara (Old Name) S/o Mohammad Firoz Khan residing at Vill-Babu Talab Near Purana Kabarstan,Railpar, Asansol,713302 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Roushan Khatoon (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/01/2023.Roshan Ara and Roushan Khatoon both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Istekhar khan (Old Name) S/o Shamsuddin residing at Vill-Babu Talab Near Purana Kabarstan,Railpar, Asansol,713302 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Istekhar khan (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/01/2023.Mohammad Istekhar khan and Istekhar khan both are same and one identical person.

Name Change

I,Riyaz Ali Sekh (Old Name) S/o Shaik Ali Hossen residing at Vill-Ranisai,Ps-Ramnagar,East Medinipur-721446 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Riyaz Ali Shaik (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/01/2023.Riyaz Ali Sekh and Riyaz Ali Shaik both are same and one identical person.

Name Change

I,Firoz Khan (Old Name) S/o Istekhar khan residing at Vill-Babu Talab Near Purana Kabarstan,Railpar, Asansol,713302 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Mohammad Firoz Khan (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/01/2023.Firoz Khan and Mohammad Firoz Khan both are same and one identical person.

Name Change

I,Sakina Rangoonwala (Old Name) D/o Mohammed Tayebali residing at Amatullah Society Block B,3rd floor, Jagatipota,Urban Sabujayan,south 24Parganas, WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Sakina Safdar Rangoonwala (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/01/2023.Sakina Rangoonwala and Sakina Safdar Rangoonwala both are same and one identical person.

Name Change

I,Sujit Prasad (Old Name) S/o B Prasad (Old name) residing at 8/2 Palm Avenue, South Kolkata, Kerosine Agency Kolkata-700019 WEST BENGAL, INDIA I have changed me &my father name(Shall henceforth be known as) Sujit Kumar S/o Bikrama Prasad (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/01/2023.Sujit Prasad S/o B Prasad and Sujit Kumar S/o Bikrama Prasad both are same and one identical person.

কয়লা পাচার মামলায় নতুন মোড়, আদালতে আত্মসমর্পণ লালা ঘনিষ্ঠ রত্নেশ বর্মার

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৩১ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার আসানসোলের সিবিআই আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন অনুপ মাজি তথা লালা ঘনিষ্ঠ রত্নেশ বর্মা। ফলে, কয়লা পাচার মামলায় নতুন মোড় এল বলে মনে করা হচ্ছে। অভিযোগ, ইসিএলের খনি থেকে পাচার হওয়া কয়লা কোথায় যাবে, কোন গাড়ি কোন গন্তব্যে যাবে, পুরোটাই দেখতেন তিনি। আপাতত অভিযুক্তকে একদিনের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আসানসোল আদালত। গত দু'বছর ধরে সিবিআইয়ের কেস ডায়েরিতে পলাতক ছিলেন এই রত্নেশ। তাঁকে খুঁজে পাচ্ছিল না সিবিআই। রত্নেশকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। আত্মসমর্পণ না করায় অভিযুক্তের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। শেষমেষ আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি। এদিন আদালতে সওয়াল জবাবের পর তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠায় আদালত। আজ অর্থাৎ বুধবার তাঁকে সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে হবে। সিবিআই অভিযুক্তকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে বলে খবর। রত্নেশ বর্মার বাড়ি নরসোমদা কোলিয়ারি। এদিন সেই এলাকায় খোঁজ নেওয়া হয়। পরিবারের তরফে জানানো হয় তাঁর বিষয়ে কিছু জানেন না তাঁরা। দু'বছর ধরে তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই পরিবারের। অভিযোগ, অনুপ মাজির হয়ে কয়লার পরিবহণের বিষয়টি দেখতেন রত্নেশ। চোরাই কয়লা কোথায় যাবে তার দেখভাল করতেন তিনি।

শিশু শ্রম এবং শিশু সুরক্ষা নিয়ে বিশেষ আলোচনায় মেয়র গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি পুর-কর্পোরেশনের সভা কক্ষে আজ পুলিশ প্রশাসন, স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকা সরকারি দপ্তরের আধিকারিক ও বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা শিশু সুরক্ষা নিয়ে এক জরুরিভিত্তিক আলোচনায় মিলিত হন মেয়র গৌতম দেব। আলোচনার বিষয় বস্তু শিশু শ্রম ও শিশু সুরক্ষা রোধ করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা। আলোচনার শেষে মেয়র গৌতম দেব জানান, এই আলোচনায় প্রায় সকলে হাজির হয়ে নুতন কমিটি গঠন ও ঐ কমিটির মধ্যদিয়ে শিশুদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরিয়ে এনে তাদের সঠিক দেখ ভাল করা। তিনি আরো জানান যে প্রথম পথ শিশু ও গরিব ঘরের শিশুদের চিহ্নিত করা হবে এরপর তাদের সমাজের চোখে শিক্ষিত করার চেষ্টা করা হবে। এর পাশাপাশি শিশু পাচারের দিকটিও খুঁটিয়ে দেখা হবে।

নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ৩১ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সাত দিনের নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হল নকশালবাড়িতে। মঙ্গলবার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের মেয়র গৌতম দেব এদিন রথখোলা থেকে আদিবাসী মাঠ পর্যন্ত পদ যাত্রা করা হয়। সাত দিন থেকে চলবে এই অনুষ্ঠান। পদ যাত্রায় মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, জেলাশাসক এস পন্নমবলম, এসপি দার্জিলিং সন্তোষ নিম্বলকার, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

মাকে খুনের অভিযোগ মদ্যপ ছেলের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের ইনডং চা বাগানে মদ্যপ ছেলেকে দাবি মতো টাকা না দিতে পারায় খুন হতে হল মা-কে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে । ঘটনায় অভিযুক্ত ছেলে রাজু ওরাওঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদিন বাগানের বন্দনা লাইনে মদ্যপ অবস্থায় ছেলে রাজু ওরাওঁ বৃদ্ধা মা এতোয়ারি ওরাওঁয়ের কাছ থেকে টাকা দাবি করে। মা টাকা দিতে অস্বীকার করলে ছেলে পাথর ও লাঠি দিয়ে মায়ের মাথায় আঘাত করে বলে অভিযোগ। বৃদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৩১ জানুয়ারি ঃ উত্তরবঙ্গ সফর সেরে মঙ্গলবার রাঙাবিতানে তেরোজন ছাত্রছাত্রী, আশ্রমিক ও অধ্যাপকদের সাথে দেখা করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ঠাকুর পরিবারের প্রবীণ সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর। অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য। এছাড়াও দলীয় কোরকমিটির সদস্য বিকাশ রায়চৌধুরী, সাংসদ শতাব্দী রায়, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা প্রমুখ। ছাত্রী মীনাক্ষী ভট্টাচার্য্য বলেন, আমরা কোনো অভিযোগ জানাতে আসি নি। উনি আমাদের শিক্ষক। কিন্তু আমরা যে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সেটাই মুখ্যমন্ত্রীকে জানালাম। কিভাবে সাসপেণ্ড, রাসটিকেট করার পর আদালতে স্মরণাপন্ন হয়েও লাভ হয় নি। কারণ উনি আদালতের নির্দেশ মানেন নি। তাই বার বার আদালতের কাছে যেতে হয়েছে। যারা আন্দোলনের সাথে যুক্ত তাদের হাজিরার পার্সেন্টেজ কমিয়ে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হচ্ছে না। আমারও পিএইচ ডি আটকে দেওয়া হচ্ছে। স্কলারশিপ আটকে দেওয়া হয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি। তিনি আমাদের পাশে আছেন বলে জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কেউ চাইলে রাজ্যসরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রেডিট ট্রান্সফারের কথাও তিনি বলেছেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্যের দাবি, এ নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি না করে জমির মাপজোক করা হোক। মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকুন, অমর্ত্য সেন থাকুক, আমরাও থাকি। তাহলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। এদিন প্রেস বিবৃতি দিয়ে বিশ্বভারতী দাবি করেছে, ২০০৬ সালে ঐ জমি অমর্ত্য বাবুর নামে মিউটেশন হবার সময় উনি ১.২৫ ডেসিমেল জমির মাপ হিসাবে ১৮ হাজার নশো ষাট টাকা মিউটেশন ট্যাক্স দেন। উনি ১.৩৮ ডেসিমেল মাপে ট্যাক্স দেন নি। জমি বিতর্কের মাঝেই বিশ্বভারতী প্রেস বিবৃতি তে দাবি করা হয়, বিশ্বভারতী একটি জাতীয় সম্পদ। পার্লামেন্টে আইন পাশ করে বিশ্বভারতী নিয়ম চূড়ান্ত হয়েছে। তবুও এত বছরে বিশ্বভারতীর 'বিপুল পরিমান' জমি দখল হয়ে রয়েছে। তার উদ্ধারের জন্য বিশ্বভারতী সচেষ্ট হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এদিন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেন, আমি নিয়ম মেনে সে জমি গুলি উদ্ধারের চেষ্টা করছি । সেই কারণেই আমি চাই অমর্ত্য সেন ওই জমি ফিরিয়ে দিয়ে অন্যদের বার্তা দিন।

সমকামী ত্রিকোণ প্রেমের বলি ১

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৩১ জানুয়ারি ঃ সমকামী সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন, অভিমানে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী সুশান্ত বারুই (২১) নামে এক সমকামী যুবকের। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য গুপ্তিপাড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। তড়িঘড়ি ওই যুবককে উদ্ধার করে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসরা মৃত বলে ঘোষণা করে। জানা গেছে কালনা থানার অন্তর্গত শ্বাসপুর দিঘির পশ্চিম পাড় এলাকার বাসিন্দা সুশান্ত বারুই, গুপ্তিপাড়ার মিরডাঙ্গা কলোনির বাসিন্দা শংকর ঢালির, সাথে তিন বছর ধরে লিভ ইন সম্পর্কে ছিলেন, কালনার সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে কাশ্মীর থেকে শংকরের সাথে ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় হওয়া, আকিব খান নামের একটি যুবক শংকরের বাড়িতে আসে। যা মেনে নিতে পারিনি শঙ্করের পার্টনার সুশান্ত বারুই। কয়েকদিন আগে তাদের মধ্যে এই নিয়ে ঝামেলাও হয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে গুপ্তিপাড়া স্টেশনের কাছে গিয়ে সে বোতল পরিষ্কার করার পাউডার খেয়ে নেয়। তারপরই সুশান্ত শংকর কে ফোনে সে কথা জানায়। এরপরই শংকর বিষয়টি জানতে পেরে তড়িঘড়ি তাকে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। সুশান্তের পরিবারের দাবি বিষ খেয়ে তাদের ছেলের মৃত্যু কথা সামনে আনা হচ্ছে তা সত্য নয়। এর পিছনে রয়েছে অন্য কোন রহস্য রযেছে বলে এমনই মনে করেন পরিবারের লোকজন পুলিশ এই ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে।

রোগী নিখোঁজ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ জানুয়ারি ঃ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে নিখোঁজ হয়ে গেল এক মহিলা রোগী। ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। জানা গিয়েছে, গতকাল ময়নাগুড়ি ভোটপাটি এলাকা থেকে ৫৩ বছর বয়সী অঞ্জলী মাতব্বর নামে এক মহিলা তার স্বামী, ছেলে ও কয়েকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন। তদন্তে নেমেছে মেডিক্যাল ফাঁড়ির পুলিশ।

হাতির হানায় জখম বৃদ্ধা

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ৩১ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ির চালসার পানঝোরা জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় ঘাস কাটতে গিয়ে হাতির হানায় জখম হলেন এক বৃদ্ধা। ধনমায়া সার্কি (৭৫) নামে ওই বৃদ্ধা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, মঙ্গলবারও বৃদ্ধা পানঝোরা জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন। সেইসময় একটি হাতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বৃদ্ধাকে আক্রমণ করে।

Office of the Pradhan
Ghonga Gram Panchayat
PURULIA-II PANCHAYAT SAMITY
Vill-Chargali, PO-Sihali, PS-Purulia(MFS), Dist-Purulia(WB), Pin-723149
NOTICE INVITING E-TENDER No. GGP/PRL II/NIT(e)-01/2022-23

Sealed Tender is invited by the Prodhan, Ghonga Gram Panchayat from the experienced and resourceful bidders for execution of the 6 nos.(Six) different work(s). Source of Fund: 15 th FC, Work completion period: 15 Days. Date of Sale of Tender Form on any working day from 27/01/2023 to 06/02/2023 up to 6:00 PM. Last date of dropping of Sealed Tender form on or before 06/02/2023 (up-to 04.00 PM). Date of Opening of Technical Bid 09/02/2023. (at 12PM). For details please visit office of the undersigned or visit website https://wbtender.gov.in

Sd/- Pradhan
Ghonga Gram Panchayat

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity, Howrah invites e-tender for following work related to Civil Development Work, vide eNIT no. 80/EO/2022-23, Tender ID-2023_ZPHD_462401_1. The last date of online submission of all the tenders is 08/02/2023. Intending bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah

Office of the Domjur Panchayat Samity
TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender no: WBHZP/DPS/E-30/2022-2023, DATES: 27/01/23 at Domjur Panchayat Samity under Howrah West Bengal at Domjur Block under Howrah WB. Last date for the online receipt of Tender is 06/02/23. Detail will be available at the website: www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Executive Officer
Domjur Panchayat Samity

Office of The
Uluberia-II Panchayat Samity
Rajapur : Karatberia : Uluberia : Howrah
E-Tender Notice

e-tender is invited by the E.O. on behalf of Uluberia-II Panchayat Samity for the work published in the website http://wbtender.gov.in, Ref:- NIeT. No. HWZP/ULU-II/PS/NIeT-13/2022-23, 14/2022-23, 15/2022-23 & 16/2022-23, Document download start from 30.01.23, 18.00hr. to 06.02.23, 18.00hr, Bid submission end on 06.02.23, 11.00hr.

Sd/- Executive Officer
Uluberia-II Panchayet Samiti

Government of West Bengal
Office of the Prodhan
Sankrail Gram Panchayat
NIeT No. SGP/108/eNIT/22-23, Tender ID: 2023_ZPHD_461680_1, Date:-31/01/2023

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the Work: Cover Drain from H/o Biswanath to Abhijan Club. Work completion period: 90 Days. Document Download/ Sale Date from 01/02/2023 at 09.00 am. up to 08/02/2023 up to 9:00 am. Bid submission date from 01/02/2023 from 9:00 am up to 08/02/2023 at 09:00 am. Bid Opening Date on 10/02/2023 at 09:00 AM. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 239/BDO/JLD-II, Dated: 31/01/2023
Notice

Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: NIeT No.- 3(e)/BDO/JLD-II/2022-23 dt 31.01.2023, for 1 nos. scheme (Tender ID 2023_DM_461617_1) within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is 15.02.2023 up to 5-00 pm respectively. Details may be obtained from website: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Block Development Officer
Jhalda-II Development Block

GOVT OF WEST BENGAL
Notice Inviting Tender No: 21 of 2022-23 of E.E.(A-I) Malda (A-I)Division, Malda

Separate Sealed Tenders are hereby invited by the Executive Engineer (A-I) Malda (A-I) Division from bonafied working contractors having sufficient credential in this line are eligible for the following work. "Re-wiring & repairing of 17.5 HP, 20 HP, 22.5 HP & 25 HP 3 Phase 410/440 V 50 Hz @ pole 18-23 Amp. A.C. Submersible Motor & Pump (200 cum/h) Total Head (50 ft to 85 ft.) and Installation of Submersible Electro Motor Pumping Set, Repairing of Pump House, WTA and Electrical Works for Chanchal and Malda (A-I) Sub-Division under Malda (A-I) Division, Malda". Last Date of Application 09.01.2023 up to 16.00 hours. Details may be had from the office.

Sd/- Executive Engineer(A-I)
Malda (A-I) Division, Malda

E-NIT Memo No-57/DGOP Dt-27/01/23(5 Nos Work) (15 th FC Tied) & 58/DGP dt-27/01/23 (2no work) (PBG), NIT Memo No-56/DGP dt-27/01/23 (17nos work) (15 th Untied) (Two bid tender) Pradhan Dundar GP invites E-Tenders & two bid tender from experienced bidders for execution of 24 nos of Works under 15 th FC & PBG. For details visit http://wbtenders.gov.in and office of the Dundar G.P. Block-Raipur, Dist-Bankura

Sd/- Pradhan
Dundar Gram Panchayat

E Tender ID of 3nos scheme
1)2023_ZPHD_461669_1
2)2023_ZPHD_461748_1
3)2023_ZPHD_461808_1
Bid ending date-14.02.2023 at 2.30PM

Sd/- Prodhan
Simulpur GP

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah

Name of the Scheme:- (i) Drinking water scheme at Penro Dargatala under 15 th FC. (ii) Drinking water system at Jangalpara Barowaritala under 15 th FC, (iii) Community toilet at Khila Goplmohan under 15 th FC, (iv) Drinking water system at UNPUR Madhabilata Mahavidyalaya under 15 th FC, (v) Construction of toilet with water facility at BDO and Panchayat Samity offic. E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET- 27/EO/2022-23. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনসাইটি/০২/২৩/৫, তারিখঃ ৩০.০১.২০২৩।

STORES-90/2022-23

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এ ও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

অ্যালাইয়ান্স উদ্যোগ লিমিটেড

১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন-২২৩০৯০৯৫
ই-মেলঃ allianceudyog@gmail.com, CIN: L50909WB1895PLC001021
৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল

(টাকা হাজারে)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২২ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২১ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০.৯.২২ অনিরীক্ষিত	বছর থেকে তারিখে ৩১.১২.২২ অনিরীক্ষিত	বছর শেষে ৩১.৩.২২ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	৪৩১০.৪০	০	০	১২৯৩১.২০	০
২.	মোট লাভ / (ক্ষতি) (কর, বিশেষ, অসাধারণ আইটেমের পূর্বে)	৩৮১৪.৪৬	৪১৭৬.৯৬	৩৩০৩.৯৬	১০৪৩০.৮৩	১৭৪৯০.৮৩
৩.	মোট লাভ / (ক্ষতি) (বিশেষ, অসাধারণ আইটেমের পরে)	৩৮১৪.৪৬	৪১৭৬.৯৬	৩৩০৩.৯৬	১০৪৩০.৮৩	১৭৪৯০.৮৩
৪.	মোট লাভ / (ক্ষতি) কর দানেরপরে (বিশেষ, অসাধারণ আইটেমের পরে)	৩৮১৪.৪৬	৪১৭৬.৯৬	৩৩০৩.৯৬	১০৪৩০.৮৩	১৫০৮৮.৫৫
৫.	মোট আয় যে সময় (লাভ / ক্ষতি) ট্যাক্স প্রদানের পরে এবং অন্যান্য আয় (কর প্রদানের পরে)	৮০৪৮.৬৩	৩৮৩২৯.০৭	৫০২৭৮.৬৯	৫৯৮৮০.৪২	৭৯৯১৫.৭২
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬০০০	৬০০০	৬০০০	৬০০০	৬০০০
৭.	পূর্বের বালেন্স শিটে দেখানো সংরক্ষিত পুনর্মূল্যায়ন মজুদ	৩৮৭১২৮.২৯	৩৮৭১২৮.২৯	৪৬৭৩০৯.২৪	৩৮৭১২৮.২৯	৪৬৭৩০৯.২৪
৮.	শেয়ার প্রতি আয় ১টাকা প্রতি (অনবরত বা বন্ধ কাজ)					
	ক) বেসিক	৬.৩৬	৬.৯৬	৫.৫১	১৭.৩৮	৫২.১৫
	খ) ডাইলুটেড	৬.৩৬	৬.৯৬	৫.৫১	১৭.৩৮	৫২.১৫

নোটঃ ক) উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ণ করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জের অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড আদার ডিস্ক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ অনুসারে। বিস্তিরত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে (www.cseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.allianceudyog.co.in) তে।

বোর্ডের ডিরেক্টরের পক্ষে,
স্বা /- এস এস জৈন
ডিরেক্টর
DIN: 00013732

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩১.০১.২০২৩

ইউ ওইয়া ফিনকর্প লিমিটেড

(পূর্বে গোল্ডেন গয়েঙ্কা ফিন করপ লিমিটেড)
Corporate Identification Number: L65993WB1993PLC060377
রেজ অফিস ৯০৮বি, ৯বম তল, ১৬, স্ট্রান্ড রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
ওয়েবসাইটঃ www.uyfincorp.com ই-মেলঃ contact@uyfincorp.com
টেল- +৯১ ৩৩ ৬৬০৭ ৪১১২ ৪৬০৩ ২৩১৫
৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস শেষে অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং.	বিবরণ	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক শেষে ৩১-১২-২২ (রিভিউড)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩০-৯-২২ (রিভিউড)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১-১২-২১ (রিভিউড)	৯ মাস শেষে ৩১-১২-২২ (রিভিউড)	৯ মাস শেষে ৩১-১২-২১ (রিভিউড)	বছর শেষে ৩১-৩-২২ (পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়(নেট)	১৬৬৮.৭৮	১৫২৭.৮৩	১৫৯২.০৮	৪১৫৩.৫৫	৬১০২.৭২	৮৩৬৬.৫৭
২.	মোট লাভ / (ক্ষতি) (কর, বিশেষ, অসাধারণ আইটেমের পূর্বে)	৩৩৩.৩১	৩৯০.৩৩	(৩,৩১৮.৬৫)	৯৩৫.২৩	(২১৫৬.০৭)	৪২৫.২৮
৩.	মোট লাভ / (ক্ষতি) কর দানের পূর্বে (বিশেষ, অসাধারণ আইটেমের পরে)	৩৩৩.৩১	৩৯০.৩৩	(৩,৩১৮.৬৫)	৯৩৫.২৩	(২১৫৬.০৭)	৪২৫.২৮
৪.	মোট লাভ / (ক্ষতি) কর দানের পরে (বিশেষ, অসাধারণ আইটেমের পরে)	২২৬.৪৫	৩০৫.০০	(২৪৪৯.৩৪)	৬৯৪.৮৯	(১৬০১.০৩)	৩২১.৩২
৫.	মোট আয় (লাভ / ক্ষতি মিলিয়ে করের পরে)	২২৬.৩৯	৩০৪.৯৪	(২৪৪৮.৮৪)	৬৯৪.৭০	(১৫৯৯.৫৫)	৩২১.০৭
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন(ফেস দর ৫ টাকা প্রতি)	৯৫১১.৯২	৯৫১১.৯২	৯৫১১.৯২	৯৫১১.৯২	৯৫১১.৯২	৯৫১১.৯২
৭.	রিজার্ভস যে রকম বলা আছে আগের বছরের ব্যালেন্স শিটে	-	-	-	-	-	১৫০১২.৮৪
৮.	বেসিক ও ডাইলুটেড আয় প্রতি শেয়ার (ফেস ভ্যালু ৫টাকা)						
	ক) কাজ চলাকালীন	০.১২	০.১৬	(১.২৯)	০.৩৭	(০.৮৪)	০.১৭
	খ) কাজ বন্ধথাকাকালীন	-	-	-	-	-	-
	গ) মোট কাজের	০.১২	০.১৬	(১.২৯)	০.৩৭	(০.৮৪)	০.১৭

নোটঃ ১) উপরিউক্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ শেষ হওয়া সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ণ করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জের অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড আদার ডিস্ক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ অনুসারে অডিট কমিটিও মিটিং -এ যেটি সংগঠিত হয়েছে ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ।
২) উপরিউক্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে শেষ হওয়া সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ণ করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জের অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড আদার ডিস্ক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ অনুসারে অডিট কমিটিও মিটিং -এ যেটি সংগঠিত হয়েছে ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ। বিস্তিরত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে (www.cseindia.com) এবং কম্পানির ওয়েবসাইটে (www.uyfincorp.com) তে।

বোর্ডের ডিরেক্টরের পক্ষে
ইউ ওইয়া ফিনকরপ লিমিটেড
স্বা /- উদায় কোঠারি
চেয়ারমান এবং মানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00284256

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩১ জানুয়ারি. ২০২৩

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE-III/035/50/22-23 (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of road surfaces by laying hot asphaltum mixture at 1 to 21 Kavi Sukanta Sarani, 60-67 Suren Sarkar Road and different places in Ward No. 33 & 35.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,83,563.53.** Earnest money: **₹ 3,680.00.** Period of completion: **40 days.** Last date and time of submission of bid: **09.02.2023 - 12.00 Noon.** Date and time of opening of bid: **11.02.2023 - 12.00 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **02.02.2023 (5.00 PM)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites online quotation tender two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/BR-V/050/FLOWER SHOW/22-23
Name of the work: **Arrangement for holding flower show (2022-2023) at Santosh Mitra Square from 10.02.2023 to 12.02.2023 in Ward No. 50, BR-V.** Estimated cost (including GST & CESS): **Quotation invited.** Earnest money: **2% of quoted amount.** Period of completion: **3 days.** Last date and time of submission of bid: **07.02.2023 - 11.00 AM.** Date and time of opening of tender: **09.02.2023 - 11.00 AM.** The bid forms and other details are available on and from **31.01.2023 (5.00 PM)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-VI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/BR-VI/051/024/2022-23/R
Name of the work: **Improvement of I.P passage by providing concrete at 42B, Gokul Boral Street and adjacent area in Ward No. 51.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,34,698.00.** Earnest money: **₹ 8,800.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **08.02.2023 - 11.00 AM.** The tender will be opened on: **10.02.2023 - 11.00 AM.** The bid forms and other details are available on and from **31.01.2023 (5.00 PM)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-VIII/090/030/2022-2023
Name of the work: **Painting of kerb channel of roads & other maintenance work at Panchanantala Road and Gariahat Road approching booster pumping station in Ward No. 90.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,63,326.72.** Earnest money: **₹ 3,300.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **08.02.2023 - 12.00 Noon.** Date of opening of tender: **10.02.2023 - 12.00 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **31.01.2023 (5.00 PM)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/78/22-23
Name of the work: **Restoration of roads including canal side protection using installation of departmental grills at Rabindrapally C-Block, Baghajatin Rail Gate, Raja S.C. Mullick Road near west wind complex in Ward No. 101.** Estimated cost: **₹ 1,33,294.12.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **150 days.**
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/095/22-23
Name of the work: **Maintenance of U/G drainage system by changing broken pit covers & ancillary work at P.M. Sarani, E. End Park & others in Ward No. 106.** Estimated cost: **₹ 2,98,996.81.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **50 days.**
(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/096/22-23
Name of the work: **Maintenance of U/G drainage system by providing catch pits & ancillary work near Amar Sangha in Ward No.-106.** Estimated cost: **₹ 1,60,347.69.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **25 days.**
(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/85/22-23
Name of the work: **Renovation of road providing hot mix near TM Motors, 397 Panchyagram & different places etc. in Ward No. 107, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 2,36,233.24.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **60 days.**
(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/103/22-23
Name of the work: **Construction of boundary wall and other ancillary works at Sibtala School at Ward No. 106.** Estimated cost: **₹ 2,49,919.58.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **40 days.** Last date and time of submission of bid: **08.02.2023 - 11.00 AM (For Sl. No. 1 to 5).** Date and time of opening of bid: **10.02.2023 - 11.00 AM (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **31.01.2023 (5.00 PM) (For Sl. No. 1 to 5).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/XIV/127/133/22-23 (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of C.C. passage at Bye Lane of Ram Narayan Mukherjee Road & Ram Road near Pre. No. 13, P-8, 10A, 8/5 etc. in Ward No.-127.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,70,873.79.** Earnest money: **₹ 5,500.00.** Period of completion: **15 days.** Last date of submission of bid: **13.02.2023 (Upto 11.00 AM).** Tender will be opened on: **15.02.2023 (11.00 AM).** The bid forms and other details are available on and from **04.02.2023 (from 5.00 PM)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/087/22-23/BUSTEE
Name of the work: **Maintenance of cement concrete road at Kenaram Ganguly Road (slum area) near Pre. No.-6E in Ward No. 125.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,07,599.37.** Earnest money: **₹ 6,200.00.** Period of completion: **30 days.**
(2) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/138/22-23
Name of the work: **Construction of U/G sewer at Dakshin Para Road Bye Lane near Pre. No.-189 in Ward No. 125.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,99,949.07.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(3) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/206/22-23
Name of the work: **Construction of covered drain at Kabordanga near Prabitra Mal in Ward No. 142.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,88,806.41.** Earnest money: **₹ 9,800.00.** Period of completion: **30 days.**
(4) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/197/22-23
Name of the work: **Restoration of C.C. road at Krishnanagar near Pre. No.-42 in Ward No. 142.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,80,047.46.** Earnest money: **₹ 9,700.00.** Period of completion: **30 days.**
(5) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/199/22-23
Name of the work: **Restoration of C.C. road at Krishnanagar Pakhipara near Pre. No.-48/93/22 in Ward No. 142.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,33,556.26.** Earnest money: **₹ 6,700.00.** Period of completion: **30 days.**
(6) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/156/22-23
Name of the work: **Restoration of C.C. road at Christan Path Way near Pre. No.-23/4 in Ward No. 125.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,34,672.37.** Earnest money: **₹ 8,700.00.** Period of completion: **30 days.**
(7) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/209/22-23
Name of the work: **Construction of C.C. road at Sajneberia Srikantapally near Pre. No.-60/71, 60/72/2 in Ward No. 142.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,75,674.42.** Earnest money: **₹ 9,600.00.** Period of completion: **30 days.**
(8) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/207/22-23
Name of the work: **Construction of C.C. road at Krishnanagar near H/o - Allen Gomes in Ward No. 142.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,78,575.57.** Earnest money: **₹ 9,600.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **09.02.2023 - 12.00 Noon (For Sl. No. 1 to 8).** The tender will be opened on: **11.02.2023 - 12.00 Noon (For Sl. No. 1 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **31.01.2023 (5.00 PM) (For Sl. No. 1 to 8).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8).**

(1032/22-23)

অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বজয়ী দলের কয়েকজনকে সিনিয়র টিমে দেখছেন মিতালি

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারিঃ ছেলেদের ক্রিকেটে অনূর্ধ্ব ১৯ স্তর থেকে ভবিষ্যৎ তারকা হওয়ার অনেক উদাহরণ রয়েছে। বিরাট কোহলি, স্টিভ স্মিথ, রবীন্দ্র জাডেজা, শুভমন গিল। তালিকা আরও দীর্ঘ হবে। এ বার প্রথম অনুষ্ঠিত হল মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। মেয়েদের ক্রিকেটের প্রথম সংস্করণ। এখান থেকেও কি ভবিষ্যৎ তারকা পাওয়া যাবে? সিনিয়র দলে আগে থেকেই রয়েছেন শেফালি ভার্মা, রিচা ঘোষ। বাকিদের মধ্যে কারা আগামীতে সিনিয়র দলে জায়গা করে নিতে পারেন এবং নজর কাড়তে পারেন! মেয়েদের উদ্বোধনী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর কিংবদন্তি মিতালি রাজ এমন কয়েক জনকে চিহ্নিত করেছেন। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক কিংবদন্তি মিতালি রাজ অনূর্ধ্ব ১৯ দল থেকে অন্তত তিন-

চার জনকে চিহ্নিত করেছেন, যারা ভবিষ্যৎ তারকা হয়ে উঠতে পারেন। ২০২৫ সালে ভারতের মাটিতে মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। বিশ্বজয়ী জুনিয়র দল থেকে ২০২৫-র ওয়ান ডে বিশ্বকাপে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে নজর কেড়েছেন লেগ স্পিনার পার্শ্ববী চোপড়া, শ্বেতা শেরাওয়াত, বাংলার পেসার তিতাস সাধু, অফ স্পিনার অর্চনা দেবী এবং বাঁ হাতি স্পিনার মন্নত কাশ্যপ। বিশ্বকাপ ফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। টুর্নামেন্টে শুরুর আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা মিতালিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলাপচারিতার জন্য। ভারতীয় দলের কোন ক্রিকেটারদের ভবিষ্যৎ তারকা দেখছেন মিতালি? জানালেন, ''স্পিনার এবং পেসাররা খুবই ভালো পারফর্ম করেছে। তবে সিনিয়র স্তরে যেতে হলে দুই বিভাগেই আমাদের আরও উন্নতির প্রয়োজন। ক্রিকেটারদের পুল অনেক বাড়ছে। এটা খুবই ভালো দিক। সিনিয়র স্তরে অনেক পার্থক্যই থাকবে। অনেক বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সে কারণেই উন্নতি প্রয়োজন। অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেটাররা যে মানসিকতা এবং তাগিদ দেখিয়েছে, আমি মুগ্ধ।'' পাশাপাশি প্রাক্তন সতীর্থ, যিনি এই বিশ্বজয়ী অনূর্ধ্ব ১৯ দলের কোচ, সেই নুশিন আল কাদিরকেও কৃতিত্ব দিতে ভুললেন না মিতালি।

হার্দিকের ক্ষোভ, ১৯৯ রানের পিচ, চাকরি গেল কিউরেটরের

লখনউ, ৩১ জানুয়ারিঃ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে ভারত। রাঁচিতে প্রথম ম্যাচে হার দিয়ে সিরিজ শুরু হয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার। লউনউতে মাত্র ১০০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমেও চাপে পড়ে ভারত। সমস্যাটা শুধু ভারতেরই হয়েছে তা নয়। টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় নিউজিল্যান্ড। টসের সময়ই ভারত অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া মন্তব্য করেছিলেন, পিচ দেখে তাঁর মনে হয়েছে স্পিনাররা সুবিধা পাবে। তবে ম্যাচের ৩৯.৫ ওভারের মধ্যে ৩০ ওভারই স্পিনাররা বল করবেন, এমনটা বোধ হয় প্রত্যাশা করেননি কেউই। র‍্যাঙ্ক টার্নারে নিউজিল্যান্ডকে মাত্র ৯৯-৮ স্কোরে আটকে রাখে ভারত। ১০০ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ১ বল বাকি থাকতে জয় এবং সিরিজে সমতা ফেরায় ভারত। কিন্তু এই ম্যাচের

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক। ম্যাচ শেষে ভারত অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া পিচ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রাঁচিতে ভারত হারলেও সেখানে নিউজিল্যান্ড ১৭৬ রান করেছিল। রান তাড়ায় ২১ রানে পিছিয়ে থাকে ভারত। তবে সেখানকার পিচেও ব্যাটারদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। লখনউয়ের মতো যদিও নয়। ম্যাচ শেষে হার্দিক জানিয়েছিলেন, লখনউয়ের পিচ দেখে তিনি অবাক। গত দুই ম্যাচের পিচই টি-টোয়েন্টি খেলার যোগ্য নয়, এমটাই মন্তব্য করেছিলেন। পাশাপাশি কিউরেটর এবং গ্রাউন্ডসম্যানদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছিলেন, এরপর যেখানেই ভারতের ম্যাচ থাকুক, পিচ তৈরির কাজটা যেন আগে থেকে শুরু হয়। সূত্রের খবর, দ্বিতীয় ম্যাচের জন্য কালো মাটির দুটি পিচ প্রস্তুত রেখেছিলেন স্থানীয় কিউরেটর সুরেন্দ্র কুমার। সূত্রের খবর, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে লাল মাটির পিচ চাওয়া হয়। মাত্র তিন দিনের মধ্যে লাল মাটির পিচ রেডি করে উঠতে পারেননি। ফলস্বরূপ আন্ডার প্রিপেয়ার্ড পিচেই খেলতে হয়েছে। যার জেরে চাকরি গেল সুরেন্দ্র কুমারের। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে লখনউ সুপার জায়ান্টসের হোম গ্রাউন্ড। তাই এখন থেকেই দুশ্চিন্তায় ভুগছে উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। সুরেন্দ্র কুমারের জায়গায় সঞ্জীব আগরওয়ালকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

'মুখ দেখানোর জন্য এত খরচ করছি?', সবচেয়ে দামি ফুটবলারকে নিয়ে বিস্ফোরক সৌদির ক্লাব

রিয়াধ, ৩১ জানুয়ারিঃ সময়টা একেবারে ভালো যাচ্ছে না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। ইউরোপ ছেড়ে মধ্য প্রাচ্যে খেলতে এসেছেন সিআর সেভেন। মরসুমের মাঝপথেই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা শেষ হয় রোনাল্ডোর। এক সাক্ষাৎকারে ম্যান ইউ ক্লাব এবং কোচ এরিক টেন হ্যাগের বিরুদ্ধে বোমাও ফাটান পর্তুগিজ সুপারস্টার। এরপর বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েও বিতর্কে জড়ান রোনাল্ডো। কোয়ার্টার ফাইনালে মরক্কোর কাছে হেরে বিদায় নেয় পর্তুগাল। দলের কোচ ফার্নান্দো স্যান্টোস বেঞ্চে বসিয়ে রাখেন রোনাল্ডোকে। যে ঘটনা ভালো ভাবে মেনে নেননি সিআর সেভেন নিজেও। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে পর্তুগাল-সর্বত্র যখন বিতর্কে জড়িয়েছেন রোনাল্ডো, তখনই তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায় সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসের। বিশাল অঙ্কের বিনিময়ে মধ্য প্রাচ্যে খেলতে আসেন সিআর সেভেন। প্রদর্শনী ম্যাচে পিএসজির বিরুদ্ধে জোড়া গোলও করেন রোনাল্ডো। কিন্তু তারপর! আল

নাসেরের জার্সিতে পর্তুগিজ সুপারস্টার এখনও গোলহীন। দুটো ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। অথচ গোলের দেখা পাননি সিআর সেভেন। সৌদি সুপার কাপে আল ইত্তিহাদের কাছে ১-৩ হেরে বিদায় নেয় রোনাল্ডোর দল। ম্যাচ চলাকালীন প্রতিপক্ষ গ্যালারি থেকে 'মেসি মেসি' বিদ্রুপও শুনতে হয় সিআর সেভেনকে। রোনাল্ডো দলে যোগ দিলেও, আল নাসেরের খেলায় তেমন কোনও পরিবর্তন আসেনি। আর এতেই চটেছেন সেই ক্লাবের ডিরেক্টর। সৌদি সুপার কাপে হারের পরই আল নাসেরের ডিরেক্টরের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। হতাশা চেপে রাখতে পারেননি তিনি। ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে আল নাসেরের ডিরেক্টর চিৎকার করে বলছেন, ''এখান থেকে দূর হয়ে যাও। ২০০ মিলিয়ন ইউরো আমি খরচ করেছি। একমাত্র ওই (রোনাল্ডো) জানে কেন কিছু করতে পারছে না।'' এমনকি রোনাল্ডোর সেলিব্রেশন স্টাইলকেও বিদ্রুপ করেন আল নাসেরের ডিরেক্টর। সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও কয়েকটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যায়, রোনাল্ডোর ৭ নম্বর জার্সিকে অনেকে নষ্ট করছেন। কেউ পুড়িয়ে ফেলছেন, আবার কেউ জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিচ্ছেন, কেউ বা জার্সি ছিঁড়ছেন। আল নাসেরের কোচ রুডি গার্সিয়া আশাবাদী, রোনাল্ডো ঠিক ফর্মে ফিরবেন। এমনকি তিনি বলেন, ''রোনাল্ডো আল নাসেরে তার কেরিয়ার শেষ করবে না। ইউরোপে আবার ফিরে যাবে।''

দিল্লির সাপ্লাই লাইন তৈরিতে ইডেনে বাংলার ম্যাচে নজর সৌরভের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃ ইডেনে বাংলার রঞ্জি ম্যাচ দেখতে হাজির সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে বাংলা আর ঝাড়খণ্ড। প্রথম দিনই ইডেনে এসে বাংলার খেলা দেখলেন মহারাজ। সৌরভের ভূমিকা এখন পাল্টে গিয়েছে। দিল্লি ক্যাপিটালসের ক্রিকেট ডিরেক্টর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বোর্ডের সভাপতি হওয়ার আগেও দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর আবার দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সৌরভ। তবে এ বার অনেক বড় ভূমিকায়। দিল্লি ক্যাপিটালসের সমগ্র ক্রিকেট বিভাগের দেখভালের দায়িত্বেই আছেন তিনি। মেয়েদের দলেও কোচিং স্টাফ নিয়োগে কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছেন সৌরভ। আইপিএলের জন্য পরের মাস থেকেই অনুশীলন শুরু করে দেবে রিকি পন্টিংয়ের দল। রঞ্জির কোয়ার্টার ফাইনাল দেখার পাশাপাশি কিছু প্ল্যানিংও হয়তো সেরে

রাখলেন সৌরভ। সূত্রের খবর, আইপিএলে দিল্লির দলের সাপ্লাই লাইন তৈরির জন্যই রঞ্জির ম্যাচে নজর রাখছেন মহারাজ। কোনও ক্রিকেটার ভালো পারফর্ম করলেই, উঠে আসবেন সৌরভের নোটবুকে। কে বলতে পারে, হয়তো ঠাঁই হতে পারে আইপিএলেও! এমনিতেই বোর্ডের ঘরোয়া টুর্নামেন্টে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের স্পটারদের দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে, আইপিএল নিলামের আগে স্পটাররা বিভিন্ন জায়গায় খেলা দেখে থাকেন। এ বারের নিলাম শেষ হয়ে গেলেও, পরের বছরে দিল্লির দলের জন্যই হয়তো ব্লু প্রিন্ট সাজিয়ে রাখছেন সৌরভ। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা ক্রিকেট দলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত সৌরভ। ইডেন ছাড়ার পর সেই কথা নিজের মুখেই জানান তিনি। বাংলার মেয়ে তিতাস সাধুর বোলিংও বেশ মুগ্ধ করেছে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ককে। কয়েকদিন বাদেই শুরু ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজ। কোহলি, রোহিতদের ভালো খেলার ব্যাপারেও আশার সুর শোনালেন সৌরভ। এ দিকে মেয়েদের আইপিএল দলের বোলিং কোচ হওয়ার জন্য ঝুলন গোস্বামীকে প্রস্তাব দিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। সে ব্যাপারে কথা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে মুম্বইয়ে আছেন ঝুলন।

এবারের আইপিএলে নতুন মাঠ?

মুম্বই, ৩১ জানুয়ারিঃ চলতি বছর আইপিএলে এক নতুন মাঠে হতে পারে খেলা। রাজস্থানের যোধপুরের বরকতুল্লা খান স্টেডিয়ামে খেলা হতে পারে। রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থা এই মাঠে কয়েকটি খেলা আয়োজন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছে নিজেদের ইচ্ছার কথাও জানিয়েছে তারা। এত দিন আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের ঘরের মাঠ ছিল জয়পুরের সওয়াই মান সিংহ স্টেডিয়াম। কিন্তু সেখানে সবগুলি খেলা আয়োজন করতে চাইছে না রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থা। জয়পুরের পাশাপাশি যোধপুরেও কয়েকটি খেলা আয়োজন করতে চাইছে তারা। তবে সবটাই এখন মৌখিক পর্যায়ে রয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বিশেষ কমিটি আগে যোধপুরের স্টেডিয়াম পর্যালোচনা করে দেখবে যে সেখানে আইপিএলের খেলা আয়োজন সম্ভব কি না। তার পর আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের কাছে নিজেদের রিপোর্ট জমা দেবে তারা। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিসিসিআইয়ের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে মৌখিক অনুরোধ এসেছে। রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থা জানিয়েছে, যোধপুরের মাঠকে আইপিএলের উপযুক্ত করে তোলার জন্য কিছু কাজ বাকি আছে। সেই কাজ হয়ে গেলে বোর্ডের দল খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দেবে। তার পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই মরসুমে যোধপুরের মাঠে কয়েকটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ হয়েছে। প্রায় দু'দশক পরে এই মাঠে রঞ্জি ট্রফি হয়েছে। যোধপুরের স্টেডিয়ামে ৩০ হাজার দর্শক একসঙ্গে বসে খেলা দেখতে পারেন।

নেইমার-এমবাপে সম্পর্কে ফাটল? সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এমন প্রশ্নই তুলে দিচ্ছে

প্যারিস, ৩১ জানুয়ারিঃ নেইমার-এমবাপে সম্পর্কে কি ফাটল ধরছে? কয়েক মাস ধরেই কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে দিচ্ছে, দুই সুপারস্টারের সম্পর্ক ক্রমশ আলগা হচ্ছে। লিওনেল মেসি আর নেইমারের বন্ধুত্ব কারও অজানা নয়। আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিলের দুই সুপারস্টার মাঝে মধ্যে একসঙ্গে পরিবার নিয়ে ছুটিও কাটান। তবে বেশ কিছু ফরাসি সংবাদমাধ্যমের দাবি, এমবাপের সঙ্গে নেইমারের সম্পর্ক ক্রমশ ক্রমশ আলগা হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রেই দুই ফুটবলারকে খুব একটা কথা বলতে দেখা যায়নি। এমনকি লিগ ওয়ানের এক ম্যাচে পেনাল্টি নেওয়াকে কেন্দ্র করেও দুই ফুটবলারের ভুল বোঝাবুঝি প্রকাশ্যে। কেউ কেউ দাবি করেন, এমবাপে নাকি ক্লাবকে কার্যত পরিচালনা করেন। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের তিন তারকা ফুটবলার একসঙ্গে খেললেও দলে সাফল্য আসছে না। রবিবারও লিগ ওয়ানের ম্যাচে রেইমসের সঙ্গে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করে প্যারিস স্যঁ জ্যঁ। মেসি,

এমবাপেরা ৯০ মিনিট মাঠে থেকেও দলকে জয় এনে দিতে পারেননি। ম্যাচে পিএসজির হয়ে একমাত্র গোল নেইমারের। রেইমসের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগেই নেইমার আর এমবাপের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। ওয়ার্ম আপের সময় নেইমারের একটি ফ্রি-কিক দেখে তাঁর দিকে 'বাঁকা' চোখে তাকান ফরাসি সুপারস্টার কিলিয়ান এমবাপে। তাহলে কি নেইমারকে হিংসা করছেন এমবাপে? নাকি নেইমারের দূরপাল্লার ওই শট দেখে হকচকিয়ে গিয়েছেন তাঁর সতীর্থ? সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ধরণের মন্তব্যই ভেসে আসছে। তবে ওই ভিডিয়ো রীতিমতো সোরগোল ফেলে দিয়েছে। রেইমসের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৫১ মিনিটে গোল করেন নেইমার। ৮ মিনিট বাদেই লাল কার্ড দেখেন মার্কো ভেরাত্তি। ১০ জনের পিএসজি বাকি ৩০ মিনিট লড়াই চালিয়েও, শেষ রক্ষা করতে ব্যর্থ। ইনজুরি টাইমে গোল হজম করে প্যারিস স্যঁ জ্যঁ। লিগ ওয়ানে শেষ দুটো ম্যাচেই পয়েন্ট নষ্ট মেসিদের। রেইমসের কাছে ড্রয়ের আগে হারের কবলে পড়েন এমবাপেরা। যদিও লিগ টেবিলের শীর্ষে রয়েছে পিএসজি। তবে নেইমারদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে লেন্স, মার্সেইয়ের মতো দল। দলের মধ্যে বোঝাপড়া ঠিক না হলে, মাঠের পারফরম্যান্সেও যে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, এ আর নতুন কী!

ইডেনে বাংলার পেস দাপটে পুরো ব্যাকফুটে ঝাড়খন্ড! দুরন্ত আকাশ, মুকেশ জুটি

ঝাড়খন্ড - ১৭৩, অল আউট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃ ওড়িশার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ হেরে গেলেও ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে বাংলা ঘুরে দাঁড়াবে এমনটা জানাই ছিল। বিশেষজ্ঞদের আন্দাজ ভুল প্রমাণ হতে দিলেন না বাংলার ক্রিকেটাররা। টস জিতে ঝাড়খন্ডকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছিল বাংলা। বাংলার ফাস্ট বোলারদের দাপট সামলানো সহজ হবে না বোঝা যাচ্ছিল সকাল থেকেই। মাত্র ১২ রানের মধ্যে দুই ওপেনারকে হারায় ঝাড়খন্ড। দুটো উইকেটই নেন আকাশ দীপ। এরপর আকাশ ঘটক ফিরিয়ে দেন বিরাট সিং কে। অনুকুল রায় ফিরে যান মুকেশ কুমারের বলে। ঝাড়খণ্ড মিডল অর্ডার আজ পুরোপুরি ব্যর্থ। বাংলার দুই ফাস্ট বোলার আকাশ এবং মুকেশ চার এবং তিনটি করে উইকেট নেন। এই

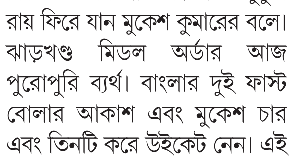

দুজনই ঝাড়খন্ড ব্যাটিংয়ের মেরুদন্ড ভেঙে দিলেন। একটি উইকেট নিয়েছেন ঈশান পোড়েল। মহেন্দ্র সিং ধোনির রাজ্যের হয়ে একমাত্র লড়াই করেন কুমার সুরজ। বাউন্ডারি এবং ছক্কা ছাড়া ৮৯ করেন তিনি। উল্লেখ্য গতবারও ঝাড়খণ্ডকে দাপটের সঙ্গে হারিয়েছিল বাংলা। একাধিক ব্যাটসম্যান হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন। তাতে অবশ্য বাংলা চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। তবে এবার কোচ লক্ষ্মী রতন শুক্লা এবং অধিনায়ক অভিমুন্য ঈশ্বরন আশাবাদী অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেবে বাংলা। ব্যাটিং বিভাগে অনুষ্টুপ, অভিমুন্য, মনোজ এবং সুদীপের দিকে তাকিয়ে বাংলা। এদের মধ্যে একজন বড় স্কোর করতে পারলে বাংলার সেমিফাইনালে ওঠা আটকাবে না। অলরাউন্ডার হিসেবে শাহবাজ আহমেদ অন্যতম ভরসার নাম। শেষ কয়েক বছরের নিজেকে অনেক উন্নত করেছেন। আরসিবি এবং ভারতীয় দলেও জায়গা পেয়েছেন। শাহবাজ জানেন বাংলা দলে তার গুরুত্ব কতটা।

কাপটা যদি মারাদোনা দিতেন, মেসির অন্তহীন আক্ষেপ

কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টাইন ভক্তদের জোয়ার ছিল চোখে পড়ার মতো। এর মধ্যেও ছিল বড় এক শূন্যতা। গ্যালারিতে তো ছিলেন না দিয়েগো মারাদোনা। অন্যলোকে পারি জমানো এই মহানায়কের অনুপস্থিতি প্রবলভাবে অনুভব করেছেন লিওনেল মেসিও। আর্জেন্টিনা অধিনায়কের আক্ষেপ, মারাদোনা দেখে যেতে পারলেন না বিশ্বমঞ্চে দেশের তৃতীয় শিরোপা। তুলে দিতে পারলেন না সোনালি ট্রফি।

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

গত দুই বছরে মেসিদের জেতা তিন শিরোপার কোনোটিই দেখতে পারেননি মারাদোনা। ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর এই ফুটবল জাদুকরের প্রয়াণের পর আর্জেন্টিনা একে একে জিতেছে কোপা আমেরিকা, ফিনালিসি্সমা ও বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার ম্যাচে গ্যালারিতে থাকত মারাদোনার সপ্রতিভ উপস্থিতি। দলের গোল কিংবা জয় উদযাপনে হয়ে যেতেন খ্যাপাটে, হারে বিমর্ষ। সব ঠিক থাকলে কাতার বিশ্বকাপে তিনি হয়তো থাকতেন মধ্যমণি হয়ে। ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে টাইব্রেকারে জেতার পর নেমে আসতেন মাঠে। মেসিরাও তা-ই চাইতেন। বিশ্বকাপ জেতার পর দেওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে স্বদেশি সাংবাদিক আন্দি কুসনেতসফকে আর্জেন্টিনা অধিনায়ক বললেন, পূর্বসূরির কাছ থেকেই কাপ নিতে চাইতেন তিনি। ''অবশ্যই আমি তা চাইতাম। অন্তত তিনি এই সব দেখতেন, আর্জেন্টিনা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। জাতীয় দলের প্রতি ছিল তার প্রবল ভালোবাসা, তিনি এমন কিছুই চাইতেন। ওই ছবিটা দারুণ হতো। তিনি এবং আরও অনেকে যারা আমাকে ভালোবাসেন এবং আমার ভালো চাইতেন, তারা আমাকে সবকিছুর জন্য শক্তি জুগিয়েছেন।'' গানটি সারা বিশ্বকে আলোড়িত করেছিল, আর আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

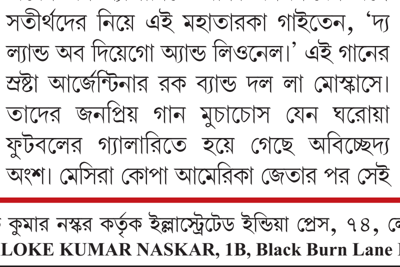

মেসি যে গানের কথা বলেছেন, সেটা কাতার বিশ্বকাপে তাদের ম্যাচে শুনেছে সারা বিশ্ব। জয়ের পর গ্যালারিতে থাকা সমর্থকদের সঙ্গে সতীর্থদের নিয়ে এই মহাতারকা গাইতেন, 'দ্য ল্যান্ড অব দিয়েগো অ্যান্ড লিওনেল।' এই গানের স্রষ্টা আর্জেন্টিনার রক ব্যান্ড দল লা মোস্কাসে। তাদের জনপ্রিয় গান মুচাচোস যেন ঘরোয়া ফুটবলের গ্যালারিতে হয়ে গেছে অবিচ্ছেদ্য অংশ। মেসিরা কোপা আমেরিকা জেতার পর সেই গানেরই কথায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়। বলা হয় মারাদোনার আশীর্বাদ, মেসির জাদুকরী ফুটবলে তৃতীয় শিরোপার প্রত্যাশার কথা। বিশ্বকাপে এই গান যেন মেসিদের দলীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল। মেসি মনে করেন, এর আবেদন ছাড়িয়ে গেছে দেশ-কালের সীমানা। গানটা খুব ভালো। বিশ্বকাপের আগে বলেছিলাম, এই গান আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তবে তখন সেটা ভাইরাল হয়নি। ধীরে ধীরে লোকজন এটা আরও বেশি করে গাইতে শুরু করে। সবাই গানের কথাগুলো অনুভব করেছে। শুধু আর্জেন্টাইনরাই নয়, বিশ্বকাপে সবাই আমার সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। মেসি সাক্ষাৎকারে আরও বলেছেন, ''সৌদি আরবের বিপক্ষে হার সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত ছিল। মেক্সিকোর বিপক্ষে ম্যাচটি সবচেয়ে কঠিন ছিল, কারণ আমরা ঝুঁকির মধ্যে ছিলাম। এটি এমন একটি ম্যাচ ছিল, যেখানে আমরা সবচেয়ে খারাপ খেলেছি...তবে আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে আমরা উতরে যাব। আমাদের দলটা যেমন ছিল, তা না থাকলে আমার মনে হয় এই পরিস্থিতি অতিক্রম করা খুব কঠিন হতো।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501